

নৌপরিক্রমা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

www.navy.mil.bd

Vol 38 ■ Issue 03 ■ July 2022 ৩৮ বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা ■ জুলাই ২০২২

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর

অনন্য এক স্থাপনায় সংরক্ষিত
বাংলাদেশের নৌবাহিনীর ইতিহাস

সিলেট ও সুনামগঞ্জে ভয়াবহ বন্যা
বানভাসি মানুষের পাশে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর

গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত

উদ্বাপিত হলো
আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস

নৌপরিক্রমা এ সংখ্যায় থাকছে

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন আরও দক্ষ
ও ভারসাম্যপূর্ণ ত্রিমাত্রিক শক্তিসম্পন্ন
বাহিনী। এই অগ্রযাত্রার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ
রাখতে প্রয়োজন সমসাময়িক
কলাকৌশল ও তথ্যভিত্তিক একটি
মুখপত্র, যা হতে পারে সম্মিলিত
প্রেরণার অংশ। আর সে লক্ষ্যেই ক্রমশ
পাল্টে যাচ্ছে আমাদের প্রিয়
নৌপরিক্রমা। উন্নত ও সমৃদ্ধ
নৌপরিক্রমার প্রয়োজনে, আমরা আরও
বহুদূর এগোবার প্রত্যাশায় আপনার
সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

শীর্ষ সংবাদ



০৫

গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে মিডশিপম্যান ২০১৯/বি ব্যাচ এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার (ডিইও) ২০২২/এ ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ ২৩ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২০১৯/বি ব্যাচের ৬২ জন মিডশিপম্যান এবং ২০২২/এ ব্যাচের ৬ জন ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারসহ মোট ৬৮ জন নবীন কর্মকর্তা কমিশন লাভ করেন। এদের মধ্যে ৮ জন নারী, ২ জন মালদ্বীপ এবং ১ জন ফিলিস্তিনির মিডশিপম্যান রয়েছে।

জনস্বার্থে নৌবাহিনী



০৮

সিলেট ও সুনামগঞ্জে ভয়াবহ বন্যা: বানভাসি মানুষের পাশে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

মে মাসের মাঝামাঝি থেকে টানা ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যায় সিলেট ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলের এলাকাগুলো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হয়। বাসস্থান-খাদ্য-খাবার পানি-চিকিৎসা সবকিছু নিয়েই চরম সংকটে পড়ে এসব এলাকার মানুষ। বানভাসি মানুষকে রক্ষায় সামরিক প্রশাসনকে সহায়তায় এগিয়ে আসে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। সিলেট ও সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত বিভিন্ন বন্যাকবলিত এলাকা থেকে মানুষকে উদ্ধার করে আশ্রয়কেন্দ্রে আনতে এবং ত্রাণসহায়তা দিতে নৌবাহিনীর রেসকিউ বোট ও নৌসদস্যগণ উদ্ধার ও ত্রাণসহায়তায় নিরবচ্ছিন্নভাবে অংশগ্রহণ করে।





প্রধান রচনা বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর অন্য এক স্থাপনায় সংরক্ষিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইতিহাস

সম্পাদকীয় ■ ০৪

শীর্ষ সংবাদ ■ ০৫

নৌবাহিনীর প্রধান সংবাদ

নৌশক্তি দেশে দেশে ■ ২২

আন্তর্জাতিক নৌবাহিনী ও নৌবিষয়ক সংবাদ

সমুদ্রে দুর্জয় ■ ২৬

দেশের জলসীমার নিরাপত্তায় মহড়া ও প্রশিক্ষণ সংবাদ

উন্নয়ন পরিক্রমা ■ ৩১

নৌবাহিনীর চলমান অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদির উন্নয়ন সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩২

নৌঅঞ্চলের নিয়মিত সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩৯

ক্রীড়া, সংস্কৃতি, স্কাউট ও শিক্ষা

নৌপরিবার পরিক্রমা ■ ৪১

নৌপরিবার কল্যাণ সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আয়োজনের খবর

৪৬

ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধ

স্যাভো আইল্যান্ডের যুদ্ধ

স্যাভো আইল্যান্ডের মূল যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৪২ সালের ৮ ও ৯ আগস্ট। তবে তার আগের কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহ বিশেষ প্রভাব রেখেছিল এই যুদ্ধে। স্যাভো আইল্যান্ডের অবস্থান দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সলোমন দ্বীপপুঞ্জ। এই যুদ্ধকে জাপানিরা সলোমন সাগরের প্রথম যুদ্ধ নামে অভিহিত করে। অন্যদিকে পশ্চিমা ইতিহাসবিদরা একে স্যাভো আইল্যান্ডের প্রথম যুদ্ধ বলেন, কেননা এই দ্বীপাঞ্চলে আরও তিনটি বড় ধরনের নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, স্যাভো আইল্যান্ডের যুদ্ধ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোয় জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনী পরিচালিত অপারেশন গুয়াডালক্যানাল ক্যাম্পেইনের প্রথম নৌযুদ্ধ।



বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে নৌবাহিনীর গ্যালারিতে বাংলাদেশের নৌ-ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পাশাপাশি নৌবাহিনীকে বাস্তবিকভাবে দর্শনাথীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, ইন্টার্যাক্টিভ ডিসপ্লে ও লাইটের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারের মাধ্যমে জাহাজের হুইল, সেক্সট্যান্ট, দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহ বিভিন্ন নেভিগেশনাল ও সিম্যানশিপ-সামগ্রী দর্শনের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া ব্রিজ সিমুলেটরে সি ক্রুজিংয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করে, জাহাজের ফক্সল এর ত্রিমাত্রিক জোনে সামুদ্রিক বিভিন্ন ঘটনাবলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে কিংবা সিমুলেটেড গান ফায়ারিং জোনে নিজেকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমর্পণ করে একজন দর্শনাথী নৌবাহিনীর কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

১০

শীর্ষ সংবাদ



০৫

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ২৯ মে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্যদের গৌরবময় অংশগ্রহণের ৩৪ বছর পূর্তি হয়েছে। বিশ্বের সব দেশের শান্তিরক্ষীদের অসামান্য অবদানকে দিবসটিতে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শহীদ শান্তিরক্ষীদের নিকটাত্মীয় এবং আহত শান্তিরক্ষীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

সমুদ্র তরঙ্গ



১৭

নৌ-শৌর্যের প্রতীক ১০ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার

বিশ্বজুড়ে নৌবাহিনীগুলোর জন্য মর্যাদা ও শক্তিমত্তার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারগুলো। আবির্ভাবের পর থেকেই ক্যারিয়ারগুলো বিভিন্ন দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। বিমানবাহী রণতরী নির্মাণের কাজটি খুবই জটিল ও ব্যয়বহুল। একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার তৈরিতে বড় অংকের বিনিয়োগ তো লাগেই। পাশাপাশি প্রয়োজন হয় অত্যাধুনিক সরঞ্জাম, কয়েক প্রজন্মের অভিজ্ঞতা, হাজার হাজার ঘণ্টার মানবশ্রম ও দৃঢ় প্রত্যয়। এই প্রবন্ধে বিশ্বের শীর্ষ ১০ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের সম্পর্কে জানব আমরা।



উপদেষ্টা

রিয়ার এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক, ওএসপি, এনইউপি,
এনডিসি, পিএসসি

প্রধান সম্পাদক

কমান্ডার এম মনিরুজ্জামান, (ট্যাজ), এনজিপি, পিএসসি, বিএন

উপ-প্রধান সম্পাদক

কমান্ডার হায়দার জাহান খান ইমান, (এইচ১), পিএসসি, বিএন

সম্পাদক

লেঃ কমান্ডার বরুণ কুমার সরকার, (শিক্ষা), বিএন

সহকারী সম্পাদক

লেঃ কমান্ডার এস এম বাদিউজ্জামান, (শিক্ষা), বিএন

সম্পাদনা সহকারী

রাসেল রানা, পিও (রাইটার)
শহিদুল ইসলাম, পিও (রাইটার)
মোঃ শাহিনুর রহমান, এলএমই

আঞ্চলিক প্রতিনিধি

ঢাকা নৌঅঞ্চলঃ লেঃ কমান্ডার গফুর মিয়া, (শিক্ষা), বিএন
চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলঃ লেঃ কমান্ডার এম সোহেল রানা, (শিক্ষা), বিএন
খুলনা নৌঅঞ্চলঃ লেঃ কমান্ডার মোঃ আনোয়ার হোসেন, (শিক্ষা), বিএন
কমান্ডার বিএন ফ্রিটঃ কমান্ডার এম শফিকুল ইসলাম, (জি), বিএন
কমান্ডার ফ্লোটিল্ডা ওয়েস্টঃ লেঃ কমান্ডার এস এম
আর-রাহবারুল ইসলাম, (শিক্ষা), বিএন
বিএন ডকইয়ার্ডঃ লেঃ উম্মে ফারহানা এলিন, (শিক্ষা), বিএন
কমসোয়াডসঃ লেঃ কমান্ডার এম রিয়াজুল ইসলাম, (এস), বিএন
কমন্যান্ডঃ লেঃ কমান্ডার এহতেশাম মুহতাদী, (এক্স), বিএন
বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিঃ সাব লেঃ ফাহিমদা আকতার মিমু,
(শিক্ষা), বিএন

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জেমঃ এ্যাঃ সাব লেঃ কাউছার জাহান
বিউটি, (শিক্ষা), বিএন

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

নৌপরিক্রমা, নৌ গোয়েন্দা পরিদপ্তর, নৌসদর, বনানী,
ঢাকা-১২১৩
ইমেইল: dninauporikroma@gmail.com
ওয়েব: www.navy.mil.bd

কনটেন্ট পরিকল্পনা, রচনা, পরিমার্জনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা

ENLIGHTEN | VIBES

বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

ফোন: +৮৮০২৪৮৯৫৬৭৪৮

ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

আধুনিক স্থাপত্যরীতির অনন্য নিদর্শন বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ধারাবাহিক ইতিহাস

ব্রাজধানীর বিজয় সরণিতে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের ঠিক পাশেই নির্মিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর। চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় ১০ একর জায়গার ওপর নির্মিত এই জাদুঘরের উদ্বোধন করেন। এটিকে আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। বিষয়বস্তু ও নির্মাণশৈলীর স্বকীয়তা দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই এটি দর্শনার্থীদের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর গৌরবময় ইতিহাস, চ্যালেঞ্জ ও অর্জন নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে এই জাদুঘরে বিভিন্ন প্রদর্শনী গ্যালারি স্থাপন করা হয়েছে। রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্বগাথার নানা প্রমাণ, পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবোজ্জ্বল বিভিন্ন অধ্যায়ের স্মারক।

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে রয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর পৃথক গ্যালারি। আরও রয়েছে জাতিসংঘ সিএইচটি (চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস) গ্যালারি, তোষাখানা জাদুঘর, ভিক্টরি অ্যারেনা, থ্রিডি আর্ট গ্যালারি, মাল্টিপারপাস হল, সেমিনার হল, সিনেমা হল, লাইব্রেরি, আর্কাইভ, স্যুভেনির শপ, ফাস্ট এইড কর্নার, মুক্তমঞ্চ, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি সুবিধা।

নৌবাহিনীর গ্যালারিতে রয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ধারাবাহিক ইতিহাসের এক অনন্য প্রদর্শনী। বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে নৌবাহিনীর গ্যালারিতে বাংলাদেশের নৌ ইতিহাস-ঐতিহ্যের পাশাপাশি জলের জীবনকে বাস্তবিকভাবে দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দর্শনার্থীরা মাল্টিমিডিয়া, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, ইন্টার্যাক্টিভ ডিসপ্লে ও লাইটের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারের মাধ্যমে জাহাজের হুইল, সেক্সট্যান্ট, দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহ বিভিন্ন নেভিগেশনাল ও সিম্যানশিপসামগ্রী পরিদর্শন, ব্রিজ সিমুলেটরে চমকপ্রদ সি ফ্রিজিংয়ের অভিজ্ঞতা লাভ, জাহাজের ফক্সলের থ্রিডি ভিউ জোনে সামুদ্রিক বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে একাত্ম হওয়া কিংবা সিমুলেটেড গান ফায়ারিং জোনে নিজেকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমর্পণ করার মতো অনন্য অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের আদ্যোপান্ত নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের প্রধান রচনা।

চলতি বছরের মে থেকে জুন মাসে সিলেট ও সুনামগঞ্জে ঘটে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা। টানা ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে হঠাৎই আসা এ বন্যায় ভেসে যায় সিলেটের ৮০ শতাংশ এবং সুনামগঞ্জের ৯০ শতাংশ এলাকা। নগরের উপশহর, দক্ষিণ সুরমা, হাউজিং এস্টেট, জিন্দাবাজার, কদমতলী, বাসস্ট্যান্ড ও রেলওয়ে স্টেশন পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় গভীর সংকটে পড়ে এসব এলাকার মানুষ। প্রত্যন্ত এলাকা হওয়ায় প্রশাসনের পক্ষে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমন সংকটে এগিয়ে আসে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। প্রাথমিকভাবে নৌবাহিনীর ৬ জন কর্মকর্তার নেতৃত্বে ১২টি জেমিনি বোট ও ৩৫ জন ডুবুরি সদস্য উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। পরবর্তীতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল থেকে আরও দুটি দল যোগ দেয়। নৌবাহিনীর প্রায় ১০০ জন বিভিন্ন পদবির নৌসদস্য উদ্ধার ও ত্রাণসহায়তায় অংশগ্রহণ করে। এর পাশাপাশি গর্ভবতী নারী, অসুস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া ও প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের যেকোনো দুর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী মানবসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সিলেট ও সুনামগঞ্জ বন্যায় নৌবাহিনীর উদ্ধার তৎপরতা ও ত্রাণ বিতরণ নিয়ে বিস্তারিত রয়েছে 'জনস্বার্থে নৌবাহিনী' বিভাগে।



আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২২ উপলক্ষে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শহীদ শান্তিরক্ষীদের নিকটাত্মীয় এবং আহত শান্তিরক্ষীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ২৯ মে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্যরা তাদের গৌরবময় ৩৪ বছর পূর্ণ করল। বিশ্বের সব দেশের শান্তিরক্ষীদের অসামান্য অবদানকে দিবসটিতে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তিন বাহিনীর প্রধানগণ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, পুলিশের মহাপরিদর্শক, জাতিসংঘ মহাসচিব এবং জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী পৃথক পৃথক বাণী দেন। এ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শহীদ শান্তিরক্ষীদের নিকটাত্মীয় এবং আহত শান্তিরক্ষীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি

অংশগ্রহণ করেন। জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া সেলো জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেসের একটি বার্তা পাঠ করে শোনান। অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, পুলিশের মহাপরিদর্শক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বসহ উর্ধ্বতন সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কূটনীতিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ স্থানে শান্তিরক্ষার কাজে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর যেসব সদস্য নিঃস্বার্থভাবে ও সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত অবস্থায় যারা প্রাণ দিয়েছেন, সেইসব বীর শহীদদের স্মরণ করেন এবং আহত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদান, কঙ্গো, সেন্ট্রাল আফ্রিকা রিপাবলিক এবং লেবাননে নিয়োজিত বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী কন্টিনজেন্টের

সাথে মতবিনিময় করেন। এর আগে সেখানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এদিন সকালে ঢাকার তেজগাঁওয়ে পুরাতন বিমানবন্দর মসজিদ কমপ্লেক্সে এবং অন্যান্য বিভাগীয় শহরে পিসকিপার্স রানের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। এতে অংশ নেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী, সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশের শান্তিরক্ষীগণ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহের মনোনীত প্রতিনিধিগণ এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ জার্নাল প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে বিশেষ টক-শো সম্প্রচারিত হয়েছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। ১৯৮৮ সাল থেকে অংশ নিয়ে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্যরা সর্বোচ্চ পেশাদারি

মনোভাব, আনুগত্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। তাদের অনন্য অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। দিবসটি অন্যান্য নীঅঞ্চলেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়।

গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে মিডশিপম্যান ২০১৯/বি ব্যাচ এবং ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার (ডিইও) ২০২২/এ ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাদের গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ ২৩ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২০১৯/বি ব্যাচের ৬২ জন মিডশিপম্যান এবং ২০২২/এ ব্যাচের ৬ জন ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারসহ মোট ৬৮ জন নবীন কর্মকর্তা কমিশন লাভ করেন। এদের মধ্যে ৮ জন নারী, ২ জন মালদ্বীপ এবং ১ জন ফিলিস্তিনির মিডশিপম্যান রয়েছে। কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান বিভিন্ন বিষয়ে সর্বোচ্চ মান অর্জনকারীদের হাতে পদক তুলে দেন। কমিশনপ্রাপ্ত নবীন কর্মকর্তাদের মধ্যে মিডশিপম্যান ২০১৯/বি ব্যাচের মো. আশরাফুর রহমান, (এক্স), বিএন সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ মান অর্জনকারী সেরা টেকস মিডশিপম্যান হিসেবে 'সোর্ড অব অনার' অর্জন করেন। মিডশিপম্যান এইচ এম ইফাজ রহমান, (ই), বিএন প্রশিক্ষণে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মান অর্জনকারী হিসেবে 'নৌপ্রধান স্বর্ণপদক' ও ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসার ২০২২/এ ব্যাচের অ্যাক্টিং সাব লেফটেন্যান্ট কাজী মো. ইখতিয়ার রেজা রিয়ন, (ই), বিএন শ্রেষ্ঠ ফলাফল অর্জনকারী হিসেবে 'বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমিন স্বর্ণপদক' লাভ করেন। পরে নবীন কর্মকর্তাগণ শপথ গ্রহণ করেন এবং তাদের র‍্যাংক পরিচয় দেওয়া হয়।

কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান শেষে সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত নবীন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে নৌবাহিনী প্রধান তাঁর ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সেই সাথে



বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কূচকাওয়াজে সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ মান অর্জনকারী সেরা চৌকস মিডশিপম্যান মো. আশরাফুর রহমান, (এক্স), বিএন কে 'সোর্ড অব অনার' প্রদান করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর নৌসেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসামান্য প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও দিকনির্দেশনায় নৌবাহিনী আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি আধুনিক ও ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে সুপরিচিত।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে গ্রীষ্মকালীন রাষ্ট্রপতি কূচকাওয়াজে শপথ গ্রহণ করছেন নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আজকের নবীন কর্মকর্তারা নেভাল একাডেমি থেকে অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে যোগ্য কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তুলবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। তিনি পেশা হিসেবে দেশ সেবার এ পবিত্র দায়িত্বকে বেছে নেওয়ায় নবীন কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। একই সাথে সশস্ত্র বাহিনীর গর্বিত সদস্য হিসেবে দেশপ্রেম ও শৃঙ্খলাবোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান। নৌপ্রধান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও

আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নবীন কর্মকর্তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করার পরামর্শ দেন।

কূচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, অসামরিক কর্মকর্তা ও সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত নবীন কর্মকর্তাদের অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নৌবাহিনী প্রধানের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান উদ্বোধন

'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২২' সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ঢাকা, চট্টগ্রাম,

খুলনা, মোংলা ও কাপ্তাইসহ দেশের সকল নৌঘাঁটি, উপকূলীয় স্থাপনা এবং এলাকাসমূহে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে। ৫ জুন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি চট্টগ্রামে বানোজা ঈসা খান নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সামনে একটি গাছের চারা রোপণ করে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। ঢাকা, খুলনা, মোংলা ও কাপ্তাইসহ সকল নৌঘাঁটিতে একযোগে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। পরে কর্মসূচির সাফল্য কামনা করে মোনাজাত করা হয়। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে নৌসদরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারগণ, চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার এবং উর্ধ্বতন সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্বোধনের পর নৌবাহিনী প্রধান বর্তমান সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বস্তরের নৌসদস্যদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ ছাড়াও তিনি উপকূলীয় এলাকায় অধিক হারে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয়ে 'বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ' এই প্রতিপাদ্যে পালিত হয়েছে 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২২'। কর্মসূচির অংশ হিসেবে মাসব্যাপী বিভিন্ন নৌঘাঁটি, উপকূলীয় স্থাপনা এবং এলাকাসমূহে বিভিন্ন ফলদ, বনজ ও ভেষজ চারা রোপণ করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।





বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটির নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সামনে গাছের চারা রোপণের মধ্য দিয়ে 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২২' এর উদ্বোধন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালন

‘জাতিসংঘের দশ বছর মেয়াদি মহাসমুদ্র পরিকল্পনায় হাইড্রোগ্রাফির অবদান’ এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে এ বছর ২১ জুন বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চিফ হাইড্রোগ্রাফারের

ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রামে নৌখাটি ঈসা খান এরিয়া মাল্টিপারপাস হলে এক সেমিনার আয়োজিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটির সদস্যবৃন্দ, হাইড্রোগ্রাফিক ও মেরিটাইম সংস্থার

প্রতিনিধিগণ, সমুদ্রবন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়, মেরিটাইম রিসার্চ ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাইড্রোগ্রাফার উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে টেকসই সমুদ্র ব্যবস্থাপনা, সমুদ্রবিজ্ঞানে স্যাটেলাইট প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত সমুদ্র দশকের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সমুদ্র বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার ওপর

আলোচনা করা হয়। এছাড়া সেমিনারে হাইড্রোগ্রাফি সেবাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ২০০১ সালের ২ জুলাই আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার ৭০তম সদস্য দেশ হিসেবে হাইড্রোগ্রাফি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, সমুদ্রদূষণের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় হাইড্রোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সমুদ্র অঞ্চলের সকল হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকাণ্ডের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে নৌবাহিনী আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার মান অনুযায়ী পেপার ও ইলেকট্রনিক নটিক্যাল চার্ট তৈরিতে সক্ষমতা অর্জন করেছে। সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের মাধ্যমে নৌবাহিনী দেশের অধিকৃত সমুদ্র অঞ্চলের পেপার চার্ট ও নটিক্যাল চার্ট প্রকাশ করছে, যা সমুদ্রপথে নিরাপদ নৌ-চলাচলে ব্যবহার হচ্ছে। পাশাপাশি এ সকল চার্টসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হচ্ছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সমুদ্র বাণিজ্য প্রসারে এবং নিরাপদ নৌ-চলাচলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ





প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে বন্যা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে সকল নৌসদস্যদের একদিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থের চেক গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট হস্তান্তর করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

সিলেট ও সুনামগঞ্জে ভয়াবহ বন্যা বানভাসি মানুষের পাশে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ এলাকার প্রত্যন্ত এক গ্রাম ধিরাই। পাখির চোখে দেখলে অকুল দরিয়ায় কোনো দ্বীপ বলে ভ্রম হবে। বাড়িগুলোও বিচ্ছিন্ন জলাধারে। এ রকমই এক বাড়ির গর্ভবতী নারী শিউলি আক্তার। দিন কাটাচ্ছিল চরম অনিশ্চয়তায়। স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় তারা বিচ্ছিন্ন জনজীবন থেকে। প্রকৃতির এমন রুদ্ররূপের মাঝেই একদিন প্রসব বেদনা ওঠে শিউলির। জরুরি চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু ধিরাই তখন পুরো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং এতই প্রত্যন্ত যে, কারো কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ারও আশা নেই! এমনই সময় হাজির হয় নৌবাহিনীর উদ্ধারকারী দল। এই দলের একজন চিকিৎসকের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে শিউলিকে পৌঁছে দেওয়া হয় সুনামগঞ্জ হাসপাতালে। বেঁচে যায় মা ও অনাগত সন্তান। আরেক এলাকায় আটকে পড়া এ রকমই আরেকজন গর্ভবতী নারীকে উদ্ধার করে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসে নৌবাহিনীর সদস্যরা। পরবর্তীতে সেই নারী সুস্থভাবে একটি ছেলেসন্তান জন্ম দেন। নৌবাহিনীর মোটো 'শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দুর্জয়'-এর সাথে মিল

রেখে সন্তানের নাম রাখেন 'দুর্জয়'। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে টানা ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে দেখা দেওয়া ভয়াবহ বন্যায় সিলেট ও সুনামগঞ্জ

অঞ্চলের এলাকাগুলো এমনই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হয়। বাসস্থান-খাদ্য-খাবার পানি-চিকিৎসা সবকিছু নিয়েই চরম সংকটে পড়ে এসব এলাকার মানুষ। বানভাসি

মানুষদের রক্ষায় এগিয়ে আসে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সিলেট ও সুনামগঞ্জ এলাকায় মোতায়েন করা হয় নৌবাহিনীর কন্টিনজেন্ট।

সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে নৌবাহিনীর সদস্যরা একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে হাসপাতালে স্থানান্তর করে





সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যাদুর্গত এলাকায় নৌবাহিনীর মেডিকেল টিম কর্তৃক চিকিৎসা সেবা প্রদান

সিলেটের প্রত্যন্ত বিভিন্ন বন্যাকবলিত এলাকা থেকে মানুষকে উদ্ধার করে আশ্রয়কেন্দ্রে আনতে নৌবাহিনীর ৬ জন কর্মকর্তার নেতৃত্বে ১২টি জেমিনি বোট ও ৩৫ জন ডুবুরি সদস্য প্রাথমিকভাবে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। এছাড়া পরিস্থিতি অবনতির প্রেক্ষাপটে নৌবাহিনীর আরও দুটি উদ্ধারকারী দল ঢাকা ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল থেকে অংশগ্রহণ করে। নৌবাহিনীর প্রায় ১০০ জন বিভিন্ন পদবির নৌসদস্য উদ্ধার ও

ত্রাণসহায়তায় নিরবচ্ছিন্নভাবে অংশগ্রহণ করে। বন্যায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, বিশ্বনাথ, কানাইঘাটসহ সিলেট সদরের ৮০ শতাংশ এবং সুনামগঞ্জের ৯০ শতাংশ এলাকা প্রাণিত হয়। নগরের উপশহর, দক্ষিণ সুরমা, হাউজিং এস্টেট, জিন্দাবাজার, কদমতলী, বাসস্ত্যাণ্ড ও রেলওয়ে স্টেশন পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় গভীর সংকটে পড়ে এসব এলাকার মানুষ।

এছাড়া নগরের উপকণ্ঠ কুমারগাঁও এলাকায় বিদ্যুতের ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রে বন্যার পানি উঠে যাওয়ায় পুরো সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ যায় এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বন্যার এমন ভয়াবহতায় প্রতিনিয়ত প্লাবিত হতে থাকে নতুন নতুন এলাকা। বন্যার পানিতে নিমজ্জিত এলাকাগুলো থেকে অসহায় মানুষদের উদ্ধার করতে নৌসদস্যগণ দুটি টিমে বিভক্ত হয়ে

কাজ করে। এ সময় নৌসদস্যরা সুনামগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, লামাকাজী, বিশ্বনাথ, জৈন্তাপুর, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, ধিরাই, ওসমানীনগর ও জামালগঞ্জ এলাকায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে শতাধিক বন্যাকবলিত মানুষকে উদ্ধার করে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসে।

সিলেটের সুনামগঞ্জ ও জামালগঞ্জে বন্যাপরিস্থিতিতে নৌবাহিনীর সদস্যরা উদ্ধারের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় অসহায়, গরিব ও দুস্থ মানুষের চিকিৎসা এবং মানবিক সহায়তা প্রদান করে। নৌবাহিনীর পক্ষ হতে প্রায় ১ হাজার ৮২৫টি পরিবারের মাঝে ত্রাণসহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া উল্লিখিত গর্ভবতী নারীসহ বেশকিছু অসুস্থ নারী ও বৃদ্ধকে উদ্ধার করে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসে নৌবাহিনীর সদস্যরা।

বন্যা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাহায্যার্থে নৌবাহিনীর সকল সদস্যদের একদিনের সমপরিমাণ বেতন এবং নৌবাহিনী পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে অনুদানের চেক প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে জমা দেওয়া হয়। গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল এই চেক হস্তান্তর করেন।

এভাবেই সিলেট ও সুনামগঞ্জের বানভাসি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দেশপ্রেম ও মানবসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ

সিলেটের বন্যাকবলিত এলাকার অসহায় ও দুস্থদের জন্য নৌবাহিনীর জাহাজ ও বোটযোগে ত্রাণসহায়তা কার্যক্রমে নৌসদস্যবৃন্দ





বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর

অনন্য এক স্থাপনায় সংরক্ষিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইতিহাস

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের অনিন্দ্য স্থাপত্যরীতি মুগ্ধ করবে যেকোনো দর্শনাথীকে। এখানে সেনা ও বিমান বাহিনীর সাথে একই ছায়াতলে সংরক্ষিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা ছিল এই জাদুঘর হতে হবে ইন্টার্যাক্টিভ। সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের নৌবাহিনীর গ্যালারি। মূল প্রদর্শনীতে গিয়ে দর্শনাথীরা শুধু দর্শক থাকেন না, বরং ইন্টার্যাক্টিভ ডিসপ্লে, লাইট ও ভার্চুয়াল রিয়ালিটির মাধ্যমে তারা একাত্ম হয়ে যান বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ইতিহাসের সাথে।

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের অবস্থান রাজধানীর বিজয় সরণিতে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের ঠিক পাশে। মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ করলেই স্বাগত জানাবে সবুজে ঘেরা বিশাল উন্মুক্ত আঙিনা ও জলাশয়। জাদুঘরের আঙিনাকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, আধুনিক স্থাপত্যরীতির আবেশ এখান থেকেই মিলতে শুরু করবে। জাদুঘরে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর জন্য রয়েছে পৃথক গ্যালারি। নৌবাহিনীর গ্যালারিতে রয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ধারাবাহিক ইতিহাসের এক অনন্য প্রদর্শনী।

প্রায় ১০ একর জায়গার ওপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিজয় সরণির জাদুঘরে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এর উদ্বোধন করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর তরুণদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে যোগদানে তাদের অনুপ্রাণিত করবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ, নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আবদুল হান্নান, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

প্রতিটি জাদুঘরেরই মূল উদ্দেশ্য হলো নতুন প্রজন্মের সামনে দেশের ইতিহাস, প্রবাহমান সংস্কৃতি, কালানুক্রমিক জীবনযাত্রার ধরন ইত্যাদি তুলে ধরা। বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পেছনেও সেই লক্ষ্য কাজ করেছে। এই জাদুঘরের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর কয়েক দশকের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাফল্য ও অগ্রগামিতার নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনী। নতুন প্রজন্ম এসব ঐতিহাসিক ও বীরত্বপূর্ণ নিদর্শন দেখে সামরিক বাহিনীতে যোগদানে আগ্রহী হয়ে উঠবে—এমন প্রত্যাশাই রয়েছে এ উদ্যোগের নেপথ্যে।

জাদুঘরের চেয়েও বেশি কিছু

একটি দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে জানার ক্ষেত্রে জাদুঘর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে জাদুঘরের

প্রথাগত উপস্থাপন অনেক সময় দর্শনাথীদের মধ্যে বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে একঘেয়েমি ভাব তৈরি করে। কারণ বর্তমান যুগ গতিশীলতার। তথ্যপ্রযুক্তির এই সময়ে কাচঘেরা স্ক্রিমের পেছনে থাকা নিখর নিদর্শন ও ছাপার হরফে তার বর্ণনা দেখতে যাওয়ার আকর্ষণ বোধ করবেন—এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাবে। বিশেষ করে যখন, নেট দুনিয়ায় একটু টু মারলেই যেখানে ঐতিহাসিক বিভিন্ন তথ্য কম্পিউটার অথবা স্মার্টফোনের পর্দায় ভেসে ওঠে, তখন আর কষ্ট করে জাদুঘরে যাওয়া কেন?

তাহলে কি জাদুঘর সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারাচ্ছে? না, তা নয়। এর উপযোগিতা আগের মতোই রয়েছে। জাদুঘর আগের মতোই জনপিপাসুদের পদচারণে মুখর হয়ে উঠতে পারে, যদি এর উপস্থাপনা সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সঙ্গতিপূর্ণ হয়। বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর সেই চাহিদা ভালোভাবেই মেটাতে সক্ষম।

ব্যস্ত নগরজীবনে মানুষ অবসর সময়ে বিনোদনমূলক কার্যক্রমকে বেশি প্রাধান্য দেয়। আবার ইন্ট-কংক্রিটের এই নিজীব শহরে যেন একটু প্রাণবন্ত পরিবেশের



গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সংস্পর্শে আসা যায়-সেই চেষ্টাও থাকে অনেকের। বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর দর্শনাথীদের সেই চোখের প্রশান্তি এনে দেবে। এর নান্দনিক ফ্রন্ট প্লাজা, সন্ধ্যার পর বর্ণিল আলোর ঝলকানি, জলাশয়ের মাঝখানে থাকা ফোয়ারায় পানির সন্মোহনী নৃত্য, ভবনের দেয়ালে আলোর প্রক্ষেপণের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া শো ইত্যাদি আয়োজন যেকোনো ধরনের ক্রান্তি মুছে দিতে বাধ্য। তাই এটা জাদুঘর হয়েও যেন জাদুঘরের চেয়ে বেশি কিছু।

দেশের প্রথম ইন্টার্যাক্টিভ জাদুঘর

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে অনেক ক্ষেত্রেই প্রথাগত ধারণার বাইরে গিয়ে পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। কেবল ঐতিহাসিক নিদর্শন গ্যালারিতে সাজিয়ে রাখার মধ্যেই এই জাদুঘরের মাহাত্ম্য সীমাবদ্ধ নেই। বরং দর্শকরা যেন বিষয়বস্তুর সঙ্গে আত্মিকভাবে মিশে যেতে পারেন, সেই প্রয়াসও রয়েছে এখানে। বাংলাদেশের জাদুঘর শিল্পে এর আগে দেখা যায়নি-এমন অনেক 'নতুন'-এর সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে।

বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর গৌরবময় ইতিহাস, চ্যালেঞ্জ ও অর্জন নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে এই জাদুঘরে বিভিন্ন প্রদর্শনী গ্যালারি স্থাপন করা হয়েছে। রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্বগাথার নানা প্রমাণ, পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবোজ্জ্বল বিভিন্ন অধ্যায়ের স্মারক।

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে রয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর পৃথক গ্যালারি। আরও রয়েছে জাতিসংঘ সিএইচটি (চিটাগং হিল ট্রাস্টস) গ্যালারি, তোষাখানা জাদুঘর, ভিক্টরি অ্যারেনা, থ্রিডি আর্ট গ্যালারি, মাল্টিপারপাস হল, সেমিনার হল, সিনেমা হল, লাইব্রেরি, আর্কাইভ, স্যুভেনির শপ, ফাস্ট এইড কর্নার, মুক্তমঞ্চ, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি সুবিধা।

এই মিউজিয়াম কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে নির্মিত তোষাখানা জাদুঘরটির তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রাপ্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপহার ও পদক এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে। এই জাদুঘরের ঠিক মাঝবরাবর রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুর রহমানের বিশাল এক আবক্ষ ভাস্কর্য। এই ভাস্কর্য ঘিরে কর্ক-স্কু প্যাটার্নে রয়েছে পাঁচটি ফ্লোরে ওঠা-নামার ব্যবস্থা। ভাস্কর্যের ঠিক ওপরে রয়েছে বিশাল এক গম্বুজ, যার রঙিন কাচ পুরো তোষাখানা জাদুঘরের আবহটাই বদলে দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে মাল্টিমিডিয়ার প্রয়োগ রয়েছে ব্যাপক পরিসরে, যা জাদুঘরটিকে আরও অনন্য করে তুলেছে। ইন্টার্যাক্টিভ ডিসপ্লে, লাইট ও ভার্চুয়াল রিয়ালিটির বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার কেবল জাদুঘরের নান্দনিকতাই বাড়ায়নি, বরং তা দর্শনাথীদের প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে আরও বেশি একাত্ম হতে সহায়তা করে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের সামরিক বাহিনীর অর্জন ও অবদান তুলে ধরার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের আরেকটি বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ফলে দর্শনাথীদের চাপ সামলাতে

নতুন নতুন বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়েছে। জাদুঘরের নকশা করার সময় সেই বিষয়টি মাথায় রাখা হয়েছে। শহরের মানুষগুলো যেন একটু বিনোদনের জায়গা খুঁজে পায়, সেই চেষ্টা করেছেন স্থপতিরা।

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরটির অবস্থান নভোথিয়েটারের ঠিক পাশে। এ কারণে জাদুঘরের নকশা করার সময় নভোথিয়েটারের নকশার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে।

জাদুঘরে নিদর্শনগুলো সাজানো হয়েছে অনেক চিন্তাভাবনা করে। একটি নিদর্শন যেন দর্শনাথীর মনোযোগ অন্যটি থেকে সরিয়ে দিতে না পারে, সেই প্রয়াস রয়েছে সর্বত্র। যুদ্ধকালীন নিদর্শনগুলো মূল কমপ্লেক্সের সঙ্গে যুক্ত একটি আউটডোর স্পাইরাল পাথওয়েতে প্রদর্শিত হয়েছে, যেখানে পুরনো জাদুঘরে সেগুলো সাজানো ছিল ফ্ল্যাট সারফেসে।

জাদুঘরের নৌবাহিনীর গ্যালারি পরিদর্শন করছেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল





নৌবাহিনীর গ্যালারির হলোগ্রাফিক জোনে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এর ফ্রন্টাল ভিউ। বিজয় সরণি থেকে যেন এর স্থাপত্যগত সৌন্দর্য পুরোপুরি উপভোগ করা যায়, সেই লক্ষ্যে প্রথাগত প্রাচীর নির্মাণের ধারণা থেকে বেরিয়ে এসেছেন নকশাবিদরা। যেকোনো স্থাপনাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রাচীর নির্মাণ জরুরি। তবে এই প্রাচীর নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি বাইরে থেকে স্থাপনার দৃশ্যও ঢেকে দেয়। এ কারণে স্থপতিরা জাদুঘরের সামনে কোনো প্রাচীর নির্মাণ না করে এর নিরাপত্তার জন্য ছয়ফুট গভীর পরীখা খনন করেছেন।

বহিরাঙ্গনে পাঁচটি শৈল্পিক দেয়ালে তুলে ধরা হয়েছে আমাদের স্বাধীনতার শাস্ত্র চিত্রনাট্য ও দেশমাতৃকার প্রতি কোটি বাঙালির অমর শপথগাথা। এগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী দীর্ঘতম শিল্পের মূল বক্তব্য হলো ‘একাত্তরের অগ্নিবরা দিনগুলি’। এর পূর্বদিকের দুটি স্থাপনার থিম যথাক্রমে ‘সবার ওপরে দেশ’ ও ‘চির উন্নত মম শির’ আর পশ্চিম দিকের দুটি শিল্পের বিষয়বস্তু ‘প্রাণ দেব, মান নয়’ ও ‘আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়’।

জাদুঘরটি দুই বেলা দর্শনাথীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। এর মধ্যে সকালে প্রদর্শনী চলে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। আর বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। বুধ ও অন্যান্য জাতীয় ছুটির দিন জাদুঘর বন্ধ থাকে। এছাড়া শুক্রবার মর্নিং এক্সিবিশন বন্ধ থাকে। জাদুঘরের গেটে অবস্থিত কাউন্টারের পাশাপাশি অনলাইনেও টিকিট কাটা যায়।

যেভাবে সাজানো জাদুঘরের মূল ভবন

জাদুঘরের মূল ভবনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর জন্য পৃথক গ্যালারির ব্যবস্থা রয়েছে। এর বেজমেন্টের দুটি ফ্লোর বরাদ্দ রাখা হয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য। গ্রাউন্ড ফ্লোরে রয়েছে তথ্যকেন্দ্র, ইউটিলিটি সেন্টার, তোষাখানা জাদুঘরের প্রবেশপথ ও ভিক্টরি অ্যারেনা। দ্বিতীয় তলায় প্রদর্শিত হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন নিদর্শন। তৃতীয় তলা বরাদ্দ রয়েছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য। এছাড়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের গর্বিত অংশগ্রহণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি রক্ষার কাজে সামরিক বাহিনীর অবদান তুলে ধরার জন্য রয়েছে একটি বিশেষ কর্নার।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন নিদর্শন সাজিয়ে রাখার পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমেও সেই স্মৃতি তুলে ধরা হচ্ছে নতুন প্রজন্মের সামনে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদর্শিত হচ্ছে মনিটরে, যা দেখে শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ও নেতৃত্বসুলভ ব্যক্তিত্বকে আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারছে। তারা বইয়ের পাতায় যা পড়েছে, জাদুঘরে এসে সেটিকেই ডিজিটাল ফরম্যাটে দেখে আরও গভীরভাবে আত্মস্থ করতে পারছে।

জাদুঘরে সংরক্ষিত নৌবাহিনীর ইতিহাস

মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নৌ-কমান্ডো ও নৌবাহিনীর অবদান অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সে কারণেই তিনি ঐতিহাসিক ছয় দফায় পূর্ব পাকিস্তানে নৌসদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছিলেন। এছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশে নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করা এবং নৌ-সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখার প্রতি জোর দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের বিশাল সমুদ্রসীমা ও সম্পদ রক্ষায় প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে তার সরকার এরই মধ্যে আধুনিক সরঞ্জাম ও জাহাজ ক্রয় প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যেই তিনি নৌবাহিনীকে একটি ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের নৌবাহিনীর গ্যালারিতে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও ভার্চুয়াল রিয়ালিটির মাধ্যমে এসব গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

জাদুঘরের গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে বেজমেন্টে নৌবাহিনীর গ্যালারিতে নামতে হয় চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে। নিচে নামতেই চোখে পড়বে বিশালাকার একটি ডিসপ্লে, যেখানে একঝলকে নৌবাহিনীর প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

সেই প্রাচীনকাল থেকেই বিদেশি আগ্রাসন থেকে সুরক্ষা ও দেশে সুশাসন নিশ্চিত যুগে যুগে বাংলার শক্তিশালী নৌ-বহরের ওপর নির্ভর করেছেন এখানকার অধিপতিরা। নৌবাহিনীর গ্যালারির শুরুতেই দর্শনাথীদের এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়ার প্রয়াস রয়েছে।

শাস্ত্রত বাংলার নদীগুলোর বুকে বিচিৎ্র সব নৌকার বিচরণ ছিল। নৌকাই বাংলার বিখ্যাত নৌ-শিল্পের আদি ভিত্তি। এই অঞ্চলের মানুষের যাতায়াত ও বাণিজ্যের প্রধান বাহন, জীবনের নিত্য অনুষঙ্গ ছিল নৌকা। ডিঙি, ডোঙা, কোষা, ময়ূরপঙ্খী, পানসি, কোন্দা, পাতাম, বাচারি, বালার, বাতনাই, ইলশা, ঘাসি-কতই না বিচিত্র সব নাম এসব নৌকার। গ্যালারির শুরুতেই প্রদর্শিত এসব নৌকার মডেলগুলো সেই আবহমান বাংলার স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে।

গ্যালারির এই অংশে কাঠের তৈরি অটোমান জাহাজের একটি মডেল প্রদর্শিত হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার জাহাজনির্মাণ শিল্পশৈলীর ধারণা পাওয়া যাবে। বাংলার জাহাজ নির্মাণশিল্পীদের অতুলনীয় প্রসিদ্ধির কারণে অটোমান সুলতান তার নৌবাহিনীর জন্য গোটা একটা জাহাজ বহর নির্মাণ করিয়ে নেন এখান থেকে।

বাংলার চিরায়ত নৌ-ইতিহাসের গ্যালারি থেকে একটু এগোলেই বামদিকে রয়েছে দেশের সূর্যসন্তান শহীদ লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেনের স্মরণে একটি কর্নার। সেখানে ম্যান্ডাউনের রয়েল নেভাল কলেজের স্নাতক ডিগ্রিধারী এই নৌ প্রকৌশলীর ব্যবহৃত জ্যামিতিক সরঞ্জাম, বিভিন্ন তৈজসপত্র, মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে এবং তার ছবির পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

এই কর্নারের ঠিক বিপরীত পাশেই রয়েছে দেশের আরেক সূর্যসন্তান বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন ও মহান



মুক্তিযুদ্ধে শহীদ নৌসেনাদের স্মরণে একটি কর্নার। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম অবকাঠামো গড়ে ওঠে পদ্মা ও পলাশ নামের দুটি গানবোট দিয়ে। ১৯৭১ সালের নভেম্বরে ভারতের কাছ থেকে দুটি ট্যাগবোট নিয়ে, সেগুলোয় দুটি বোফোর্স ৪০ এমএম এল/৬০ গান ও মাইনপড বসিয়ে গানবোটে রূপান্তর করা হয়। পরে ষাটজন বাঙালি নৌযোদ্ধা নিয়ে সুন্দরবনের নিকটবর্তী পশুর নদের মোহনা ও তার আশপাশে ‘অপারেশন হটপ্যান্টস’ অভিযান শুরু করে মুক্তিবাহিনী। এসব অভিযানে বহু শত্রুজাহাজ ধ্বংস হয় এবং দক্ষিণাঞ্চলের নদীপথে অবরুদ্ধ হয়ে যায় শত্রুর চলাচল। যা ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

এছাড়া এই অংশে রুশল আমিনের বীরশ্রেষ্ঠ পদকটি এবং তার নামে নামকরণকৃত নৌবাহিনীর জাহাজ বিএনএস এসআর আমিন ও গানবোট পলাশের দুটি মডেল প্রদর্শিত হয়েছে।

এই কর্নারটির পাশেই রয়েছে গ্যালারির সবচেয়ে অনন্য আয়োজন হলোগ্রাফিক জেন। যেখানে অত্যন্ত নান্দনিক ও প্রাণবন্তভাবে জাতির পিতার একটি হলোগ্রাফিক উপস্থাপনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এখানে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ত্রিমাত্রিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন মনে হয় দর্শনাথীরা রেসকোর্স ময়দানে বসে সেই ঐতিহাসিক ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী হচ্ছেন। মনে হবে জীবন্ত এক বঙ্গবন্ধুর সামনে আমরা দাঁড়িয়ে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গ্যালারির একটি কর্নার সাজানো হয়েছে। এই অংশে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বানোজা স্টা খানের কমিশনিংয়ের স্মৃতিবিজড়িত সেই নামফলকটিও প্রদর্শিত হয়েছে। সেই সাথে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীর বিভিন্ন দিক ছবি ও তথ্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির এক বীরত্বগাথার নাম ‘অপারেশন জ্যাকপট’। এই অপারেশনে নৌকমান্ডারা শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বন্দরে অপেক্ষমাণ জাহাজগুলোয় লাগিয়ে দিয়েছিলেন লিম্পেট মাইন, যার



গ্যালারির শুরুতেই আবহ বাংলার নৌকা ও জাহাজনির্মাণ শিল্পের সমৃদ্ধ ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন দর্শনাথীরা

বিস্ফোরণে এক রাতেই চারটি বন্দরে ধ্বংস হয় মোট ২৬টি জাহাজ। দুঃসাহসিক এই নৌ-অভিযান বাংলাদেশের অন্যান্য প্রান্তের মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেছিল। বাংলার নৌকমান্ডাদের এই দুঃসাহসিক গল্পগাথার সঙ্গে দর্শনাথীদের পরিচিত করে দেওয়ার প্রয়াসে সাজানো হয়েছে একটি নান্দনিক কর্নার। এখানে অভিযানের ম্যাপকে ডিজিটাল মিডিয়ায় প্রাণবন্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নৌকমান্ডাদের ব্যবহৃত টাইপরাইটার, যেভাবে বুক মাইন বেঁধে তারা অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তার মডেল ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে কর্নারটিতে।

নৌবাহিনীর গ্যালারির অন্যতম চমকপ্রদ অংশ হলো জাহাজের ফক্সেল ভিডি। দেশের সমুদ্র সার্বভৌমত্ব

রক্ষায় শত্রুপক্ষের মোকাবিলা, বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে সুরক্ষা প্রদানসহ সাগরে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নৌজাহাজকে কত ধরনের বিপদের মুখে পড়তে হয়, তার বাস্তবিক ধারণা পাওয়া যাবে এই অংশে। ফক্সেলের তিনদিক ঘিরে রাখা বিশাল ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত প্রাণবন্ত ভিডিওগ্রাফি ও অসাধারণ সাউন্ড ইফেক্টের যুগপৎ উপস্থাপনা যেকোনো দর্শনাথীকে অনন্য এক আবেশে মোহিত করে দেবে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন একটি ত্রিমাত্রিক যুদ্ধক্ষম বাহিনী। নতুন শতকের বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুদ্ধজাহাজের পাশাপাশি নৌবহরে উড়োজাহাজ ও ডুবোজাহাজ সংযোজনের মাধ্যমে নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

প্রাণবন্ত ভিডিওগ্রাফি ও অসাধারণ সাউন্ড ইফেক্টের যুগপৎ সংমিশ্রণে জাহাজের ফক্সেল এ সমুদ্রের নৈসর্গিক ও নৌযুদ্ধের দৃশ্য দেখছে খুদে দর্শনাথীরা





নান্দনিক আলোকবিন্যাস, বিভিন্ন ইন্টার্যাক্টিভ জোন, সেভেন ডি কর্নার ও সিমুলেটর দর্শনাথীদের চিত্তাকর্ষণে দারুণভাবে সফল নৌবাহিনীর গ্যালারি

শেখ হাসিনা। জাদুঘরে নৌবাহিনীর গ্যালারিতে এই ক্রমবিকাশ ও উন্নয়ন পরিক্রমা তুলে ধরা হয়েছে। বাহিনীর যুদ্ধজাহাজ, এভিয়েশন শাখার এয়ারক্রাফট ও ডুবোজাহাজের কাঠামো প্রদর্শনের পাশাপাশি মনিটরে এ সম্পর্কে তথ্যবহুল ভিডিওচিত্রও প্রদর্শিত হচ্ছে।

জাহাজের হুইল, সেক্সট্যান্ট, দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহ বিভিন্ন নেভিগেশনাল সামগ্রী ও নেভাল কমিউনিকেশন সরঞ্জাম নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে গ্যালারিতে। কৌশলগত যোগাযোগমাধ্যমে সার্বক্ষণিক সংযুক্ত থাকতে পারাটা নৌবাহিনীর সাফল্য অর্জনের অন্যতম প্রধান শর্ত। যেকোনো সংকট দ্রুত চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই যোগাযোগ সামগ্র্য।

গ্যালারির ইন্টার্যাক্টিভ একটি অংশে তুলে ধরা হয়েছে যুদ্ধজাহাজের আদ্যোপান্ত। এখানে দর্শনাথীরা স্পটলাইটের আলো ফেলে একটি যুদ্ধজাহাজের বিভিন্ন অংশ দেখতে ও সেটি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

এখান থেকে একটু সামনে এগোলেই রয়েছে জাহাজনির্মাণ কর্নার। এই অংশে প্রথমেই নজর কাড়বে বিশালাকার প্রপেলার। এছাড়া যুদ্ধজাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রাংশও প্রদর্শিত হয়েছে এখানে। পাশাপাশি ডিজিটাল ফরম্যাটে তুলে ধরা হয়েছে শিপইয়ার্ডগুলোয় জাহাজ নির্মাণের বিভিন্ন কার্যক্রম।

এর পাশে রয়েছে সিমুলেটেড গান ফায়ারিং জোন। সেখানে ১৪ দশমিক ৫ এমএম অ্যান্টি এয়ার গান দিয়ে হামলা চালানো যাবে শত্রুপক্ষের ওপর। সিমুলেটেড গান ফায়ারিং জোনের ডানপাশে রয়েছে আরেকটি চিত্তাকর্ষক জোন জাহাজের ব্রিজ সিমুলেটর। জাহাজের ব্রিজ হচ্ছে জাহাজ পরিচালনার মূল নিয়ন্ত্রণকক্ষ। আর ব্রিজ সিমুলেটর হচ্ছে এই নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ভার্চুয়াল অবকাঠামোসমৃদ্ধ এক ধরনের প্রোগ্রাম। এই ভার্চুয়াল মাধ্যমে কোনো একটি নৌচ্যানেল, কোনো বন্দর বা সমুদ্রের প্রতিদৃশ্য তৈরি করা হয়, যেখানে অপারেটিংয়ের মাধ্যমে নাবিকরা জাহাজ নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন। ব্রিজ সিমুলেটরে নিজেদের দেখতে পাবেন জাহাজের ব্রিজে অবস্থানরত জাহাজের অধিনায়কের ভূমিকায়। সামনে থাকা কনসোলে বিভিন্ন ধরনের সুনির্দিষ্ট কি, নব এবং গিয়ার ব্যবহার করে প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে আপনি জাহাজটি চালাবেন, কখনো বুঁকিপূর্ণ সরু চ্যানেলের মধ্য দিয়ে, কখনো খোলা সাগরে, কখনো বিরূপ আবহাওয়ায় কিংবা কোনো বন্দরে প্রবেশ-নির্গমনের মহড়া দিবেন।

ব্রিজ সিমুলেটর থেকে ডানে ঘুরে একটু এগোতেই সামনে পড়বে সোয়াডস ও নেভাল এভিয়েশন জোন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধসামগ্র্য আকাশসীমায় বিস্তৃত করেছে নেভাল এভিয়েশন। দেশের সমুদ্রসীমার সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন সাগরের বুকে বিচরণরত মৎস্যজীবীর সুরক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ কিংবা বিপদগ্রস্ত মানুষের উদ্ধার ও তত্ত্বাবধির কাজে সার্বক্ষণিক নজরদারি ও গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে নেভাল এভিয়েশন। এই অংশে সোয়াডস ও নেভাল এভিয়েশনের বিভিন্ন তথ্যাদি ও মডেল উপস্থাপন করা হয়েছে।

জাদুঘরের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক একটি অংশ রয়েছে দ্বিতীয় বেজমেন্টে। প্রথম বেজমেন্ট থেকে দ্বিতীয় বেজমেন্টে যাওয়ার ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয়েছে, যেন দর্শনাথী জাহাজের এক ডেক থেকে অন্য ডেকে নামার অনুভূতি পান। আর দ্বিতীয় বেজমেন্টে প্রবেশ করলে মনে হবে যেন সাগরের আরও গভীরে নামা হয়েছে। ভার্চুয়াল অ্যাকুরিয়াম, সামেরিরিন ওয়াকথ্রু মাধ্যমে একটি ডুবোজাহাজের ভেতরের বিভিন্ন অংশ দেখার সুবিধাসহ বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক আয়োজন দর্শনাথীদের ভিন্ন এক জগতে নিয়ে যাবে।

২০১৭ সালের ১২ মার্চ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত হয় বানোজা নবযাত্রা ও বানোজা জয়যাত্রা নামের মিং-ক্রাসের দুটি ডুবোজাহাজ। ডুবোজাহাজের ভেতরের জীবনযাত্রা ও কার্যক্রম কেমন, সেই বিষয়ে মানুষের জানার আগ্রহের কমতি নেই। সেই আগ্রহ মেটাতেই বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি ডুবোজাহাজের একটি কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে দ্বিতীয় বেজমেন্টে সিঁড়ির বামপাশে। সেখানে ওয়াকথ্রু মাধ্যমে জানা যাবে কী কী রয়েছে একটি সাবমেরিনে। কীভাবেইবা এটি চালানো হয়।



সাবমেরিনের ভেতর দিয়ে চলার সময় ডুবোজাহাজের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার সুযোগ রয়েছে দর্শনার্থীদের

সাগরতলে কতটুকু পরিসরে চলে নাবিকদের দৈনন্দিন জীবনযাপন-সবকিছু গুছিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে এখানে। ডুবোজাহাজের সামনের অংশে এমনভাবে আলোর প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যেন মনে হবে সেটি পানি ভেদ করে চলন্ত অবস্থায় রয়েছে।

ডুবোজাহাজ থেকে বেরিয়েই রয়েছে কিডস জোন। সেখানে পানির নিচের জগতের ভিন্ন একটি আবহ তৈরি করা হয়েছে। সেখান থেকে একটু সামনে এগোতেই রয়েছে ডুবুরি ও সাগরতলের সমরাস্ত্র জোন। পানির তলায় ব্যবহারযোগ্য যুদ্ধাস্ত্র বা ‘আভারওয়াটার উইপনস’ যেকোনো নৌবাহিনীর

সক্ষমতার নিরূপক হিসেবে বিবেচিত। বিশেষায়িত বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত আভারওয়াটার অ্যাসল্ট রাইফেল থেকে শুরু করে আভারওয়াটার মাইন, ডেপথ চার্জ কিংবা টর্পেডোর কার্যকর ব্যবহার নৌযুদ্ধে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

এখান থেকে সামনের দিকে দেয়ালজুড়ে ও মেঝেতে আলোর প্রক্ষেপণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে সাগরতলের আরও একটি মনোমুগ্ধকর জগৎ। সাবমেরিন, বিশালাকার তিমি ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের চলাচল যেন প্রাণবন্ত মনে হয়, সেজন্য তৈরি করা হয়েছে উপযুক্ত সাউন্ড ইফেক্ট। এই জোনটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ

ডিসপ্লেের চমকপ্রদ একটি নিদর্শন। দর্শনার্থীরা নিশ্চিতভাবেই এই জোনে এসে পুলকিত হবেন। এছাড়া এখানে একটি স্পিডবোটের কাঠামো রাখা হয়েছে, যার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে বিশেষ পরিস্থিতিতে নৌ-কমান্ডেরা কীভাবে অভিযান পরিচালনা করেন।

এই গ্যালারির আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনা হলো এডি কর্নার। এই কর্নারে সাবমেরিনে চড়ে ত্রিমাত্রিক দর্শনের সাথে শব্দ এবং ইন্দ্রিয় অনুভূতির মিশেলে সাগরতলের অজানা জগতের এক অনন্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়া যাবে।

এবার বামদিকের সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে হবে। প্রথমেই দেখা যাবে নৌবাহিনীর ফায়ার ফাইটিং গ্যালারি। সাগরের বুকে কোনো জাহাজে কখনো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে বাইরে থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা বাতুলতা মাত্র। এ কারণে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিটি জাহাজই অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলা ও অগ্নিনির্বাপণের স্বয়ংসম্পূর্ণ অবকাঠামোসমৃদ্ধ।

এর পরের ডিসপ্লেতে তুলে ধরা হয়েছে একজন নৌসদস্যের জীবনধারা। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিটি কর্মকর্তা ও নৌসদস্য দেশপ্রেমিক, সুশিক্ষিত, পরিমার্জিত ও শিষ্টাচারী। দেশ ও জাতির সুরক্ষায় আত্মত্যাগী সৈনিক হিসেবে যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় এক অকুতোভয় যোদ্ধা। একজন নাবিকের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন কেমন, সেটি সম্পর্কে জানা যাবে এই গ্যালারি থেকে। যুদ্ধজাহাজে নাবিকদের জীবনযাত্রার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো ‘গ্যালি’ বা জাহাজের রন্ধনশালা। জাহাজের কর্মকর্তা ও নাবিকদের প্রতিদিনের খাবার সময়মতো রান্নাবান্না ও যত্নসময়ে পরিবেশন করা হয় এখানে। সীমিত জায়গার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় এর নির্মাণ পরিকল্পনায়। জাহাজের এই গ্যালির কার্যক্রম তুলে ধরতে সাজানো হয়েছে গ্যালারির একটি অংশ।

শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় সমুদ্রতলের বিশ্বায়কর বিভিন্ন দৃশ্য। বড়দেরও মোহিত করবে অনন্য এই আয়োজন।





থ্রিডি অ্যাক্রিয়ামের পাশাপাশি আলো ও শব্দের প্রক্ষেপণ পানির নিচের জগতের বাস্তবিক একটি আবহ তৈরি করেছে গ্যালারির এই অংশে

এরপরের জোনটি তরুণ প্রজন্মদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন নৌসেনার জীবন কতটা মর্যাদাপূর্ণ, তা তুলে ধরা হয়েছে মর্যাদা ও গৌরব সেকশনে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যদের অনন্য পেশাগত কৃতিত্বের স্বীকৃতি ছয়টি পদক প্রদর্শিত হয়েছে এখানে। এগুলো হলো-নৌবাহিনী পদক (এনবিপি), অসামান্য সেবা পদক (ওএসপি), বিশিষ্ট সেবা পদক (বিএসপি), নৌ গৌরব পদক (এনজিপি), নৌ উৎকর্ষ পদক (এনইউপি) ও নৌ পারদর্শিতা পদক (এনপিপি)।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রত্যেক গর্বিত নৌ-সদস্যের ইউনিফর্ম প্রদর্শিত র‍্যাক ও ব্যাজ তাকে স্বতন্ত্র পরিচয় চিহ্নিত করে। এর মাধ্যমে তার পেশাগত অবস্থান এবং অন্যান্য কৃতিত্ব ও সাফল্যের স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্যালারির এই অংশে সেই পরিচয় দারুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

জাতীয় অগ্রগতিতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৬ সালে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এছাড়া দেশের মৎস্যসম্পদ সুরক্ষায় অসামান্য অবদান রাখায় ২০১৯ সালে নৌবাহিনী 'জাতীয় মৎস্য পুরস্কার' অর্জন করে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন ধরনের অনন্য অবদান ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের কারণে অসংখ্য স্বীকৃতি ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। জাতীয় ক্রীড়া আয়োজন ও খেলাধুলায় বরাবর সাফল্য দেখিয়ে এসেছে এই বাহিনী। নানা ধরনের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জাতীয় পতাকাকে বিশ্বের বুকে বারবার মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন নৌবাহিনীর গর্বিত সদস্যরা। নৌবাহিনীর গ্যালারিতে এসব পদক ও সম্মাননার নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে।

গানারি বা অস্ত্রভাণ্ডার হচ্ছে নৌবাহিনীর শক্তিকেন্দ্র। শত্রু মোকাবিলায় একটি যোদ্ধা বাহিনীর পাল্টা আঘাত হানার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র সামর্থ্য নির্ধারণ করে গানারি। পঞ্চাশ বছরের পথচলায় সমসাময়িক বিশ্বের সমরশিল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উত্তরোত্তর নিজের সক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

১৯৮৪ সালে প্রথম এসওয়াই-১ মিসাইল সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী মিসাইল যুগে প্রবেশ করে। শত্রুর ওপর হামলার ক্ষেত্রে নিজের আক্রমণ সামর্থ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায় নৌবাহিনী। মিসাইল বা গাইডেড মিসাইল হচ্ছে এক ধরনের বায়ুবাহিত অস্ত্র যা জেট ইঞ্জিন কিংবা রকেট মোটরের সহায়তায় নিজেই নিজে থেকে তীব্র গতিতে চালিত করে শত্রু লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করতে পারে। গ্যালারির এই অংশে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে মিসাইল।

এছাড়া আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের মাধ্যমে দেশের সমুদ্র বিজয়, উন্নত দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমুদ্র অর্থনীতির কার্যক্রম, জাতি গঠনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভূমিকা, বৈশ্বিক কল্যাণে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অবদান, শান্তিরক্ষা মিশনে এই বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল অংশগ্রহণ ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে নৌবাহিনীর গ্যালারিতে।

মিয়ানমার হতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়ে মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুধু তা-ই নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় বলপূর্বক এই বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের উন্নত ও নিরাপদ জীবনের প্রয়াসে নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ভাসানচরে নির্মিত হয়েছে মানসম্মত আবাসন। লক্ষাধিক মানুষের আশ্রয়ের উপযোগী এই আবাসনে রয়েছে ১২০টি ক্রাস্টার হাউস। ক্রাস্টার হাউসগুলোতে রয়েছে টিনশেড ঘর, পুকুর, খেলার মাঠ এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র। রয়েছে বাঁধ, পাকা রাস্তা, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি, রান্নার সুবিধাসহ, হাঁস-মুরগি, পশু পালন, কৃষি ও মাছ চাষের সুযোগ। জীবনমান উন্নয়নে রয়েছে কমিউনিটি হাসপাতাল, ক্লিনিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও চিন্তবিনোদনের সুবিধা। নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ভাসানচরে নির্মিত এই দৃষ্টিনন্দন আবাসনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে গ্যালারির আরেকটি অংশে।

নৌবাহিনীর গ্যালারির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্য উপস্থাপনে ডিজিটাল ফরম্যাটের ব্যবহার

হয়েছে। মনিটরে ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে এসব তথ্য যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তার ফলে দর্শনার্থীদের জন্য বিষয়বস্তু আত্মস্থ করা অনেক সহজ হয়ে গেছে।

সেনা জাদুঘর থেকে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মানে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শত্রুপক্ষের ওপর বাঁপিগে পড়েছিল লাখ লাখ বাঙালি। তাদের বীরত্বপূর্ণ সামরিক প্রতিরোধ ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে এসেছে আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতা। বাংলাদেশের সামরিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসেবে ১৯৮৭ সালের মার্চে ঢাকায় মিরপুর সেনানিবাসের প্রবেশপথে একটি সেনা জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাস, ইতিহাস, সাফল্য ও ক্রমাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা জনসমক্ষে প্রদর্শন করা। জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পর কর্তৃপক্ষ সামরিক ইতিহাস ও ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন সংগ্রহ শুরু করে।

১৯৮৭ সালের ২৭ নভেম্বর জাদুঘরটি উদ্বোধন করা হয়। ১৯৯৭-৯৮ সালে সেনাবাহিনীর জাদুঘরটি বিজয় সরণিতে স্থানান্তর হয় এবং এর নাম রাখা হয় বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর (বিএমএম)। এরপর জাদুঘরটির সংস্কার ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন সময় প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের ১১ জানুয়ারি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ একটি বোর্ড অব অফিসার্স গঠন করে। এর চেয়ারম্যান করা হয় চিফ অব জেনারেল স্টাফকে। এছাড়া তিন বাহিনী থেকে বোর্ডের সদস্য মনোনীত করা হয়। সেই বোর্ড একটি বিশ্বমানের জাদুঘর প্রতিষ্ঠা ও এর নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর রাখার প্রস্তাবনা জমা দেয়।

ই-এন-সিএস শাখার অধীনে বিবিএমএম নির্মাণের কাজ শুরু হয় ২০১৭ সালের জুনে। ২০১৮ সালের ১৭ মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় তোবাখানা জাদুঘর উদ্বোধন করেন। ২০১৮ সালের অক্টোবরে সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (আরডিপিপি) অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে করোনামহামারির কারণে প্রকল্পের সমাপ্তির সময়সীমা ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

উপসংহার

জাদুঘরের ভেতরের আয়োজন নিঃসন্দেহে দর্শনার্থীদের ভিন্ন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করবে। সুপারিকল্পিত গ্যালারিগুলো তাদের কেবল ইতিহাসের ধারণাই দেবে না, বরং ইতিহাসকে তাদের সামনে জীবন্ত করে তুলে ধরবে। ডিজিটাল প্রেজেন্টেশন, মাল্টিমিডিয়া, ভার্সুয়াল ও অগমেন্টেড রিয়ালিটি, সিমুলেটর ইত্যাদি আয়োজন জাদুঘরচর্চায় ভিন্ন এক মাত্রা যোগ করেছে। পাশাপাশি নিদর্শনগুলো উপস্থাপনে মুসিয়ানার কারণেও অনন্য হয়ে উঠেছে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর।

তরুণদের সামরিক বাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো ও তাদের বাহিনীতে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করার মহান উদ্দেশ্যে জাদুঘরটি গড়ে তোলা হয়েছে। তরুণরা দেশের সামরিক বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস নিয়ে গর্ব করবে এবং দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে-এমন লক্ষ্য পূরণ হলেই কেবল জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

নৌ-শৌর্যের প্রতীক ১০ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অহংকার ও
মার্কিন নৌবাহিনীর শৌর্যের প্রতীক
ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড

বিমানবাহী রণতরী নির্মাণের কাজটি খুবই জটিল ও ব্যয়বহুল। একটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার তৈরিতে বড় অংকের বিনিয়োগ তো লাগেই। পাশাপাশি প্রয়োজন হয় অত্যাধুনিক সরঞ্জাম, কয়েক প্রজন্মের অভিজ্ঞতা, হাজার হাজার ঘণ্টার মানবশ্রম ও দৃঢ় প্রত্যয়।

এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার যে কেবল নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণের উপযোগী একটি অস্ত্রসজ্জিত দানবাকার জাহাজ, তা নয়। বরং এটি বিশ্বজুড়ে নৌবাহিনীগুলোর জন্য মর্যাদা ও শক্তিমত্তার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবির্ভাবের পর থেকেই ক্যারিয়ারগুলো বিভিন্ন দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে।

বিমানবাহী রণতরীগুলো একে একটি ভাসমান বিমানঘাঁটি হিসেবে কাজ করে, যেগুলোয় পরিবহনের পাশাপাশি যুদ্ধবিমানের আর্মিং, ডিপ্লয়িং ও রিকোভারিং সম্পন্ন হয়। একটি নেভাল ফ্লিটের ক্যাপিটাল শিপ হিসেবে কাজ করে ক্যারিয়ারগুলো। বিভিন্ন ধরনের এয়ারক্রাফট পরিবহন করতে পারে এগুলো—ফাইটার জেট, স্ট্রাইক এয়ারক্রাফট, অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত হেলিকপ্টার ইত্যাদি।

বর্তমানে বিশ্বের ১৩টি দেশের নৌবাহিনীর বহরে মোট ৪৭টি সক্রিয় বিমানবাহী রণতরী রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্যারিয়ার রয়েছে মার্কিন নৌবাহিনীর। ১১টি ক্যারিয়ার সার্ভিস রয়েছে তাদের। ভারতের কাছে রয়েছে দুটি ক্যারিয়ার। এছাড়া জাপান, ফ্রান্স, চীন, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, রাশিয়া, ইতালি, ব্রাজিল, দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যান্ডের নৌবাহিনীর কাছে রয়েছে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার।

বিশ্বের এই ৪৭টি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের মধ্যে শীর্ষ ১০টি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক—

ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড (সিভিএন-৭৮) ক্লাস, যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন নৌবাহিনীর শৌর্যের প্রতীক ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড। ক্যারিয়ারটি জাতীয়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও অহংকারের বিষয়। মার্কিন সামরিক ইতিহাসের পূর্বের অনেক রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি কার্যকারিতার দিক থেকেও অন্যান্য সামরিক যান ও রণতরীকে পেছনে ফেলে দিয়েছে এটি।

জেরাল্ড আর ফোর্ড হলো তার ক্লাসের প্রথম ক্যারিয়ার। এই ক্লাসের আরও নয়টি ক্যারিয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। এই ক্লাসের দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস জন এফ কেনেডি (সিভিএন-৭৯) আগামী বছর নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। জেরাল্ড আর ফোর্ড ক্লাসের ১০টি জাহাজ মার্কিন নৌবাহিনীর নিমিটজ-ক্লাস ক্যারিয়ারগুলোকে প্রতিস্থাপিত করবে, যে প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড কর্তৃক দীর্ঘ পাঁচ দশক সেবা দিয়ে আসা ইউএসএস এন্টারপ্রাইজকে (সিভিএন-৬৫) প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে।

জেরাল্ড আর ফোর্ড কাঠামোগত দিক থেকে আগের নিমিটজ ক্লাসের ক্যারিয়ারগুলোরই অনুরূপ। তবে এগুলোয় সংযোজিত হয়েছে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এয়ারক্রাফট লঞ্চ সিস্টেমের (ইএমএএলএস) মতো অত্যাধুনিক কিছু প্রযুক্তি। এছাড়া এসব ক্যারিয়ারে নতুন কিছু নকশাগত বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয়েছে, যা জাহাজগুলোর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং পরিচালনা ব্যয় কমাতে।

ফোর্ডের আয়ুষ্কাল ধরা হয়েছে ৫০ বছর। এই সময়কালে ক্যারিয়ারটি প্রায় ৪০০ কোটি ডলার সাশ্রয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে। অবশ্য ফোর্ড নির্মাণে খরচ হয়েছে এর আগে মার্কিন নৌবাহিনীর জন্য সর্বশেষ নির্মিত ক্যারিয়ারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এর কারণ ফোর্ড নির্মাণের সময় কিছু অপ্রত্যাশিত খরচ যোগ হয়েছে। এছাড়া এটি নির্মাণে সময়ও লেগেছে প্রাথমিক পরিকল্পনার চেয়ে বেশি। প্রায় পাঁচ হাজার জাহাজ নির্মাণ শ্রমিকের অবদান রয়েছে এই আইকনিক জাহাজটি নির্মাণে।



দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত মার্কিন এডমিরাল চেস্টার ডব্লিউ নিমিটজের নামানুসারে নির্মিত মার্কিন নৌবাহিনীর নিমিটজ ক্লাস ক্যারিয়ারগুলো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার

৩৮তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের নামে নামকরণ করা এই বিমানবাহী রণতরীটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। একটি সামরিক যানের পেছনে এককভাবে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচের নজির আর খুব একটা নেই বললেই চলে।

এক লাখ টন ওজনের ক্যারিয়ারটির দৈর্ঘ্য ১ হাজার ১০৬ ফুট বা ৩৩৭ মিটার। আর ফ্লাইট ডেকের প্রস্থ ২৫৬ ফুট বা ৭৮ মিটার। দানবীয় এই রণতরীটি তৈরি করেছে নিউপোর্ট নিউজ শিপবিল্ডিং কোম্পানি। ২০১৩ সালের ১১ অক্টোবর এটিকে পানিতে ভাসানো হয়। ২০১৭ সালের ২২ জুলাই এটি কমিশনপ্রাপ্ত হয়। কমিশনিংয়ের আগে মার্কিন নৌবাহিনীর এই ফ্ল্যাগশিপ ক্যারিয়ারটিকে কমব্যাট সিস্টেম শিপ কোয়ালিফিকেশন ট্রায়াল (সিএসএসকিউটি) সম্পন্ন করতে হয়েছে।

ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড ঘণ্টায় ৩০ নটিক্যাল মাইল গতিতে ছুটে চলতে পারে। পারমাণবিক শক্তিচালিত এই ক্যারিয়ারটি মাত্র একবার জ্বালানি নিয়েই বিশ বছর পর্যন্ত একটানা চলতে পারে। এতে রয়েছে দুটি এওয়ানবি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর, যার মাধ্যমে এটি নিজেই নিজের জন্য জ্বালানি উৎপাদন করে নিতে পারবে।

চার হাজার মেরিন সেনা ও নাবিক কাজ করেন এটিতে। এছাড়া থাকেন আরও এক হাজার ক্রু। ৮০টি যুদ্ধবিমান পরিচালনা করা যায় এই ক্যারিয়ার থেকে। যুদ্ধবিমানগুলোর ওঠা-নামার জন্য রয়েছে দুটি রানওয়ে। ফলে দুটি বিমান একই সাথে উড্ডয়ন ও অবতরণ করা যায়।

শত্রুপক্ষের রাডার এড়িয়ে চলার ক্ষমতা রয়েছে ফোর্ডের। এর সেলফ ডিফেন্সিভ ক্ষমতাও অসাধারণ। এটিতে রয়েছে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট মিসাইলের সুবিধা। রয়েছে রোলিং এয়ারফ্রেম মিসাইল, ক্রোজ-ইন উইপন সিস্টেম ও এম্টি মেশিনগান, যেগুলো এই রণতরীকে শত্রুর হামলা থেকে খুব ভালোভাবেই রক্ষা করবে।

জেরাল্ড আর ফোর্ডকে যে দুটি বিষয় অন্য ক্যারিয়ারগুলো থেকে পৃথক করেছে, সেগুলো হলো যুদ্ধবিমানের উড্ডয়ন ও অবতরণের ব্যবস্থা। ক্যারিয়ারটিতে ব্যবহৃত ইএমএএলএস প্রযুক্তি এয়ারপ্লেন লঞ্চিং সিস্টেমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। অন্যান্য ক্যারিয়ার যেখানে জেট ফাইটারগুলোর লঞ্চিংয়ের ক্ষেত্রে স্টিম-পাওয়ারড ক্যাটাপাল্ট ব্যবহার করে, সেখানে ফোর্ডে ব্যবহৃত হয়েছে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক লিনিয়ার ইনডাকশন মোটর। এগুলোর লঞ্চিং সিস্টেমকে দ্রুতগতির ম্যাগলেভ ট্রেন অথবা রোলার কোস্টারের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

একটি স্টিম ক্যাটাপাল্ট সিস্টেমে হাজার হাজার মুভিং পার্ট থাকে। অন্যদিকে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্যাটাপাল্টে থাকে একশরও কম। মুভিং পার্ট যত কম হবে, সেগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রুর সংখ্যাও প্রয়োজন হবে কম। এতে ক্যারিয়ারের পরিচালনা ব্যয়ও কমে যাবে। এই দিক থেকেও ফোর্ডের এই মুভিং পার্ট কমে যাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এছাড়া নতুন এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে যুদ্ধবিমানগুলো উড্ডয়নের সময় সেগুলোর ওপর চাপ কম পড়বে। ফলে সেগুলোর আয়ুও বেড়ে যাবে। জেরাল্ড আর ফোর্ড থেকে যুদ্ধবিমান উড্ডয়ন ও অবতরণকে আরও সহজ করতে এতে ব্যবহৃত হয়েছে কম্পিউটারাইজড প্রযুক্তি। বিশেষ করে অবতরণের সময় এটি বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

নিমিটজ ক্লাস, যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার হলো মার্কিন নৌবাহিনীর নিমিটজ ক্লাস ক্যারিয়ারগুলো। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে এই ক্লাসের ১০টি ক্যারিয়ার রয়েছে। ক্লাসটির নামকরণ করা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত মার্কিন এডমিরাল চেস্টার ডব্লিউ নিমিটজের নামানুসারে, যার নেতৃত্বে মার্কিন নৌবাহিনী

মিডওয়ে যুদ্ধের মাত্র ১৫ ঘণ্টায় জাপানি নৌবাহিনীর চারটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ডুবিয়ে দিয়েছিল।

নিমিটজ ক্লাসের প্রথম ক্যারিয়ার ইউএসএস নিমিটজ ১৯৭৫ সালে এবং দশম জাহাজ ইউএসএস জর্জ এইচডব্লিউ বুশ ২০০৯ সালে মার্কিন নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়। নিমিটজ ক্লাসের ক্যারিয়ারগুলোর গড় নির্মাণ ব্যয় ৪৫০ কোটি ডলার। আর বছর বছর রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদের পেছনে যে অর্থ ব্যয় হয়, সেগুলো বিবেচনায় নিলে প্রতিটি ক্যারিয়ারের পেছনে এখন পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় হাজার কোটি ডলার।

নিমিটজ ক্লাসের প্রতিটি ক্যারিয়ারের ডিসপ্লসমেন্ট ১ লাখ টনের বেশি। জ্বালানি, যুদ্ধবিমান, জনবল, সমরাস্ত্র মিলিয়ে তা ১ লাখ ৬ হাজার ৩০০ টন পর্যন্ত হতে পারে। এজন্য এগুলোকে সুপার ক্যারিয়ার নামেও ডাকা হয়। প্রতিটি জাহাজ লম্বায় ১ হাজার ৯২ ফুট, প্রস্থ ২৫২ ফুট ও ড্রাফট ৪১ ফুট।

নিমিটজ ক্লাসের প্রতিটি ক্যারিয়ার পারমাণবিক শক্তিচালিত। এগুলোয় দুটি করে নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর রয়েছে, যা ২ লাখ ৬০ হাজার হর্সপাওয়ার বা ১৯৪ মেগাওয়াট শক্তির জোগান দিতে পারে। ইউএসএস ফোর্ডের মতো এই ক্লাসের ক্যারিয়ারগুলোও টানা ২০-২৫ বছর চলার সক্ষমতা রাখে। ৫০ বছরের সার্ভিস লাইফে প্রতিটি এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার দুবার মাত্র ইউরেনিয়াম গ্রহণ করে। জাহাজগুলো ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩০ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে পারে।

নিমিটজ ক্লাসের ক্যারিয়ারগুলো ৮৫-৯০টি এয়ারক্রাফট বহন করে, যার মধ্যে ৬৫-৭৫টি হলো যুদ্ধবিমান। বাকিগুলো বিভিন্ন হেলিকপ্টার, আর্লি ওয়ার্নিং রাডারবাহী বিমান, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার ও মেরিটাইম পেট্রোল বিমান। তবে যুদ্ধ বা অন্য কোনো জরুরি অবস্থা না থাকলে সাধারণত ৬৪টি ফাইটার জেট বহন করে।

কুইন এলিজাবেথ ক্লাস, যুক্তরাজ্য

ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির বৃহত্তম এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ক্লাস হলো কুইন এলিজাবেথ। আর সারা বিশ্বে এটি তৃতীয় বৃহত্তম। এছাড়া মার্কিন নৌবাহিনীর রণতরীগুলোর কথা বাদ দিলে জাপানের ইয়ামাতো ক্লাসের যুদ্ধজাহাজগুলোর পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ওয়ারশিপ হলো কুইন এলিজাবেথ ক্লাস ক্যারিয়ার।

বর্তমানে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কাছে এই ক্লাসের দুটি ক্যারিয়ার রয়েছে। তার মধ্যে ফ্ল্যাগশিপ ক্যারিয়ারটি হলো এইচএমএস কুইন এলিজাবেথ। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে এটি কমিশনপ্রাপ্ত হয়। আর দ্বিতীয় ক্যারিয়ারটির নাম এইচএমএস প্রিন্স অব ওয়েলস। কুইন এলিজাবেথের যখন কমিশনিং হচ্ছিল, তখন প্রিন্স অব ওয়েলস প্রথবারের মতো পানিতে ভাসানো হয়। আর এটির কমিশনিং সম্পন্ন হয় ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে।

কুইন এলিজাবেথ ক্লাসের দুটি ক্যারিয়ারেরই ডিসপ্লসমেন্ট প্রায় ৬৫ হাজার টন। এগুলোর দৈর্ঘ্য ২৮৪ মিটার বা ৯৩২ ফুট। প্রস্থ ২৪০ ফুট। আর ড্রাফট ৩৬ ফুট। দুটি এয়ারক্রাফটই বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত। এগুলোর সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫ নটিক্যাল মাইল।



বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এবং রয়্যাল নেভির বৃহত্তম এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ক্লাস হলো কুইন এলিজাবেথ

প্রতিটি ক্যারিয়ার প্রায় ৪০টি রোটোরি ও ফিক্সড-উইং এয়ারক্রাফট পরিবহনে সক্ষম, যার মধ্যে ৩৬টি এফ-৩৫বি ও চারটি মারলিন হেলিকপ্টার। দুটি ক্যারিয়ারেই সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। ফলে মাত্র ৬৭৯ জন ক্রুকে দিয়েই যুদ্ধকালীন অপারেশন পরিচালনা করতে সক্ষম ক্যারিয়ার দুটি।

ক্যারিয়ার দুটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে তিনটি ফালাংক্স সিআইডব্লিউএস, চারটি থার্টি এমএম ডিএসখাটিএম এমকেটু গান ও ছয়টি মিনিগান। কুইন এলিজাবেথ ক্লাসের ক্যারিয়ার দুটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ৮১৬ কোটি ডলার।

লিয়াওনিং, চীন

পিপল'স লিবারেশন আর্মি নেভির (পিএলএএন) টাইপ ০০১ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার লিয়াওনিং হলো বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম বিমানবাহী রণতরী। চীনা নৌবাহিনীর সারফেস ফোর্সে কমিশনপ্রাপ্ত প্রথম ক্যারিয়ার এটি। প্রথমে একে একটি প্রশিক্ষণ জাহাজ হিসেবে ক্র্যাসিফাই করা হয়েছিল। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার অপারেশনের সঙ্গে নৌবাহিনীর সদস্যদের পরিচিত করে তোলা, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য নিয়ে জাহাজটি সংগ্রহ করে চীন। পরবর্তী সময়ে আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে একে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে অংশগ্রহণের উপযোগী করে তোলা হয়।

ক্যারিয়ারটিকে মূলত নির্মাণ করা হয়েছিল সোভিয়েত নৌবাহিনীর জন্য। ১৯৮৮ সালের ৪ ডিসেম্বর এটি পরীক্ষামূলকভাবে পানিতে ভাসানো হয় এবং ১৯৯০ সালে নাম রাখা হয় ভারিয়াগ। তবে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভক্ত হওয়ার পর এর নির্মাণকাজ থমকে যায়।

পরবর্তী সময়ে ইউক্রেন জাহাজটিকে বিক্রি করে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। ১৯৯৮ সালে চীন ৩২ শতাংশ নির্মাণকাজ অসমাপ্ত অবস্থাতেই জাহাজটিকে কিনে নেয় এবং সেটিকে টো করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দালিয়ান

নেভাল শিপইয়ার্ডে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই ক্যারিয়ারটিকে নতুন করে নির্মাণ করা হয়। ২০১২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর লিয়াওনিং নামে পিএলএএন কর্তৃক কমিশনপ্রাপ্ত হয় জাহাজটি। চীনা ক্লাস ডেজিগনেশন অনুযায়ী এটি টাইপ ০০১ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার।

লিয়াওনিংয়ের দৈর্ঘ্য ৩০৪ দশমিক ৫ মিটার। এর ডিপ্লসমেন্ট ৫৮ হাজার টন। এটি ফিক্সড-উইং প্লেন ও হেলিকপ্টারসহ মোট ৫০টির মতো এয়ারক্রাফট পরিচালনা করতে সক্ষম। বায়ুীয় শক্তিতে চালিত ক্যারিয়ারটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩২ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম। একবার জ্বালানি ভর্তি করে ৪৫ দিন পর্যন্ত সেবা দিতে সক্ষম ক্যারিয়ারটি। এতে যুদ্ধবিমান

ওঠা-নামা করে শর্ট টেক-অব বাট অ্যারেস্টেড রিকভারি (এটিওবিএআর) পদ্ধতিতে।

শ্যানডং, চীন

চীনের দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার এটি। চীনা ধারা মেনে এর ক্র্যাসিফিকেশন করা হয়েছে টাইপ ০০২। ২০১৭ সালের ২৬ এপ্রিল এটি পানিতে ভাসানো হয়। কমিশনিং সম্পন্ন হয় ২০১৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর। জাহাজটি নির্মাণ করেছে দালিয়ান শিপবিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি।

শ্যানডংয়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে নির্মিত চীনের প্রথম ক্যারিয়ার।

২০১২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর কমিশনপ্রাপ্ত হয় বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম বিমানবাহী রণতরী পিপল'স লিবারেশন আর্মি নেভির (পিএলএএন) টাইপ ০০১ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার লিয়াওনিং





রাশিয়ার কুজনেৎসোভ ক্লাসের ফ্যাগশিপ ক্যারিয়ার এডমিরাল কুজনেৎসোভ।
রুশ ক্র্যাসিফিকেশনে এর পরিচয় হেভি এয়ারক্রাফট ক্রুজার।

লিয়াওনিংয়ের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট হওয়ায় প্রথমে এর ক্র্যাসিফিকেশন ডেজিগনেশন টাইপ ০০১এ করার পরিকল্পনা ছিল। তবে কমিশনিংয়ের সময় সেই পরিকল্পনা থেকে সরে এসে স্বতন্ত্র টাইপ ০০২ ক্র্যাসিফিকেশন করা হয় শ্যানডংয়ের।

লিয়াওনিংয়ের মতো শ্যানডংয়েও এয়ারক্রাফট লঞ্চিং ও রিকোভারিংয়ের জন্য শর্ট টেক-অব বাট অ্যারেস্টেড রিকোভারি (এসটিওবিএআর) সিস্টেম। এর আকারও লিয়াওনিংয়ের প্রায় সমান। তবে শ্যানডংয়ে ব্যবহার করা হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম, যা একে চীনের লিডিং এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের তকমা এনে দিয়েছে।

শ্যানডংয়ের দৈর্ঘ্য ৩০৫ মিটার। প্রস্থ ৭৫ মিটার। টোটাল লোড ডিসপ্লসমেন্ট ৭০ হাজার টন। সর্বোচ্চ ৪৪টি এয়ারক্রাফটকে জায়গা দিতে সক্ষম ক্যারিয়ারটি।

এডমিরাল কুজনেৎসোভ, রাশিয়া

রাশিয়ার কুজনেৎসোভ ক্লাসের ফ্যাগশিপ ক্যারিয়ার এটি। দেশটির নৌবাহিনীর শৌর্ষের প্রতীক এই বিমানবাহী রণতরী। রুশ ক্র্যাসিফিকেশনে এর পরিচয় হেভি এয়ারক্রাফট ক্রুজার।

কুজনেৎসোভ নির্মিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমলে। এর নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৮২ সালের এপ্রিলে। প্রথম পানিতে ভাসানো হয় ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে। আর কমিশনপ্রাপ্ত হয় ১৯৯১ সালের ২০ জানুয়ারি। তবে রুশ নৌবাহিনীতে পুরোপুরি অপারেশনাল হয় ১৯৯৫ সালে। প্রথমে এই ক্যারিয়ারের নাম ছিল রিগা। সি ট্রায়ালের সময় নাম রাখা হয় তবিলিসি। আর সর্বশেষ নামকরণ করা হয় এডমিরাল ফ্লোটা সোভেৎস্কোগো সোয়ুজা কুজনেৎসোভ। সোভিয়েত ইউনিয়নের নৌবহরের সাবেক এডমিরাল নিকোলাই জেরাসিমোভিচ কুজনেৎসোভের নাম অনুসারে এই নামকরণ করা হয়।

উপরিবিস্তৃত চীনা নৌবাহিনীতে যুক্ত হওয়া প্রথম ক্যারিয়ার লিয়াওনিং এই এডমিরাল কুজনেৎসোভেরই

সিস্টার শিপ ভারিয়াগ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভক্ত হওয়ার পর অসম্পূর্ণ তৈরি অবস্থায় সেটি চীনের কাছে বিক্রি করা হয়। রিগা ও ভারিয়াগ মিলে এডমিরাল কুজনেৎসোভ ক্লাস গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল আর এডমিরাল কুজনেৎসোভকে করা হয়েছিল এই ক্লাসের লিড শিপ।

জাহাজটির দৈর্ঘ্য ৩০৫ মিটার। প্রস্থ ৭২ মিটার। ফুল লোড ডিসপ্লসমেন্ট ৫৮ হাজার ৫০০ টন। জাহাজটির ড্রাফট ১০ মিটার। বাষ্পীয় শক্তিদ্রব্য জাহাজটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৯ নটিক্যাল মাইল বেগে ছুটেতে পারে। চীনের লিয়াওনিংয়ের মতো কুজনেৎসোভও একবার জালানি ভর্তি করে ৪৫ দিন পর্যন্ত চলতে পারে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্ত। ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব সক্ষমতায় নির্মিত এই রণতরীটি দেশটির নৌ-শৌর্ষের প্রতীক।



এর ফ্লাইট ডেকের আয়তন ১৪ হাজার ৭০০ বর্গমিটার। এটি ৩৩টি ফিক্সড-উইং এয়ারক্রাফট ও ১২টি হেলিকপ্টার বহন করতে পারে। সু-৩৩, মিগ-২৯কে ও সু-২৫ইউটিজি/ইউবিপি এসটিওভিএল ফাইটার, কা-২৭এস, কা-২৭এলডি৩২ ও কা-২৭পিএলও হেলিকপ্টার এই ক্যারিয়ার থেকে পরিচালনা করা সম্ভব।

বর্তমানে এডমিরাল কুজনেৎসোভ রিপেয়ারিং ও রিফিট কার্যক্রমের জন্য আউট অব সার্ভিস রয়েছে। ২০১৮ সালে ফ্লোটিং ড্রাইডকের একটি ৭০-টন ওজনের ক্রেন পড়ে ক্যারিয়ারটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি পুনরায় সার্ভিসে যুক্ত হতে ২০২৪ সালের শেষ পর্যন্ত সময় লেগে যাবে।

আইএনএস বিক্রান্ত, ভারত

ভারতীয় নৌবাহিনীর দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্ত। দেশটির নৌ-শৌর্ষের প্রতীক এটি। বিক্রান্ত ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব সক্ষমতায় তৈরি প্রথম বিমানবাহী রণতরী। একই সঙ্গে দেশটিতে নির্মিত সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ এটি।

৩১০ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত বিক্রান্ত কিন্তু তার ক্লাসের প্রথম ক্যারিয়ার নয়। বরং এটি আইএনএস বিক্রমাদিত্য-ক্লাসের দ্বিতীয় ক্যারিয়ার। বিক্রমাদিত্য তৈরি হয়েছিল রাশিয়ায়।

এরই মধ্যে তিন দফায় সি ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে বিক্রান্তের। চলতি বছরের জানুয়ারিতে সম্পন্ন হয় তৃতীয় ধাপের ট্রায়াল। তার আগে ২০২১ সালের অক্টোবরে দ্বিতীয় ও আগস্টে প্রথম দফার সি ট্রায়াল হয়।

বিক্রান্তের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ২৮ নটিক্যাল মাইল। ২৬২ মিটার দীর্ঘ ও ৬২ মিটার প্রস্থ আইএনএস বিক্রান্ত ১ হাজার ৬০০ ক্রুর সংকুলানে সক্ষম। মিগ ২৯কে সিরিজের ফাইটার জেটগুলো এই ক্যারিয়ার থেকে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

বিক্রান্তের ডিসপ্লেসমেন্ট ৪৫ হাজার টন। আর চীনা ক্যারিয়ারগুলোর ডিসপ্লেসমেন্ট ৬০ হাজার টনের আশপাশে। সে হিসেবে আকারের দিক থেকে বিক্রান্ত চীনা ক্যারিয়ারগুলোর তুলনায় অনেকটাই ছোট। কিন্তু কম্প্যাক্ট ডাইমেনশন বিক্রান্তকে বাড়তি সুবিধা এনে দেবে। এই ডাইমেনশনের কারণে বিক্রান্তের প্রায় ৮৫ শতাংশ জায়গা ডেক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। প্রায় ৩০টি ফাইটার জেট ও হেলিকপ্টারকে জায়গা দিতে সক্ষম রণতরীটি।

বিক্রান্তের আগে ভারতীয় নৌবাহিনীর বহরে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ছিল একটি-আইএনএস বিক্রমাদিত্য। বিক্রান্ত যোগ হওয়ায় এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল দুটিতে। ভারতের পরিকল্পনা রয়েছে তিনটি ক্যারিয়ার বহরে রাখার। এর দুটি ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে মূল নেভাল ফ্রন্টে থাকবে। আর একটি থাকবে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে, যেন ওই দুটির কোনো একটিতে সমস্যা দেখা দিলে তৃতীয়টি দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়।

চার্লস ডি গল, ফ্রান্স

ফ্রান্সের প্রথম পারমাণবিক শক্তিচালিত সারফেস শিপ চার্লস ডি গল দেশটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্লাইট ক্যারিয়ার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান নাসিস বাহিনীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়া সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও পরবর্তীতে দেশটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা চার্লস ডি গলের নামানুসারে ক্যারিয়ারটির নামকরণ করা হয়েছে। ফরাসি নৌবাহিনীর এই ফ্ল্যাগশিপ ক্যারিয়ার ২০০১ সাল থেকে সার্ভিসে রয়েছে।

ক্যারিয়ারটির দৈর্ঘ্য ২৬১ দশমিক ৫ মিটার। প্রস্থ প্রায় ৬৫ মিটার। ড্রাফট প্রায় ৯ দশমিক ৫ মিটার। এর ফুল লোড ডিসপ্লেসমেন্ট ৪২ হাজার ৫০০ টন। মার্কিন নৌবাহিনীর বাইরে এটিই বিশ্বের একমাত্র পারমাণবিক শক্তিচালিত ক্যারিয়ার। এর সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ২৭ নটিক্যাল মাইল। আর একবার পারমাণবিক জ্বালানি নিয়ে জাহাজটি টানা ২০-২৫ বছর সার্ভিসে দিতে সক্ষম।

ক্যারিয়ারটিতে ৪০টি ফিল্ড-উইং এয়ারক্রাফট ও হেলিকপ্টার পরিচালনা করা সম্ভব। এসব এয়ারক্রাফটের মধ্যে রয়েছে রাফায়েল এম, ই-টুসি হকআই, সুপার এটোদার্দ, ইসি৭২৫ ক্যারাসাল, এসএ২৩ কুগার ও এসএ৩৬৫ ডুফিন। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের পাশাপাশি অ্যাসল্ট শিপ হিসেবেও যুদ্ধক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে সক্ষম জাহাজটি।

আইএনএস বিক্রমাদিত্য, ভারত

ভারতের প্রথম বিমানবাহী রণতরী এটি। এছাড়া বিশ্বের বৃহত্তম এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারগুলোরও একটি হলো আইএনএস বিক্রমাদিত্য। সোভিয়েত যুগের কিয়েভ-ক্লাস ক্যারিয়ার এটি।

১৯৮২ সালে প্রথম পানিতে ভাসানো জাহাজটি সোভিয়েত নৌবাহিনীর জন্য তৈরি হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে এটি সোভিয়েত নৌবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত হয়। পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাগের পর এটি রুশ নৌবাহিনীতে সেবা দিয়েছে। ১৯৯৬ সালে রুশ নৌবাহিনী জাহাজটির ডিকমিশনিং করে। ২০০৪ সালে ভারত ক্যারিয়ারটিকে কিনে নেয়। আপগ্রেডেশনের পর ২০১৩ সালে এটি ভারতীয় নৌবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত হয়।

বিক্রমাদিত্যের দৈর্ঘ্য ২৮৩ দশমিক ৫ মিটার। প্রস্থ ৬১ মিটার। ড্রাফট ১০ দশমিক ২ মিটার। ফুল লোড ডিসপ্লেসমেন্ট ৪৫ হাজার টন। স্টিম টার্বাইন-চালিত জাহাজটি ঘণ্টায় ৩০ নটিক্যাল মাইলের বেশি বেগে চলতে পারে। সর্বোচ্চ ৩৬টি এয়ারক্রাফট পরিবহনে সক্ষম ক্যারিয়ারটি, যার মধ্যে রয়েছে ২৬টি মিগ-২৯কে মাল্টিরোল ফাইটার ও ১০টি কা-৩১ ও কা-২৮ হেলিকপ্টার।

ক্যাভের, ইতালি

ইতালীয় নৌবাহিনীর ফ্ল্যাগশিপ ক্যারিয়ার এটি। জাহাজটির ফুল লোড ডিসপ্লেসমেন্ট ৩০ হাজার টন। দৈর্ঘ্য ২৩২ দশমিক ৬ মিটার। প্রস্থ ৩৪ দশমিক ৫ মিটার। ড্রাফট ৮ দশমিক ৭ মিটার। প্রায় ২০টি এয়ারক্রাফটকে

জায়গা দিতে সক্ষম ক্যারিয়ারটি। এছাড়া প্রায় ২৪টি মেইন ব্যাটল ট্যাংকও পরিবহন করতে পারে এটি। ছয়টি ডিজেল জেনারেটরের সহায়তায় চালিত জাহাজটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৬ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে পারে।

ফিল্ড-উইং এয়ারক্রাফট ও হেলিকপ্টার দুটোই পরিচালনা করা সম্ভব ক্যাভের থেকে। এটি নির্মাণ করেছে ইতালির বিখ্যাত জাহাজনির্মাণা ফিনক্যান্ডিয়েরি। ২০০৪ সালে এটি প্রথমবারের মতো পানিতে ভাসানো হয়। কমিশনপ্রাপ্ত হয় ২০০৮ সালে।

এয়ারক্রাফট পরিবহনের পাশাপাশি নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও রয়েছে ক্যাভেরের। শর্ট-রেঞ্জ ডিফেন্স সিস্টেম, গান ও ডিকয় লঞ্চর থাকায় ক্যারিয়ারটি যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে সক্ষম।

উপসংহার

১৯০৩ সালে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় যখন উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেন, তখন হয়তো ভাবতেও পারেননি যে তারা একই সঙ্গে ভবিষ্যতে যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যতম হাতিয়ারও বানিয়ে ফেলেছেন। গত শতাব্দীর দুই বিশ্বযুদ্ধেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল নৌ-ঘাঁটি ও ক্যারিয়ার থেকে পরিচালিত এয়ারক্রাফটগুলোর। আর নেভাল এভিওয়েশন বর্তমানে দেশগুলোর জন্য নৌশক্তির বড় একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের গবেষণা ও উন্নয়নে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ হচ্ছে তারা।

কোনো দেশ হয়তো অন্য দেশের কাছ থেকে ক্যারিয়ার কিনে আনছে। কেউ আবার নিজেরাই ক্যারিয়ার নির্মাণের সক্ষমতা অর্জন করেছে। যে উৎস থেকেই আসুক না কেন, ক্যারিয়ারগুলো যে সংশ্লিষ্ট নৌবাহিনীগুলোর সক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভবিষ্যতে আরও উন্নত প্রযুক্তির এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আসবে। বাহিনীগুলোর বহরে ক্যারিয়ারের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়, বরং বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ক্যারিয়ারগুলো।

ইতালীয় নৌবাহিনীর ফ্ল্যাগশিপ ক্যারিয়ার ক্যাভের।
২০টি এয়ারক্রাফটসহ প্রায় ২৪টি মেইন ব্যাটল ট্যাংকও
পরিবহন করতে সক্ষম ক্যারিয়ারটি।



➤ যৌথ মহড়ায় অংশ নিতে বাল্টিকে জাহাজ পাঠিয়েছে ন্যাটো

বাল্টিক সাগরে আঞ্চলিক জোট ও অংশীদার দেশগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে মহড়ায় অংশ নিতে জাহাজ পাঠিয়েছে স্ট্যান্ডিং ন্যাটো মেরিটাইম গ্রুপ ওয়ান (এসএনএমজিওয়ান) ও স্ট্যান্ডিং ন্যাটো মাইন কাউন্টারমেজারস গ্রুপ ওয়ান (এসএনএমসিএমজিওয়ান)।

এসএনএমজিওয়ান ও এসএনএমসিএমজিওয়ান হলো ন্যাটোর চারটি টাস্ক ফোর্সের দুটি, যেগুলো কয়েকটি মিত্রদেশের জাহাজ নিয়ে গঠিত। এই জাহাজগুলো ন্যাটোর যেকোনো কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। বিভিন্ন নৌ-মহড়ায় অংশগ্রহণ ও এই কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, বাল্টিক সাগরে শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে ন্যাটো সেখানে নিয়মিত মেরিটাইম ফোর্স পাঠিয়ে থাকে।

➤ রয়্যাল নেভিকে সিক্যট এইউভি সিস্টেম সরবরাহ করবে এইইউকে

ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির কাছে নিজেদের তৈরি সিক্যট অটোনমাস আভারওয়াটার ভেহিকল (এইউভি) সিস্টেম সরবরাহ করবে অ্যাটলাস ইলেকট্রনিক ইউকে (এইইউকে)। এই বিষয়ে সম্প্রতি দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট ডিপার্টমেন্টের মাইন হান্টিং ক্যাপাবিলিটি (এমএইচসি) টিম ও কোম্পানিটির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

৩ কোটি ২০ লাখ পাউন্ডের এই চুক্তির অধীনে তিনটি এইউভি সিস্টেম সরবরাহ করবে এইইউকে, যেগুলোয় থাকবে মোট নয়টি আভারওয়াটার ভেহিকল। সরবরাহের পাশাপাশি তিন বছর এইউভিগুলো পরিচালনার প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তাও দিয়ে যাবে এইইউকে।

➤ মার্কিন নৌবাহিনীকে এমসিএম ইউএসভি সরবরাহ করবে বলিঞ্জার

মার্কিন নৌবাহিনীর জন্য মাইন কাউন্টারমেজারস আনম্যানড সারফেস ভেহিকল (এমসিএম ইউএসভি) নির্মাণ করবে বলিঞ্জার শিপইয়ার্ড। সম্প্রতি এ বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে ১২ কোটি ২৯ লাখ ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

এই প্রকল্পের বড় একটি অংশের (৬৫ শতাংশ) কাজ সম্পন্ন হবে লকহোপোর্টে। এছাড়া পোর্টসমুদ্রাথে ২২ শতাংশ, আটলান্টায় ১০ ও ওরভিলে ৩ শতাংশ কাজ হবে। ২০২৩ সালের এপ্রিলের মধ্যে এসব কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে কাজ করার জন্য তিনটি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করেছিল, যাদের মধ্যে বিজয়ী হয় বলিঞ্জার।

৩৫০ কোটি ডলার ব্যয়ে মিসাইল ক্রয় অনুমোদন অস্ট্রেলিয়া সরকারের

অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্স ফোর্সের (এডিএফ) জন্য ৩৫০ কোটি ডলার ব্যয়ে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ক্রয় প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে দেশটির সরকার। এই প্রকল্পের অধীনে রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান নেভির সারফেস ফ্লিটের জন্য নেভাল স্ট্রাইক মিসাইল (এনএসএম), রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান এয়ারফোর্সের জন্য জয়েন্ট এয়ার-টু-সারফেস স্ট্যান্ড অব মিসাইল এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ (জেএসএসএম-ইআর) এবং দেশটির বন্দর ও সমুদ্রসীমা সুরক্ষায় মেরিটাইম মাইন কেনা হবে। প্রকল্পটিতে কৌশলগত অংশীদার হিসেবে কাজ করবে রেথন অস্ট্রেলিয়া ও লকহিড মার্টিন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিটার ডুটন বলেছেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার কৌশলগত পরিবেশ ক্রমেই জটিল ও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠছে। আমাদের এডিএফের অবশ্যই নিরাপদ দূরত্বে থেকে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার সক্ষমতা থাকতে হবে। এই বিশ্বমানের স্ট্রাইক উইপন সিস্টেম অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রসীমাকে সুরক্ষিত রাখার

ক্ষেত্রে আমাদের বাহিনীগুলোকে সহায়তা করবে। এছাড়া প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমন্বিত নিরাপত্তা উদ্যোগেও অবদান রাখতে পারবে এগুলো।’

এই প্রকল্পের অধীনে রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান নেভির এএনজেডএসি-ক্রাস ফ্রিগেট ও হোবার্ট-ক্রাস ডেস্ট্রয়ারে থাকা হারপুন অ্যান্টি শিপ মিসাইলগুলো কংসবার্গের তৈরি নেভাল স্ট্রাইক মিসাইল (এনএসএম) দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে। এর ফলে অস্ট্রেলিয়ার মেরিটাইম স্ট্রাইকিং সক্ষমতা অনেকাংশে বেড়ে যাবে। ফ্রিগেট ও ডেস্ট্রয়ারগুলোর বর্তমানে যে মেরিটাইম স্ট্রাইক রেঞ্জ রয়েছে, এনএসএম যুক্ত হয়ে তা দ্বিগুণের বেশিতে উন্নীত হবে।

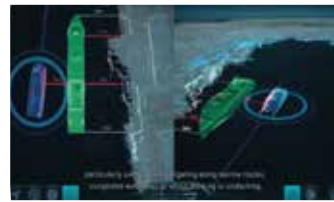
২০২৪ সাল থেকে এএনজেডএসি-ক্রাস ফ্রিগেট ও হোবার্ট-ক্রাস ডেস্ট্রয়ারে এনএসএমগুলো স্থাপন করা শুরু হবে। এই এনএসএম ও পূর্বঘোষিত টমাহক ক্রুজ মিসাইল যুক্ত হলে অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্র নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা সর্বোত্তমভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে।

বাল্ট অপস নৌ-মহড়ার ৫১তম সংস্করণ অনুষ্ঠিত

ন্যাটোর সদস্য ১৪টি ও পার্টনার দুটি দেশকে নিয়ে নৌ-মহড়া বাল্টিক অপারেশনস (বাল্ট অপস ২২) ৫-১৭ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪৫টির বেশি যুদ্ধজাহাজ, ৭৫টির বেশি যুদ্ধবিমান ও প্রায় সাত হাজার নৌসেনা বার্ষিক এ মহড়ায় অংশ নেয়। বাল্ট অপসের মূল উদ্দেশ্য বাল্টিক সাগরে নিরাপদ নেভিগেশন নিশ্চিতকরণ সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ১৯৭২ সালে এ মহড়ার আয়োজন শুরু হয়। এ বছর ছিল আয়োজনটির ৫১তম সংস্করণ।

বাল্ট অপসে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো হলো-বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, ডেনমার্ক, এস্টোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পোল্যান্ড, সুইডেন, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। এতে নেতৃত্ব দিয়েছে ইউএস নেভাল ফোর্স ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠ নৌবহর। কমান্ড ও কন্ট্রোলে ছিল ন্যাটোর নেভাল স্ট্রাইকিং অ্যান্ড সাপোর্ট ফোর্স স্ট্রাইকফরন্যাটো।

সমুদ্র নিরাপত্তায় নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করবে বিএই-মাইক্রোসফট



সমুদ্র নিরাপত্তা খাতের জন্য নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার লক্ষ্যে টেক জায়ান্ট মাইক্রোসফটের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে বিএই সিস্টেমস। এই চুক্তির অধীনে কোম্পানি দুটি সমুদ্র নিরাপত্তা ও জাতীয় প্রতিরক্ষা খাতে ব্যবহার উপযোগী ক্লাউড কম্পিউটিং প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করবে। এক বিবৃতিতে বিএই সিস্টেমস জানিয়েছে, ‘আমাদের কন্সট্রাক্টিভ সিস্টেম টিম ও মাইক্রোসফটের কর্মীরা মিলে নতুন প্রজন্মের মেরিটাইম ডিফেন্স টেকনোলজি উদ্ভাবন ও সরবরাহ নিয়ে কাজ করছে। এই প্রযুক্তি কীভাবে কাজ করবে এবং এটি কীভাবে আমাদের গ্রাহকদের প্রতিরক্ষামূলক কাজে সহায়তা করতে পারে, তা নিয়ে আমরা গবেষণা করছি।’

নেভাল মিশন সিস্টেমস নিয়ে কাজ করার কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা রয়েছে বিএইর কন্সট্রাক্টিভ সিস্টেমস টিমের। অন্যদিকে মাইক্রোসফটের রয়েছে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে দক্ষ পেশাজীবী। চুক্তির অধীনে এই দুই প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের নিয়ে একটি যৌথ টিম গঠন করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ধারাবাহিকতায় সারা বিশ্বই এখন ডিজিটাইজেশনের দিকে ঝুঁকছে। ডিজিটাল বিশ্বে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঝুঁকির ব্যাপ্তি ও ধরন দুটোই বেড়েছে। বিএই আশা করছে, দুই প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা মিলে এমন সিস্টেম ডেভেলপ করতে পারবে, যেটি আধুনিক যুগে পারম্পরিক সহযোগিতানির্ভর প্রতিরক্ষার পাওয়ার হাউস হয়ে উঠবে।

এদিকে মাইক্রোসফট তাদের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলেছে, ‘বিএই সিস্টেমসের সাথে কাজ করাটা সম্মানজনক। এই অংশীদারিত্ব বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তির পূর্ণ সুবিধা কাজে লাগানোর সুযোগ করে দেবে। আমরা আশা করি, দুই প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা মিলে আমাদের গ্রাহকদের হাতে সেরা প্রযুক্তি তুলে দিতে পারবে।’

ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য নেস্ট-জেনারেশন করভেট কিনবে সরকার

ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য প্রায় ৩৬ হাজার কোটি রুপি (প্রায় ৪৬০ কোটি ডলার) ব্যয়ে নেস্ট-জেনারেশন করভেট (এনজিসি) কেনার অনুমোদন দিয়েছে সরকার। জুনে দেশটির ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিলের (ডিএসি) বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নৌবাহিনীর জন্য মোট কয়টি এনজিসি কেনা হবে, সে বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি না এলেও ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, এ সংখ্যা হবে আটটি। তবে ২০১৬ সালে এ প্রকল্পের জন্য প্রকাশিত রিকোয়েস্ট ফর ইনফরমেশনে (আরএফআই) সাতটি করভেটের কথা বলা ছিল।

ক্রয়পরিকল্পনা থাকা এ এনজিসিগুলো বিভিন্ন মিশনে কাজে লাগানো যাবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে-সমুদ্রে নজরদারি, এসকর্ট, শত্রুপক্ষের হামলা প্রতিহত করা, সারফেস অ্যাকশন গ্রুপের (এসএজি) অপারেশন, সার্চ অ্যান্ড অ্যাটাক অপারেশন, উপকূলীয় প্রতিরক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্রোথ ফর অল ইন দ্য রিজিয়ন (সাগার) কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে এই করভেটগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। করভেটগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতীয় নৌবাহিনীর নিজস্ব উদ্ভাবিত নতুন নকশার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। এর সঙ্গে প্রয়োগ ঘটানো হবে সর্বাধুনিক জাহাজনির্মাণ প্রযুক্তির। অফেনসিভ এসএসএম অ্যাটাক, অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার অপারেশন, লোকাল নেভাল ডিফেন্স, মেরিটাইম ইন্টারডিকশন অপারেশনস (এমআইও), ভিজিট, বোর্ড, সার্চ অ্যান্ড সিজার (ভিবিএসএস) ইত্যাদি কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা রাখবে করভেটগুলো।

২০১৬ সালে প্রকাশিত আরএফআইতে ২০২৩ সাল থেকে করভেটগুলো সরবরাহ শুরু করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত সেই কার্যক্রমে খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি।

ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথে নিরাপত্তা বাড়াবে নতুন আইন

ভারতে ইনল্যান্ড ভেসেলস অ্যাক্ট ২০২১ নামে নতুন যে আইন চালু করা হয়েছে, তা দেশটির অভ্যন্তরীণ জলপথে চলাচলকারী নৌযানগুলোর নিরাপত্তাব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মনে করছে ইন্ডিয়ান রেজিস্টার অব শিপিং (আইআরএস)।

সংস্থাটি বলছে, নতুন এই কেন্দ্রীয় আইন ভারতের সব অভ্যন্তরীণ নৌরুটে বিদ্যমান আইন ও মানদণ্ডের মধ্যকার অসামঞ্জস্য দূর করবে এবং নৌযান চলাচলের সমন্বিত ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। এ আইন দূষণ প্রতিরোধেও কার্যকর অবদান রাখবে বলে মনে করছে আইআরএস। ইনল্যান্ড ভেসেলস অ্যাক্ট ২০২১-এর ভিত্তিতে আইআরএস অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী জাহাজের কনস্ট্রাকশন ও ক্র্যাসিফিকেশন-সংক্রান্ত বিধিবিধানের খসড়া তৈরিতে ভারতের বন্দর, নৌ-পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলো ও অন্যান্য অংশীজনের পরামর্শ নিয়েছে।

➤ নতুন ওয়াইজে-২১ হাইপারসনিক মিসাইল উৎক্ষেপণ করেছে চীনা নৌবাহিনী

পিপল'স লিবারেশন আর্মি নেভি সম্প্রতি টাইপ ০৫৫ ক্রুজার থেকে নতুন একটি হাইপারসনিক মিসাইল পরীক্ষামূলকভাবে উৎক্ষেপণের ভিডিও প্রকাশ করেছে। সমরাস্ত্র বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি চীনা নৌবাহিনীর ইগল স্ট্রাইক ওয়াইজে-২১ হাইপারসনিক মিসাইল হতে পারে।

এখন পর্যন্ত ওয়াইজে-২১ মিসাইলের বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায়নি। কারণ মিসাইলটির টেস্ট লঞ্চিং সম্পর্কে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুযায়ী যদি উৎক্ষেপিত মিসাইলটি সত্যিই হাইপারসনিক ওয়াইজে-২১ হয়, তবে টাইপ ০৫৫ ক্রুজার হতে যাচ্ছে বিশ্বের অন্যতম ভারী অস্ত্রসজ্জিত যুদ্ধজাহাজ।

➤ স্করপিয়ন-ক্লাসের সর্বশেষ সাবমেরিনের লঞ্চিং সম্পন্ন

ভারতীয় জাহাজনির্মাতা মাজাগাঁও ডক লিমিটেড (এমডিএল) সম্প্রতি দেশটির নৌবাহিনীর জন্য নির্মিত স্করপিয়ন ক্লাসের সর্বশেষ সাবমেরিন ভাগশিয়ার-এর লঞ্চিং সম্পন্ন করেছে। ভারতের প্রতিরক্ষা সচিব অজয় কুমার সাবমেরিনটির লঞ্চিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

ভারত মহাসাগরের গভীর পানির স্যান্ডফিশ ভাগশিয়ারের নাম অনুসারে সাবমেরিনটির নামকরণ করা হয়েছে। স্করপিয়ন ক্লাসের মোট ছয়টি সাবমেরিনের মধ্যে চারটি এরই মধ্যে নৌবাহিনীতে কমিশন হয়েছিল। পঞ্চম সাবমেরিন আইএনএস ভাগির-এর সি ট্রায়াল চলছে। সর্বশেষ সাবমেরিন ভাগশিয়ার ২০২৪ সালের মার্চে নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তরের কথা রয়েছে।

➤ রোমানিয়ায় এমসিএম ভেসেল পাঠানোর প্রতিশ্রুতি ইতালির

রোমানিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভাসিল দিকু সম্প্রতি ইতালীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী লরেঞ্জো গুয়েরিনির সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন। এ সময় তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কৃষ্ণ সাগরের ভাসমান মাইনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে ইতালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী মাইনবুঁকি মোকাবিলায় রোমানিয়ায় দুটি মাইন কাউন্টারমেজার (এমসিএম) ভেসেল পাঠানোর ঘোষণা দেন।

রোমানিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বৈঠকে দুই দেশের মন্ত্রী ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলের নিরাপত্তাবুঁকি, ন্যাটো সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ, বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর সমন্বিত নিরাপত্তা পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জলসীমায় নিরাপত্তাবুঁকি বেড়েছে: আইএমবি

বিভিন্ন উদ্যোগের কারণে গিনি উপসাগরে জলদস্যুতার বুঁকি বেশ খানিকটা কমেছে। এর সুবাদে অঞ্চলটি বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক জলপথের তকমা বেড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। সেই জায়গা এখন দখল করেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্রপথ।

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের (আইসিসি) ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরোর (আইএমবি) প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে সারা বিশ্বে মোট ৩৭টি জলদস্যুতার ঘটনা ঘটেছে, আগের বছরের একই সময়ে যে সংখ্যা ছিল ৩৮। অর্থাৎ এ বছর জলদস্যুদের হামলা আর বাড়েনি।

আলোচ্য সময়ে মোট জলদস্যুতার ৪১ শতাংশই ঘটেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, বিশেষ করে সিঙ্গাপুর প্রণালিতে। অন্যদিকে গিনি উপসাগরে জলদস্যুতার মাত্র সাতটি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে, যা মোট ঘটনার ১৯ শতাংশ। ২০২১ সালের প্রথম তিন মাসে এই হার ছিল ৪৩ শতাংশ।

রয়্যাল নেভির ড্রেডনট সাবমেরিন প্রোগ্রামের জন্য ২০০ কোটি পাউন্ডের সরবরাহ চুক্তি সম্পন্ন



রয়্যাল নেভির ড্রেডনট সাবমেরিন নিউক্লিয়ার ডিটারেন্ট প্রোগ্রামকে গতিশীল করতে উদ্যোগী হয়েছে ব্রিটিশ সরকার। এ প্রকল্পে তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরুর জন্য বিএই সিস্টেমস ও রোলস-রয়েসের সঙ্গে ২০০ কোটি পাউন্ডের বেশি মূল্যমানের একটি সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

তৃতীয় পর্যায় বা ডেলিভারি ফেজকে এখন পর্যন্ত ড্রেডনট প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিবেচনা করা হচ্ছে। এ ফেজের জন্য মোট বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে প্রায় ১ হাজার কোটি পাউন্ড। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বিএই সিস্টেমস ও রোলস-রয়েসের মধ্যকার চুক্তিটি এই ফেজের প্রাথমিক বিনিয়োগ চুক্তি।

ড্রেডনট প্রকল্পের অধীনে মোট চারটি সাবমেরিন সংগ্রহ করা হবে। এর

প্রথমটি সরবরাহ করা হবে ডিপি থ্রি ফেজে। এই সাবমেরিনের নাম হবে এইচএমএস ড্রেডনট। যুক্তরাজ্যের জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষায় ড্রেডনট ক্লাসের সাবমেরিনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট মিনিস্টার জেরেমি কুইন বলেছেন, 'সাবমেরিনগুলোর নকশা করা হয়েছে যুক্তরাজ্যে। নির্মাণও করা হচ্ছে যুক্তরাজ্যে। প্রকল্পটি যুক্তরাজ্যে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান করছে। এর মাধ্যমে ড্রেডনট প্রকল্পটি আমাদের ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

ড্রেডনট-ক্লাস সাবমেরিনগুলো হবে রয়্যাল নেভির জন্য এখন পর্যন্ত নির্মিত সবচেয়ে বড় সাবমেরিন। এদিক থেকে সাবমেরিনগুলো নির্মাণ অনেক বড় এক অর্জন হতে যাচ্ছে। ড্রেডনট প্রোগ্রামটি বিএই সিস্টেমসের সাবমেরিন একাডেমি-সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ২০১৮ সালে যাত্রা করা এ একাডেমি বর্তমানে ১ হাজারের বেশি শিক্ষানবিশ ও গ্রাজুয়েটকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

► পাকিস্তান নৌবাহিনীর দ্বিতীয় টাইপ ০৫৪ এ/পি ফ্রিগেটের কমিশনিং সম্পন্ন

পাকিস্তান নৌবাহিনী সম্প্রতি তাদের টাইপ ০৫৪ এ/পি ক্লাসের দ্বিতীয় ফ্রিগেট পিএনএস তৈমুরের আনুষ্ঠানিক কমিশনিং সম্পন্ন করেছে। টানের সাংহাইয়ে হুডং-বাংহুয়া শিপইয়ার্ডে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফ্রিগেটটির কমিশনিং করা হয়।

পাকিস্তান নৌবাহিনীর জন্য মোট চারটি টাইপ ০৫৪ এ/পি ফ্রিগেট নির্মাণ করছে হুডং-বাংহুয়া। এই ক্লাসের লিড শিপ পিএনএস তুঘরিল চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি কমিশন হয়। আর দ্বিতীয় ফ্রিগেট তৈমুর প্রথম পানিতে ভাসানো হয় গত বছরের জানুয়ারিতে। ২০১৭ সালে কার্যাদেশ পাওয়ার ১৭ মাসের মধ্যে ফ্রিগেটটির নির্মাণকাজ শেষ করে চীনা শিপইয়ার্ড।

► বাল্টিকে নিঃসরণ পর্যবেক্ষণ করবে বিশেষ ড্রোন

বাল্টিক সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর সালফার নিঃসরণ পর্যবেক্ষণের জন্য উচ্চপ্রযুক্তির বিশেষায়িত এরিয়াল ড্রোন মোতায়েন করা হয়েছে। জার্মানির ফেডারেল মেরিটাইম অ্যান্ড হাইড্রোগ্রাফিক এজেন্সি ও ইউরোপিয়ান মেরিটাইম সেকিটি এজেন্সি (ইএমএসএ) যৌথভাবে এই কার্যক্রম শুরু করেছে।

তিন মাসের বেশি সময় ধরে ড্রোনগুলো বাল্টিক সাগরে টহল দেবে। বাল্টিক সি ইমিশন কন্ট্রোল এরিয়ায় জাহাজগুলো থেকে সালফার নিঃসরণের মাত্রা শূন্য দশমিক ১ শতাংশের বেশি হওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ড্রোনগুলো এই বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

► সোমালিয়ায় নতুন কাউন্টার-পাইরেসি সেন্টার চালু

সোমালি পুলিশ ফোর্স (এসপিএফ) ডিপার্টমেন্ট অব কোস্ট গার্ডের জন্য সম্প্রতি নতুন একটি কাউন্টার-পাইরেসি সেন্টার চালু করা হয়েছে। ৩০ লাখ ডলারের এই নতুন ফ্যাসিলিটি নির্মাণ করেছে জাতিসংঘ। আর এতে তহবিল সহায়তা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)।

আন্তর্জাতিক শিপিং রুটে জলদস্যুতার ঝুঁকি নিরসনে নজরদারি জোরদার করার ক্ষেত্রে এসপিএফের জন্য অপারেশনাল বেইজ হিসেবে কাজ করবে এই সেন্টার। সেন্টারটিতে রয়েছে অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সরঞ্জামে সুসজ্জিত একটি হেডকোয়ার্টারস ব্লক, একটি কারাগার, একটি ফ্লোটিং জেটি ও বোট র্যাম্প এবং এসপিএফ সদস্যদের আবাসন ব্যবস্থা।

মানবিক করিডোর সুবিধা পাবে ইউক্রেনের শস্যবাহী জাহাজগুলো



খাদ্যপণ্যবাহী যেসব জাহাজ ইউক্রেন ত্যাগ করতে চায়, তাদের জন্য 'মানবিক করিডোর'-এর সুযোগ দিতে

রাজি হয়েছে রাশিয়া। তবে এর বিনিময়ে দেশটির ওপর থেকে কিছু নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে হবে পশ্চিমাদের। রাশিয়ার উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই রুদকো স্প্রতি এ শর্তের কথা উল্লেখ করে ইউক্রেন থেকে শস্যবাহী জাহাজ চলাচলের সুযোগ প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন।

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ভুট্টা ও সূর্যমুখীর তেল রপ্তানিকারক দেশ ইউক্রেন। এছাড়া রাশিয়া ও ইউক্রেন মিলিতভাবে বিশ্বের মোট গমের চাহিদার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সরবরাহ করে। ফলে ইউক্রেন থেকে শস্য রপ্তানি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে বৈশ্বিক খাদ্য সংকট আরও প্রকট হবে। বর্তমানে দেশটির সাইলোগুলোয় ২ কোটি টনের বেশি শস্য পড়ে রয়েছে।

রাশিয়ার শর্তগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গেই নিতে হবে পশ্চিমা দেশগুলোকে। কারণ রাশিয়ার সম্মতি ছাড়া নিরাপদ করিডোর তৈরি করা সম্ভব হবে না।

এদিকে খাদ্যশস্য, জ্বালানি তেল ও তেলজাত পণ্যের অন্যতম প্রধান শিপিং রুট কৃষ্ণসাগরে ভাসমান মাইনের কারণে জাহাজ চলাচলের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মাইন অসারণের মাধ্যমে সেখানে একটি নিরাপদ প্যাসেজ তৈরি করা না গেলে সাপ্লাই চেইন বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে বলে খাতসংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন।

কৃষ্ণসাগরের বাণিজ্যপথ রাশিয়া ও ইউক্রেনের পাশাপাশি বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, জর্জিয়া ও তুরস্কের জলসীমাতেও পড়েছে। এ কারণে মাইন অপসারণে এসব দেশের সরকারকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে তুরস্ক ও রোমানিয়ার সামরিক বাহিনীর ডুবুরি দল তাদের জলসীমায় থাকা ভাসমান মাইনগুলো অপসারণ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন মার্চেন্ট মেরিনের ১০ সদস্য পুরস্কৃত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন মার্চেন্ট মেরিনের ১০ প্রবীণ সদস্যের হাতে সম্প্রতি কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল তুলে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন মার্চেন্ট মেরিনারের হয়ে দায়িত্ব পালন করা বাকি প্রায় দেড় হাজার জীবিত সদস্যের পক্ষে তারা এ মেডেল গ্রহণ করেন। এটি মার্কিন কংগ্রেস প্রদত্ত সর্বোচ্চ সম্মানসূচক পদক।

এই পদকের ঘোষণা হয়েছিল ২০২০ সালে। কিন্তু করোনা মহামারিকালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিধিনিষেধের ফলে সে সময় পদক হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে মার্কিন ক্যাপিটলে ১০ প্রবীণ সদস্যের হাতে পদক তুলে দেওয়ার মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্চেন্ট মেরিনারের অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হলো। ২ লাখ ৪৩ হাজার মেরিনার্স সেই যুদ্ধে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, প্রাণ হারিয়েছিলেন ৯,৫২১ জন।

ইউক্রেনে আটকা পড়া নাবিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আইএলওর

ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর ইউক্রেনে সহস্রাধিক নাবিক আটকা পড়ে। তাদের বেশির ভাগকে নিরাপদে ইউক্রেন থেকে সরিয়ে নেওয়া হলেও একটি অংশ এখনো সেখানে আটকা রয়েছে। তাদের এবং হিসাবের বাইরে থেকে যাওয়া নাবিকদের নিরাপত্তা নিয়ে যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। সম্প্রতি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও খাতসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর কর্মকর্তারা।

রাশিয়ার অভিযান শুরুর পরপরই উভয়পক্ষের গোলাবর্ষণের মধ্যে ইউক্রেনে আটকে যায় বেশ কয়েকটি বিদেশি কার্গো জাহাজ। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে অন্তত ২০টি দেশের প্রায় ১ হাজার নাবিককে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। অবশ্য এই হিসাবের বাইরে রয়ে গেছে আরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাবিক, যাদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ জানিয়েছে আইএলওসহ অন্যান্য সংগঠন।

পশ্চিম ফিলিপাইন সাগরে চারটি দ্বীপকে সংরক্ষিত ঘোষণা



পশ্চিম ফিলিপাইন সাগরের চারটি দ্বীপকে সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছে ফিলিপাইন। সম্প্রতি ফিলিপাইন কোস্ট গার্ড (পিসিজি) দ্বীপগুলোয় দেশটির পতাকাবাহী পাঁচটি নেভিগেশনাল বয়া স্থাপন করেছে।

এই পাঁচটি বয়ার প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৩০-ফুট। কোস্ট গার্ডের কমান্ড্যান্ট এডমিরাল আর্তেমিও আবু জানান, লাওয়াক আইল্যান্ড, লিকাস আইল্যান্ড, প্যারোলা আইল্যান্ড ও পাগ-আসা আইল্যান্ডে গত ১২-১৪ মে পাঁচটি জাহাজ কোস্টাল স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রতীক বয়াগুলো স্থাপন করে।

এডমিরাল আবু বলেন, এ বয়াগুলো নির্দেশ করে যে, অঞ্চলটির জলসীমা

বিশেষ সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হবে। এর অর্থ হলো সেখানে কোনো প্রকার খনিজ সম্পদ আহরণ ও জ্বালানি তেল অনুসন্ধানের কার্যক্রম চালানো যাবে না। মূলত অঞ্চলটির সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদকে সুরক্ষিত রাখতেই এ উদ্যোগ নিয়েছে কোস্ট গার্ড।

বয়া স্থাপন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য ১৪ মে পাগ-আসা আইল্যান্ড পরিদর্শনে যান এডমিরাল আর্তেমিও আবু। এ সময় তিনি বেশ কয়েকটি ভিয়েতনামি ও চীনা ফিশিং বোট এবং চীনা কোস্ট গার্ডের জাহাজকে সংরক্ষিত অঞ্চলের দৃষ্টিসীমার মধ্যে অবস্থান করতে দেখেন। কোস্ট গার্ড কমান্ড্যান্ট বলেন, ফিলিপাইনের অন্যান্য এক্ষেত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলের (ইইজেড) আরও কিছু অংশে নেভিগেশনাল বয়া স্থাপন করবেন তারা।

এখন পর্যন্ত পিসিজি স্পেন থেকে মোট দশটি ফ্লোটিং মার্কার বয়া কিনেছে। এর মধ্যে পাঁচটি বয়া স্থাপন করা হলো। বয়াগুলোয় আধুনিক নেভিগেশন লাইট, বিশেষায়িত ম্যুরিং সিস্টেম, স্যাটেলাইট নির্ভর রিমোট মনিটরিং সিস্টেম ইত্যাদি নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে।

স্বয়ংক্রিয় পেট্রোল ক্রাফট কর্মসূচিতে যুক্তরাজ্য ও তুরস্কের বড় অগ্রগতি



ফোর্স প্রটেকশন, হারবার পেট্রোল আইএসআর, মাইন অপসারণ ইত্যাদি বিপজ্জনক প্রতিরক্ষা কার্যক্রমে ছোট স্বয়ংচালিত পেট্রোল বোটের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি তুরস্ক ও যুক্তরাজ্যের হারবার ও উপকূলীয় সম্পদের সুরক্ষায় আনম্যানড পেট্রোল ক্রাফটের ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি দেখা গেছে।

তুরস্কে এআরইএস শিপইয়ার্ড ও মেতেকসান ডিফেন্স তাদের উলাক আনম্যানড ভেসেলে পয়েন্ট ফাইভ জিরো ক্যালিবারের ইন্টিগ্রেটেড রিমোট-কন্ট্রোলড উইপন সিস্টেমের পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। উলাকের প্রথম সংস্করণে ছিল একটি অ্যান্টি-ট্যাংক মিসাইল, যেটি নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। এর সঙ্গে নতুন সংস্করণে নতুন উইপন সিস্টেম

যুক্ত করা হয়েছে, যেন এটি নৌঘাঁটি, সমুদ্রবন্দর ও সংবেদনশীল স্থাপনাগুলোর সুরক্ষায় টহল ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বগুলো কার্যকরভাবে পালন করতে পারে। উলাকের রেঞ্জ ২১৫ নটিক্যাল মাইল। এর সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৮ নটিক্যাল মাইল। সম্পূর্ণ অটোনোমি প্যাকেজ ও এনক্রিপটেড সিকিউর কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে এতে।

এদিকে যুক্তরাজ্যে সম্প্রতি রয়্যাল নেভি ও ডিফেন্স সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ল্যাবরেটরি (ডিএসটিএল) যৌথভাবে একটি স্বয়ংচালিত পেট্রোল বোটের প্রোটোটাইপের পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। এই পেট্রোল বোট পানির নিচে ও ওপরের যেকোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত ও ধ্বংস করতে পারে। পোটল্যান্ড হারবারে দুই সপ্তাহ ধরে এই প্রোটোটাইপের পরীক্ষা চালানো হয়। ট্রায়ালে হারবারের সুরক্ষায় এন্ড-টু-এন্ড অটোনোমি সর্বোচ্চ সামর্থ্যের প্রদর্শন দেখিয়েছে পেট্রোল বোটটি। কোনো ধরনের প্রাণঘাতী হামলা ছাড়া সন্দেহভাজন কোনো ক্রাফটের গতি কীভাবে রোধ করা যায়, সেই পরীক্ষাতেও সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে বোটটি।

জেএমএসডিএফের ফার্স্ট-ইন-ক্লাস ফ্রিগেট মোগামির কমিশনিং সম্পন্ন

জাপান মেরিটাইম সেলফ-ডিফেন্স ফোর্স (জেএমএসডিএফ) সম্প্রতি তাদের মোগামি-ক্লাসের ফার্স্ট-ইন-ক্লাস ফ্রিগেটের কমিশনিং সম্পন্ন করেছে। মিৎসুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজের নাগাসাকি শিপইয়ার্ডে সম্প্রতি মোগামির হস্তান্তর ও পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

জাপানের ইয়ামাগাতা প্রিফেকচারের মোগামি নদীর নামানুসারে ফ্রিগেটটির নামকরণ করা হয়েছে। এটি মোগামি-ক্লাসের প্রথম ফ্রিগেট হলেও কমিশনিংয়ের দিক থেকে এটি প্রথম নয়। বরং এই ক্লাসের দ্বিতীয় ফ্রিগেট কুমানো চলতি বছরের মার্চে কমিশন্ড হয়। মোগামির কমিশনিংয়ে বিলম্ব হওয়ার প্রধান কারণ মিৎসুই ইন্ডাস্ট্রিস মূল ঠিকাদার কোম্পানি মিৎসুবিশির কাছ থেকে সাবকন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে এটি নির্মাণ করা। গত বছরের জুনে মোগামি-ক্লাসের তৃতীয় ও ডিসেম্বরে চতুর্থ ফ্রিগেটের লক্ষিং সম্পন্ন করা হয়। মোট ২২টি ফ্রিগেট বাহিনীটির বহরে যুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে।

► মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম নৌ-মহড়া আইএমএক্স ২০২২ অনুষ্ঠিত

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম এক্সারসাইজ (আইএমএক্স) ২০২২ সম্প্রতি বাহরাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম ফ্রিগেটের হেডকোয়ার্টারে অনুষ্ঠিত এই মহড়া একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় নৌ-মহড়া ও বিশ্বের সবচেয়ে বড় আনম্যানড মেরিটাইম এক্সারসাইজ।

৬০টির বেশি অংশীদার দেশ এবং আরব সাগর, লোহিত সাগর, ওমান উপসাগর ও ভারত মহাসাগরে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে কার্যক্রম পরিচালনাকারী আন্তর্জাতিক সংস্থার ৯ হাজার কর্মী ও প্রায় ৫০টি জাহাজ এই অনুশীলনে অংশ নিয়েছে। এছাড়া ১০টি দেশের ৮০টির বেশি আনম্যানড ভেহিকল এতে অংশ নিয়েছে।

► আর্কটিকে বৃহৎ নৌ-মহড়ায় অংশগ্রহণ রয়্যাল নেভির

স্বায়ত্বশ্রদ্ধের পর থেকে এখন পর্যন্ত আর্কটিক অঞ্চলে সবচেয়ে বড় নৌ-মহড়ায় অংশগ্রহণ করেছে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি। ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে সমুদ্র নিরাপত্তা বজায় রাখার কাজে সহযোগিতার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রয়্যাল নেভি, তার ডেমোনস্ট্রেশনের জন্যই মূলত এই মহড়ায় অংশগ্রহণ যুক্তরাজ্যের। দেশটির তিন হাজারের বেশি নাবিক ও রয়্যাল মেরিন সদস্য এ মহড়ায় অংশ নেন।

‘কোল্ড রেসপন্স ২০২২’ শীর্ষক মহড়ায় ন্যাটোর ২৪টির বেশি সদস্য ও মিত্র দেশের ২৭ হাজারের বেশি নৌসেনা, যুদ্ধজাহাজ, সমরাস্ত্র ও এয়ারক্রাফট অংশ নেয়। এতে নেভাল ফ্রিগেটের নেতৃত্ব দেয় যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ এইচএমএস প্রিন্স অব ওয়েলস।

► নিজেদের সপ্তম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে আনসিনল্যাবস

সাগরে চলাচলকারী জাহাজগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে নতুন একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে আনসিনল্যাবস। গত ২ মে রকেট ল্যাব লঞ্চারের সঙ্গে বিআরও-৬ মেরিটাইম সার্ভিল্যান্স স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করা হয়। ২০১৯ সালের পর এ নিয়ে মোট সাতটি স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো আনসিনল্যাবস। চলতি বছর আরও একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের কথা রয়েছে তাদের।

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংগৃহীত মেরিটাইম ট্রাফিক ডেটা গ্রাহকদের কাছে সরবরাহ করে আনসিনল্যাবস। এছাড়া তারা রেডিওফ্রিকোয়েন্সি ডেটা বিশ্লেষণ করে জাতীয় নিরাপত্তা কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও সরবরাহ করে।

‘লাইটনিং ক্যারিয়ার’ কনসেপ্ট বাস্তবায়নের পথে বড় অগ্রগতি

মার্কিন নৌবাহিনী ও ইউএস মেরিন কোর সম্প্রতি যৌথভাবে আমেরিকা-ক্লাস অ্যাফ্রিবিয়াস অ্যাসল্ট ক্যারিয়ার ইউএসএস ত্রিপোলি থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ২০টি ‘এফ-৩৫বি লাইটনিং টু’ জেট পরিচালনা করে তাদের সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। এর মাধ্যমে মেরিন কোরের ‘লাইটনিং ক্যারিয়ার’ কনসেপ্ট বাস্তবায়নের পথে বড় অগ্রগতি অর্জন করল। এই প্রথম কোনো অ্যাফ্রিবিয়াস অ্যাসল্ট শিপ থেকে লাইটনিং জেট পরিচালিত হলো।

এ পরীক্ষায় মেরিন এয়ারক্রাফট গ্রুপ থার্টিনের (এমএজি) ১৬টি ও মেরিন অপারেশনাল টেস্ট অ্যান্ড ইভালুয়েশন স্কোয়াড্রন ওয়ানের চারটি লাইটনিং জেট অংশ নেয়। এই অনুশীলনে এটা প্রমাণ হয়, প্রয়োজন হলে অ্যাফ্রিবিয়াস অ্যাসল্ট শিপগুলোকে ফিঙ্কড-উইং স্ট্রাইক প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও ব্যবহার করা সম্ভব।

প্রতিরক্ষা খাতের আধুনিকায়নে ৭৬ হাজার কোটি রুপি বরাদ্দের অনুমোদন ভারতের

ভারতের ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল (ডিএসি) সম্প্রতি সামরিক আধুনিকায়ন প্রকল্পে বড় অংকের অর্থ বরাদ্দের প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘আত্মনির্ভর ভারত’ কর্মসূচিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সভাপতিত্বে কাউন্সিলের সর্বশেষ বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়।

‘বাই (ইন্ডিয়ান)’, ‘বাই অ্যান্ড মেক (ইন্ডিয়ান)’ এবং ‘বাই (ইন্ডিয়ান-আইডিডিএম)’ নামের তিনটি ক্যাটাগরিতে মোট ৭৬ হাজার ৩৯০ কোটি রুপি বরাদ্দের অনুমোদন দিয়েছে ডিএসি। এই বরাদ্দ ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পকে যেমন আরও শক্তিশালী করবে, তেমনই এই খাতে বিদেশি সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়বাবদ ব্যয়ও কমাবে।

বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানিকারক দেশ ভারত। দেশীয় উৎস থেকে সরঞ্জাম সংগ্রহের এ উদ্যোগ ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে

বড় অবদান রাখবে বলে কর্মকর্তারা আশা করছেন।

সভায় ‘বাই (ইন্ডিয়ান) ক্যাটাগরির অধীনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য অ্যান্টি-ট্যাংক গাইডেড মিসাইল, উইপন লোকেটিং রাডারসহ বিভিন্ন যানবাহন ও সরঞ্জাম এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য নতুন প্রজন্মের করভেট ক্রয়ের লক্ষ্যে বড় অংকের অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেশীয় উৎস থেকে সংগ্রহ এবং নিজস্ব নকশা ও উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছে ডিএসি। এছাড়া ভারতীয় কোস্ট গার্ডের আধুনিকায়নে ‘ডিজিটাল কোস্ট গার্ড’ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে ডিএসি। কেন্দ্রীয় সরকার দেশটির প্রতিরক্ষা খাতে ডিজিটাল রূপান্তরের যে লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সংগতি রেখেই এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে সমগ্র ভারতজুড়ে কোস্ট গার্ডের লজিস্টিকস, অর্থায়ন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমকে একটি নিরাপদ নেটওয়ার্কে আনা সম্ভব হবে।



সমুদ্র মহড়া ০২/২০২২ উপলক্ষ্যে জাহাজে হেলিকপ্টার ডেক ল্যান্ডিং অনুশীলন

বাংলাদেশ ও ভারতীয় নৌবাহিনীর যৌথ টহল ‘করপ্যাট’ ও দ্বিপক্ষীয় মহড়া ‘বঙ্গোসাগর’

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ ও ভারতীয় সমুদ্রসীমার নির্ধারিত এলাকায় দুই দেশের নৌবাহিনী জাহাজের অংশগ্রহণে চতুর্থবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে যৌথ টহল ‘করপ্যাট’ ও দ্বিপক্ষীয় মহড়া ‘বঙ্গোসাগর’। কমান্ডার ফ্লোটিলা ওয়েস্টের তত্ত্বাবধানে এ যৌথ টহল ও মহড়া ২২ মে থেকে ২৭ মে পরিচালিত হয়। টহল ও মহড়ায় অংশ নিয়েছে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস কোরা এবং আইএনএস সুমেধা ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বানৌজা আলী হায়দার এবং বানৌজা আবু উবাইদাহ। যৌথ টহল শেষে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ দুটি ২৪ মে মোংলা বন্দর জেটিতে এসে পৌঁছায়। এ সময় জাহাজ দুটিকে

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সুসজ্জিত বাদক দল ঐতিহ্যবাহী রীতিতে ব্যান্ড পরিবেশন করে অভিবাদন জানায়। কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চলের পক্ষ থেকে বানৌজা মোংলা ঘাঁটির অধিনায়ক জাহাজ দুটিকে অভ্যর্থনা জানান। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনের প্রতিনিধিসহ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কমান্ডার প্রদীপ কুমারের নেতৃত্বে ১৪ জন কর্মকর্তা ও ১২১ জন নাবিক নিয়ে আইএনএস

কোরা এবং কমান্ডার সুমিত মালিকের নেতৃত্বে ১২ জন কর্মকর্তা ও ১১০ জন নাবিক নিয়ে আইএনএস সুমেধা টহল ও মহড়ায় অংশ নেয়। বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক আরও জোরদারের লক্ষ্যে ২০১৮ সাল থেকে এই যৌথ টহল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দুই দেশের নির্ধারিত সমুদ্র এলাকায় অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ, চোরাচালান, মানব পাচার, জলদস্যুতা এবং মাদক পাচারসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিরসনের লক্ষ্যে যৌথ টহল ও মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে দুই দেশের নিজ নিজ জলসীমায় সমুদ্র বিষয়ক অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য আদান-প্রদান, তথ্যাদির সঠিক ব্যবস্থাপনা, সমুদ্রপথে অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনাকারী জাহাজসমূহ চিহ্নিতকরণ ও বিভিন্ন অপরাধ নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি আঞ্চলিক সমুদ্র নিরাপত্তা, সমুদ্র নিরাপত্তার ঝুঁকি মোকাবিলা ও সমুদ্র অর্থনীতির উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে আশা করা হচ্ছে। শুভেচ্ছা সফরের অংশ হিসেবে ভারতীয় জাহাজ দুটির কর্মকর্তা ও নৌসদস্যবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎসহ বাংলাদেশ নৌবাহিনী আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

সফর শেষে জাহাজ দুটি ২৭ মে ভারতে ফিরে যায়।

বিশেষ সমুদ্র মহড়া

সমুদ্র মহড়া এসইপি ০২/২০২২ গত ২৭ থেকে ২৯ জুন বঙ্গোপসাগরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহড়ায় বানৌজা সমুদ্র অভিযান, প্রত্যয়, আবু বক্কর, স্বাধীনতা, প্রত্যাশা, শাপলা, দুর্জয়, অদম্য, অপরাহাজ, সুরমা, দুর্দণ্ড, দোদণ্ড এবং দুর্ধর্ষ অংশগ্রহণ করে। কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল মীর এরশাদ আলী, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি মহড়ার সকল কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। এর আগে কমান্ডার বিএন ফ্লিট বানৌজা সমুদ্র অভিযানে আরোহণ করলে জাহাজের অধিনায়ক তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং জাহাজের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন। মহড়ায় নৌবাহিনী জাহাজসমূহ সমুদ্রে রিপ্ল্যানিশমেন্ট এক্সারসাইজ (রাস) পরিচালনা করে, যার মাধ্যমে যুদ্ধকালীন এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে চলমান অবস্থায় রসদসামগ্রী ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম কীভাবে স্থানান্তর করতে হয় তার বাস্তবিক জ্ঞান অর্জন করে। মহড়ায় অ্যান্টি এয়ার র‍্যাপিড ওপেন ফায়ার এক্সারসাইজের (এএআরওএফ) মাধ্যমে রাতে জাহাজের নাবিকদের ফায়ারিং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রোন উড়িয়ে এবং রকেট ফ্লোর নিক্ষেপ করে টার্গেটের মাধ্যমে ফায়ারিং পরিচালনা করা হয়। এছাড়া মহড়ায় বটম সার্চ, টেকট্রিক্যাল ফ্রি প্লে ও ম্যানুভারিং এক্সারসাইজ (ম্যানাভেঞ্জ) মহড়া সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়।

খুলনা নৌঅঞ্চলে লজিস্টিক্স সেমিনার

বানৌজা তিতুমীর ঘাঁটির ফেয়ারওয়ে মাল্টিপারপাস হলে ১০ ও ১১ এপ্রিল ‘লজিস্টিক্স সেমিনার-২০২২’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। সেমিনারে বক্তারা প্রতিকূল পরিবেশে অপারেশনাল লজিস্টিক্স পরিচালনা, একজন গ্রাহকের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর লজিস্টিক্স ধারণা, এক্সারসাইজ সেফগার্ডের



বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৬৮তম জুনিয়র স্টাফ কোর্সে প্রথম স্থান অর্জনকারী কর্মকর্তাকে ট্রফি প্রদান করেন কমান্ড্যান্ট বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি

অভিজ্ঞতার আলোকে অপারেশনাল লজিস্টিক্স চ্যালেঞ্জ, জাতীয় লজিস্টিক্স নেটওয়ার্ক চেইনের সাথে নৌবাহিনী সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ও এর বিকল্প উৎস ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেন। খুলনা নৌঅঞ্চলের সকল কর্মকর্তা সশরীরে ও ঢাকা এবং চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের কর্মকর্তাগণ ভার্চুয়ালি সেমিনারে অংশ নেন।

জেএসসি কোর্সের সনদ বিতরণ

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ৬৮তম জুনিয়র স্টাফ কোর্সের (জেএসসি) সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠান ৩০ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে কমান্ড্যান্ট বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্স সম্পন্নকারী কর্মকর্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। এ সময় প্রধান অতিথি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। কোর্সটি ১৭ এপ্রিল শুরু হয়।

লং ইলেকট্রিক্যাল কোর্সের উদ্বোধন

৩ এপ্রিল বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির লেকচার হলে ১৭তম লং ইলেকট্রিক্যাল কোর্সের (এলইসি) উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঘাঁটির ট্রেনিং কমান্ডার উপস্থিত ছিলেন। কোর্সে ইলেকট্রিক্যাল শাখার ১০ জন লে. কমান্ডার পদবির কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ট্রেনিং কমান্ডার কোর্সে অংশগ্রহণকারী সকল

কর্মকর্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে কোর্স সম্পন্ন করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

বিমান সেনা প্রশিক্ষণার্থীদের বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি পরিদর্শন

২৪ মে বিমান সেনা প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে ১ জন কর্মকর্তা, ৪ জন প্রশিক্ষক, ৭৪ জন প্রশিক্ষণার্থী এবং ৬ জন স্টাফসহ ৮৫ জন সদস্যের একটি দল বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি পরিদর্শন করে। এ সময় সফরকারী দলকে ঘাঁটির পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয়। পরে প্রশিক্ষণার্থীরা ঘাঁটির ট্রেনিং এরিয়া, ওয়ার্কশপ, বোটপুল ও পিকনিক স্পট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষণার্থীদের সরেজমিনে ট্রেনিং কার্যক্রমের উপর ব্রিফিং প্রদান করা হয়।

পিওডিঅ্যান্ডএল 'কিউ' কোর্সের সনদ বিতরণ

বানোজা ঈসা খান ট্রেনিং কমপ্লেক্সে পিওডিঅ্যান্ডএল 'কিউ' বি/২০২২ কোর্স সমাপনী অনুষ্ঠান ২৬ মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ট্রেনিং কমান্ডার এ এইচ এম মাহবুবুর রহমান, (এন), পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। পরে তিনি কোর্স সম্পন্নকারীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

বিএনএ ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত অফিসার ক্যাডেট, মিডশিপম্যান ও ডাইরেস্ট এন্ট্রি অফিসারদের অংশগ্রহণে ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩ মে। প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতা প্রশিক্ষণার্থীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহসিকতার সাথে এগিয়ে চলা এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে লড়ে যাওয়ার ভিত্তি তৈরি করে। ট্রেনিং কমান্ডারসহ ঘাঁটির অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি পরিদর্শনকালে বিমান সেনা প্রশিক্ষণার্থীদের ট্রেনিং কার্যক্রমের উপর ব্রিফিং প্রদান



উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করেন।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ম্যাস পিটি অনুষ্ঠিত

১৮ মে নৌবাহিনীর সকল ঘাঁটির মতো বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতেও ম্যাস পিটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে একাডেমির সকল কর্মকর্তা এবং নাবিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ম্যাস পিটি নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের শারীরিক, মানসিক এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্যাসিভ ডিফেন্স এক্সারসাইজ

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্যাসিভ ডিফেন্স এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির সকল কর্মকর্তা এবং নাবিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এই এক্সারসাইজে শত্রু পক্ষের আক্রমণ থেকে ঘাঁটির নিরাপত্তা বজায় রাখার কৌশল অনুশীলন করা হয়।

এমইএসসি প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ

৯ জুন বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির লেকচার হলে ১৭তম মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেশালাইজেশন কোর্সের (এমইএসসি) সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে। সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (ম্যাটেরিয়াল) রিয়ার এডমিরাল মো. শফিউল আজম, এনডিসি, এনইউপি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সে অংশগ্রহণকারী



বানৌজা তিতুমীরে নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের অ্যাসল্ট ট্রেনিং গ্রাউন্ডে আন্তঃবিভাগ অ্যাসল্ট এবং সিম্যানশিপ প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা

প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। একই দিন তিনি ১৭তম এলইসি কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

ওয়াটারম্যানশিপ কোর্স

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম খাঁটির তত্ত্বাবধানে ২০ থেকে ২৯ জুন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অফিসারদের ৬৯তম ওয়াটারম্যানশিপ কোর্স পরিচালিত হয়েছে। ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী, ২ জন প্রশিক্ষক কর্মকর্তা, ১ জন এয়ারম্যান, ১ জন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ১ জন অসামরিক কর্মচারীসহ ৩০ সদস্যের একটি দল কোর্সে অংশ নিতে খাঁটিতে আসেন। প্রশিক্ষণার্থীরা সার্ভাইভাল, হেলিকপ্টার রেসকিউসহ (উইকিং অপারেশন) ওয়াটারবর্ন প্রশিক্ষণ সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

বেসিক এয়ার অবজার্ভার কোর্সের সনদ বিতরণ

২৬ মে নেভাল এভিয়েশন হ্যাঙ্গারে চতুর্থ বেসিক এয়ার অবজার্ভার কোর্সের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় কমডোর নেভাল এভিয়েশন কমডোর এম জিয়াউল হক, (ট্যাজ), ওএসপি, এনডিসি, এমফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্স সম্পন্নকারী কর্মকর্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে অধিনায়কবৃন্দ, সকল কর্মকর্তা এবং মনোনীত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেটালশার্ক বোটের উপর প্রশিক্ষণ

২৬ এপ্রিল থেকে ৭ মে নেভাল কমান্ডো গ্রুপের এসবিএস স্কোয়াড্রন, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে দুই সপ্তাহব্যাপী মেটালশার্ক বোটের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মেটালশার্ক কোম্পানির ডেলিভারি টিম প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

এনসিএস সিল কোর্সের প্রশিক্ষণ

৮ মে স্পেশাল ওয়ারফেয়ার স্কুলে ৭ম নেভাল কমান্ডো স্পেশালিস্ট (এনসিএস) সিল কোর্সের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে কমব্যাট

ফিজিক্যাল ফিটনেস, ডাইভিংসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার (২০২১-২২) ও সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠান ২৬ জুন নেভাল এভিয়েশন এমপিএ হ্যাঙ্গারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে কমডোর নেভাল এভিয়েশন কমডোর মাসুদ ইকবাল, (সি), এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন। এ ছাড়া ২৭ জুন বিএন ডকইয়ার্ডে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নেভাল এভিয়েশন হ্যাঙ্গারে চতুর্থ বেসিক এয়ার অবজার্ভার কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ



নৌস্কাউটস পারদর্শিতা ব্যাজ কোর্স

১৭৫তম নৌস্কাউটস পারদর্শিতা ব্যাজ কোর্স-২০২২ এর সমাপনী অনুষ্ঠান বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনার শহীদ মোয়াজ্জম অডিটোরিয়ামে ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে অধিনায়ক বানৌজা তিতুমীর ক্যাপ্টেন মির্জা মোহাম্মদ মেহেদী হাসান, (ট্যাজ), পিসিজিএমএস, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় খুলনা জেলা নৌস্কাউটসের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আন্তঃবিভাগ অ্যাসল্ট ও সিম্যানশিপ প্রতিযোগিতা

বানৌজা তিতুমীরে ২১ মে নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের অ্যাসল্ট ট্রেনিং গ্রাউন্ডে আন্তঃবিভাগ অ্যাসল্ট এবং সিম্যানশিপ প্রতিযোগিতার (এ/২০২২) সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। এ সময় মনোনীত কর্মকর্তাগণ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রশিক্ষকগণ এবং নবীন নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টারডেক ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

জাতিসংঘ মিশনে



লেবাননের বৈরুতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ 'বানৌজা সংগ্রাম' এ মেডেল প্যারেড অনুষ্ঠানে নৌসদস্যদের মাঝে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক ও মেরিটাইম টাস্কফোর্স (এমটিএফ) কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল আন্দ্রেস মুগে

ইউনিফিল, লেবানন

নৌবাহিনীর ১১০ সদস্যের শান্তিরক্ষা মেডেল অর্জন

লেবাননের বৈরুতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ বানৌজা সংগ্রামের ১১০ জন সদস্য শান্তিরক্ষা মেডেল অর্জন করেছেন। ইউনাইটেড নেশন্স ইন্টেরিম ফোর্স ইন লেবাননের (ইউনিফিল) মেরিটাইম টাস্কফোর্স (এমটিএফ) কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল আন্দ্রেস মুগে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নৌবাহিনীর ১১০ জন কর্মকর্তা ও নাবিকদের এই মেডেল পরিবেশ দেন। এ সময় নৌবাহিনী সদর দপ্তর থেকে সফরকারী প্রতিনিধি দলের প্রধান সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক, লেবানন নৌবাহিনীর উপপ্রধান ক্যাপ্টেন আসাদ আব্দুল্লাহ, লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আল মুস্তাহিদুর রহমান ও মিশন সাপোর্টের পরিচালক মিস মেলভা ক্রসসহ উপস্থিত ছিলেন। মেডেল প্যারেড অনুষ্ঠানে এমটিএফ কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল আন্দ্রেস মুগে

শান্তিরক্ষা মিশন লেবাননে নিয়োজিত সকল নৌবাহিনীর সদস্যকে সফলভাবে মিশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। একই সাথে তিনি সকল নৌসদস্যদের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি কার্যক্রমে সার্থক এবং নিবেদিতভাবে অবদান রাখার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাফল্যের ধারাবাহিকতার জন্য তিনি নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে আসছে। ভূমধ্যসাগরে মাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে নিয়োজিত বানৌজা সংগ্রাম লেবাননের ভূখণ্ডে অবৈধ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে দক্ষতার সাথে কাজ করে চলেছে। পাশাপাশি লেবানি জলসীমায় মেরিটাইম ইন্টারডিকশন অপারেশন পরিচালনা, সন্দেহজনক জাহাজ ও এয়ারক্রাফটের উপর নজরদারি, দুর্ধটনাকবলিত জাহাজে

উদ্ধার তৎপরতা এবং লেবানি নৌবাহিনী সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ করে যাচ্ছে। লেবাননে মোতায়েনের পর থেকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নৌসদস্যরা অত্যন্ত আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে চলেছে। নৌবাহিনীর এই গর্বিত অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস উদ্‌যাপন

২৯ মে যথাযথ মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস-২০২২' পালিত হয়েছে। দিবসটিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশি সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সাথে ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে লেবাননের বৈরুত বন্দরে অবস্থানরত বানৌজা সংগ্রামের অধিনায়কসহ সকল নৌসদস্যগণ জাহাজের ফ্লাইট ডেকে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাহাজের কর্মকর্তা ও নৌসদস্যদের পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেন।

একই কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যানএফএমইউ জুবা ও মালাকালেও দিবসটি পালন করা হয়।

এক্সারসাইজ পিকার্ড এ অংশ নিয়েছে বানৌজা সংগ্রাম

ইউনিফিল ও এমটিএফ-এ নিয়োজিত জার্মান, গ্রিস, তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়ার জাহাজের সাথে বানৌজা সংগ্রাম এক্সারসাইজ পিকার্ড এ অংশ নিয়েছে। ৮ মে অনুষ্ঠিত এক্সারসাইজে মেইল ব্যাগ ট্রান্সফার (র‍্যাস), ম্যানুভারিং, ফ্লাগহোয়েস্ট ড্রিল, ফ্লাশিং এক্সারসাইজসহ বিভিন্ন সিম্যানশিপ মহড়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মহড়ায় তুরস্কের নৌবাহিনী জাহাজ এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজের মধ্যে মেইল ব্যাগ ট্রান্সফার (র‍্যাস) অনুষ্ঠিত হয়।

বানৌজা সংগ্রামের টোয়িং এক্সারসাইজ

ইউনিফিল ও এমটিএফে নিয়োজিত তুরস্ক নৌবাহিনীর জাহাজ টিসিজি ইয়াভুজের সাথে বানৌজা সংগ্রাম ২৭ মে টোয়িং এক্সারসাইজে অংশগ্রহণ করে। মহড়াটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় বহির্বিষয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পেশাদারিত্বের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

মেরিটাইম টাস্কফোর্স কমান্ডারের বানৌজা সংগ্রাম পরিদর্শন

মেরিটাইম টাস্কফোর্স কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল আন্দ্রেয়াস মার্কাস মুগে ১৮ জুন বানৌজা সংগ্রাম পরিদর্শন



জাহাজের সকল যন্ত্রের সক্ষমতা যাচাইয়ে ইউনিফিল হেডকোয়ার্টার এর পরিদর্শনকারী দল বানৌজা সংগ্রাম পরিদর্শন করে

করেছেন। পরিদর্শনের শুরুতে জাহাজের অধিনায়ক মেরিটাইম টাস্কফোর্স কমান্ডারকে স্বাগত জানান এবং গার্ড অব অনার প্রদান করেন। পরে তাকে জাহাজের অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের উপর ব্রিফিং করা হয়। ব্রিফিং শেষে টাস্কফোর্স কমান্ডার জাহাজের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন এবং বানৌজা সংগ্রাম থেকে অন্যান্য জাহাজের বিভিন্ন এক্সারসাইজ ও অপারেশন পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় তিনি জাহাজে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও নাবিকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ও সকলের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য দেন। জাহাজে কর্মরত নাবিকদের পেশাদারিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন টাস্কফোর্স কমান্ডার।

বানৌজা সংগ্রামের সিওই পরিদর্শন

বানৌজা সংগ্রামের সিওই (কন্টিনজেন্ট অন ইকুইপমেন্ট) পরিদর্শন ২৯ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন এমওইউ (মোমোরেশম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং) এবং এলওএ (লোটার অব অ্যাসিস্ট্যান্স) অনুযায়ী জাহাজের সকল যন্ত্রের সক্ষমতা যাচাইয়ে ইউনিফিল হেডকোয়ার্টার থেকে আসা সিওই পরিদর্শনকারী দল জাহাজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকারী দল জাহাজের সকল যন্ত্রাংশ সচল থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বানৌজা সংগ্রামে আন্তঃবিভাগ ভলিবল প্রতিযোগিতা

নৌসদস্যদের শারীরিক সক্ষমতা ও মনোবল বৃদ্ধিতে ১২ জুলাই লেবাননে শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বানৌজা সংগ্রাম জাহাজের ব্যবস্থাপনায় শরীরচর্চা

ও আন্তঃবিভাগ ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় জাহাজের নাবিকরা তিনটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে অংশ নেন। প্রতিযোগিতা চলাকালে কন্টিনজেন্ট কমান্ডার, অন্যান্য কর্মকর্তা ও নাবিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

জুবা ও মালাকাল, দক্ষিণ সুদান

ব্যানএফএমইউ জুবা ও মালাকালে ইফতার মাহফিল

ব্যানএফএমইউ জুবায় নবনির্মিত সেইলরস্ টুকুলে ২৪ এপ্রিল ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাহফিলে কর্তব্যরত ব্যক্তি ব্যতীত সকল কর্মকর্তা এবং নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ

সময় দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। একই কর্মসূচি ব্যানএফএমইউ মালাকালে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আনমিস অ্যাক্টিং ফোর্স কমান্ডারের মালাকাল পরিদর্শন

আনমিস অ্যাক্টিং ফোর্স কমান্ডার মেজর জেনারেল মো. মাইন উল্লাহ চৌধুরী, ওএসপি, এসইউপি, এডব্লিউসি, পিএসসির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ২৭ এপ্রিল সেক্টর নর্থ মালাকাল কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন করে। কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ও অধিনায়ক প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানান। এ সময় একটি চৌকস দল ফোর্স কমান্ডারকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। পরে প্রতিনিধি দল কন্টিনজেন্টের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে। প্রতিনিধি দলকে কন্টিনজেন্টের অপারেশনাল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়। এ সময় ফোর্স কমান্ডার সকল ধরনের অপারেশন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য ব্যানএফএমইউ মালাকালের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ভারতের রাষ্ট্রদূতের মালাকাল পরিদর্শন

ভারতের রাষ্ট্রদূত বিষ্ণু কুমার শর্মা ২৫ এপ্রিল ব্যানএফএমইউ মালাকাল সফর করেন। এ সময় কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ও অধিনায়ক রিভারভিউ পয়েন্টে তাকে স্বাগত জানান। পরে তিনি ব্যানএফএমইউ এলপিসি যোগে হোয়াইট নেইল নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করেন। এ সময় রাষ্ট্রদূত

ব্যানএফএমইউ মালাকালের প্রস্তুতি ও আপ্যায়নের প্রশংসা করেন।

অপারেশন লাইফলাইন

অপারেশন লাইফলাইন-৫৩ (লেগ-১) এর কনভয় ২ জুন মাসালা বন্দর থেকে যাত্রা করে ১১ জুন ব্যানএফএমইউ মালাকাল ঘাঁটির আনমিস ল্যান্ডিং স্টেশন এসে পৌঁছায়। অপারেশন লাইফলাইনের প্রতিটি লেগে ব্যানএফএমইউ ইউএনের রসদ এবং জ্বালানি সরবরাহকারী বার্জ কনভয়গুলোকে ৯৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীপথে সার্বক্ষণিক ফোর্স প্রটেকশন প্রদান করে আসছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কন্টিনজেন্ট সদস্যরা।

সেক্টর নর্থ কমান্ডারের ব্যানএফএমইউ মালাকাল পরিদর্শন

১২ এপ্রিল আনমিস কমান্ডার সাউথ (নর্থ) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এও ওয়াইআই ব্যানএফএমইউ মালাকাল কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন করেন। এ সময় কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ও অধিনায়ক তাকে স্বাগত জানান এবং গার্ড অব অনার প্রদান করেন। গার্ড অব অনার শেষে কন্টিনজেন্টের অপারেশনাল অফিসার সেক্টর নর্থ কমান্ডারকে অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের উপর ব্রিফিং প্রদান করেন। পরে কন্টিনজেন্ট এলপিসিযোগে তিনি হোয়াইট নেইল নদী পরিদর্শন করেন। সেক্টর নর্থ কমান্ডার আনমিসের সকল ধরনের অপারেশন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য ব্যানএফএমইউ মালাকালের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ব্যানএফএমইউ (মালাকাল) কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন করেন আনমিস অ্যাক্টিং ফোর্স কমান্ডার মেজর জেনারেল মো. মাইন উল্লাহ চৌধুরী





বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য ডিইডব্লিউ নারায়ণগঞ্জে নির্মিত ক্রেন ও বোট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি

কোস্ট গার্ডের জন্য নির্মিত ক্রেন ও বোট হস্তান্তর

খুলনা শিপইয়ার্ডে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য নির্মিত ১টি ফ্লোটিং ক্রেন, ২টি টাঙ্গার বোট ও ৬টি হাইস্পিড বোট এবং ডিইডব্লিউ নারায়ণগঞ্জে নির্মিত আইপিভি ১১ মে হস্তান্তর করা হয়েছে। হস্তান্তর অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মহাপরিচালকসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, খুলনা শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সকল জিএম, ডিজিএম, ওআইসি এবং কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে এনকেএফ-বিএসডি আউটলেট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ৫ জুন চট্টগ্রামে বানোজা পতেঙ্গায় এনকেএফ-বিএসডি আউটলেট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ সময় তিনি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশন্স), সহকারী নৌপ্রধান (পার্সোনেল), কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ড, নৌসদর এবং চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে কর্মরত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা,

নৌসদস্যবৃন্দ ও অসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা শিপইয়ার্ডে পায়রা বন্দরের টাঙ্গারবোটের কিল লেয়িং

খুলনা শিপইয়ার্ডে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য নির্মিতব্য ২টি টাঙ্গারবোটের কিল লেয়িং অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৩ মে। অনুষ্ঠানে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল,

এনইউপি, পিপিএম, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সকলস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বোট নির্মাণে চুক্তি

১৯ এপ্রিল খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড এবং মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে

১টি সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বোট নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মুসা, ওএসপি, এনপিপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি এবং খুলনা শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম সামছুল আজিজ, (এল), এনজিপি, পিএসসি, বিএনসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে এনকেএফ-বিএসডি আউটলেট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল





নবীন নাবিক শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে সেরা টোকস মহিলা নাবিককে 'শ্রীতিলাতা ওয়াদ্দের পদক' প্রদান করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

খুলনায় নবীন নাবিকদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ

খুলনার নৌখাটি বানোজা তিতুমীর প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এ/২০২২ ব্যাচের ৫৫৪ জন নবীন নাবিকের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে ৯ জুন। এদের মধ্যে ২৫ জন মহিলা নাবিক রয়েছেন। নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও মার্চপাস্টের সালাম গ্রহণ করেন এবং কৃতী নবীন নাবিকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। নৌবাহিনীর এ/২০২২ ব্যাচের নবীন নাবিকদের মাঝে ফয়সাল মাহমুদ পেশাগত ও সকল বিষয়ে সেরা টোকস নাবিক হিসেবে 'নৌপ্রধান পদক' লাভ করেন। মো. রাইসুল ইসলাম আসাদ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে 'কমখল পদক' ও আবিদ হাসান ফাহাদ তৃতীয় স্থান অধিকার করে 'তিতুমীর পদক' লাভ করেন। মহিলা নাবিকদের মাঝে চাঁদনী বেগম সকল বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে 'শ্রীতিলাতা ওয়াদ্দের পদক' লাভ করেন। অনুষ্ঠানে নৌপ্রধান নবীন নাবিকদের উদ্দেশ্যে তার ভাষণে, নৌবাহিনীর উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উচ্চ মনোবল ও সাহস

নিয়ে নবীন নাবিকদের একযোগে দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি তার বক্তব্যে নৌখাটি তিতুমীরে নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় থেকে অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে যোগ্য নাবিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে

জাতীয় নিরাপত্তা ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তিনি পেশা হিসেবে দেশ সেবা ও দেশ গড়ার পবিত্র দায়িত্বকে বেছে নেওয়ায় নবীন নাবিকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। একই সাথে নাবিকদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আদর্শে

উজ্জীবিত হয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত করার আহ্বান জানান।

ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন

যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সকল নৌঅঞ্চলে ৩ মে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত হয়েছে।

বানোজা হাজী মহসীন প্যারেড গ্রাউন্ডে ঈদুল ফিতরের নামাজে অংশগ্রহণ করেন নৌপ্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ও কর্মকর্তা এবং নাবিকবৃন্দ



বানৌজা হাজী মহসীন প্যারেড গ্রাউন্ডে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ইদের জামাতে অংশ নেন। নৌসদরের পিএসওগণ, নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা, বানৌজা হাজী মহসীনের অধিনায়ক, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এবং সকল সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ইদের জামাতে উপস্থিত ছিলেন। করোনা পরিস্থিতির কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নৌঅঞ্চলের সকল মসজিদ ও নাবিক কলোনি মসজিদে পর্যায়ক্রমে একাধিক ইদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ শেষে দেশ ও জাতির মঙ্গল এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনায় মোনাজাত করা হয়। স্ব-স্ব জাহাজ ও ঘাঁটির অধিনায়ক এবং এরিয়া কমান্ডারগণ নামাজ শেষে ইদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ দিন দুপুরে জাহাজ ও ঘাঁটিতে বসবাসকারী নাবিকদের জন্য প্রীতিভোজ এবং হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসাধীন রোগীদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। ইদের দিন সকল ঘাঁটি ও জাহাজে কালার্স থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ড্রেস ওভারঅল এবং সূর্যাস্ত থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত আলোকসজ্জা করা হয়।

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন

বাঙালি জীবনে পহেলা বৈশাখের সূর্য নিয়ে আসে নতুন বার্তা। সুদীর্ঘকাল ধরে নতুন আঙ্গিক, রূপ, বর্ণ ও বৈচিত্র্য নিয়ে বাঙালির জীবনে বারবার ঘুরে আসে পহেলা বৈশাখ। বাঙালির ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলে ১৪ এপ্রিল ১৪২৯ বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে নৌঅঞ্চলসমূহে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং নৌবাহিনী প্রধানের বাণী কর্মকর্তা ও নাবিকদের উদ্দেশ্যে পাঠ করে শোনানো হয়।

পবিত্র শবে কদর পালন

২৮ এপ্রিল দিবাগত রাতে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগভীরের মধ্য দিয়ে পবিত্র শবে কদর পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল ঘাঁটি এবং নাবিক কলোনির মসজিদে এশার নামাজের পর করোনা প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি, দেশের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত ও দোয়া করা হয়।



বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে এবং ঢাকা নৌঅঞ্চলের সম্মিলিত ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল

ঢাকা নৌঅঞ্চল

ঢাকা নৌঅঞ্চলে ইফতার ও দোয়া মাহফিল

৬ এপ্রিল বানৌজা শেখ মুজিব ঘাঁটির বেলম্যান হ্যাঙ্গারে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে এবং ঢাকা নৌঅঞ্চলের সম্মিলিত ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি,

এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। নৌবাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ এবং ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত সকল সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ মাহফিলে অংশ নেন। এ সময় নৌবাহিনী প্রধান আগত অতিথিবৃন্দের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় করেন। ইফতার মাহফিলে দেশবাসীর সমৃদ্ধি ও কল্যাণে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে ইফতার ও দোয়া মাহফিল

বানৌজা ইসা খান মান্দিপারপাস হলে ১৮ এপ্রিল নৌবাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সম্মিলিত ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বানৌজা ইসা খান মান্দিপারপাস হলে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সম্মিলিত ঈদ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ও কমান্ডার বিএন ফ্লিটসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন





বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটি পরিদর্শনকালে কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ ক্যাডেটদের ঘাঁটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর ব্রিফ করা হয়

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল এরিয়া কমান্ডারের অধীন জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহের মনোনীত কর্মকর্তা, নাবিক এবং অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। নৌবাহিনী প্রধান মাহফিলে আগত অতিথিবৃন্দের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় করেন। ইফতার মাহফিলে দেশবাসীর সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

চট্টগ্রামে ঈদ পুনর্মিলনী

৩ মে পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন বানৌজা ঈসা খান মাল্টিপারপাস হলে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, কমান্ডার বিএন ফ্লিট, কমান্ডার সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ড, কমান্ডার সাবমেরিন, কমান্ডার নেভাল এভিয়েশন, বিএন চিফ হাইড্রোগ্রাফার এবং কমান্ডার সোয়াডস ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল কর্মকর্তা সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন।

কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ ক্যাডেটদের বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটি পরিদর্শন

১৩ জুন কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের দশম শ্রেণির ক্যাডেটরা বার্ষিক শিক্ষা সফর উপলক্ষ্যে বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটি সফর করে। এ সময় ক্যাডেটরা ট্রেনিং কমপ্লেক্স বিভিন্ন স্কুলসমূহের

মডেল রুম এবং নাবিক বিনোদন কেন্দ্র পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে ক্যাডেটদের ঘাঁটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর ব্রিফ করা হয়।

বানৌজা ঈসা খানে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রদর্শন

২৫ জুন বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটির হ্যাঙ্গারে এলইডি পর্দায় পদ্মা বহুমুখী সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রদর্শন করা হয়েছে। গণমাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারকৃত অনুষ্ঠানটি ঘাঁটির কর্মকর্তাগণ ও সর্বস্তরের নাবিকবৃন্দ ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ করেন। পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে অত্যন্ত আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি এই সেতু বাংলাদেশের মানুষের আত্মগৌরবের প্রতীক। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে এই সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বানৌজা শাহ্ মকদুম এবং শাহ্ পরাণের ডিকমিশনিং

দীর্ঘ ৩০ বছর সফলতার সাথে সমুদ্রে অপারেশন ও নৌবাহিনীর সহায়তামূলক কাজ পরিচালনার পর চট্টগ্রাম নেভাল জেটিতে বানৌজা শাহ্ মকদুম এবং শাহ্ পরাণের ডিকমিশনিং করা হয়েছে। কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত থেকে ১১ মে নৌবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী নৌবহর থেকে বানৌজা শাহ্ মকদুম ও শাহ্ পরাণকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিকমিশনিং করেন। এ সময় চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাহাজ দুটি দীর্ঘদিন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিয়োজিত নৌবাহিনীর জাহাজসমূহকে লজিস্টিক সহায়তা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। খুলনা নৌঅঞ্চলের নৌবহরের জন্য বানৌজা শাহ্-মকদুম ও শাহ্ পরাণ ছিল প্রথম সারির অঞ্জিলারি জাহাজ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ত্রাণ, ওষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহে দীর্ঘদিন নিয়োজিত ছিল জাহাজ দুটি। নৌবহরে যুক্ত হওয়ার পর থেকে জাহাজ দুটিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নৌবাহিনীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা ও নাবিক পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছেন। সম্মতি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অপারেশনাল কার্যক্রমের সমন্বয়যোগ্য সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনে জাহাজ দুটিকে নৌবহর থেকে ডিকমিশনিং করা হয়।

বানৌজা ঈসা খান হ্যাঙ্গারে শুদ্ধাচার সেমিনার

বানৌজা ঈসা খান ঘাঁটির হ্যাঙ্গারে ২৩ মে শুদ্ধাচারের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল ঘাঁটি এবং জাহাজসমূহের নির্বাহী

কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা, মনোনীত জেসিও'স, পিও'স, নাবিক এবং অসামরিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, দুর্নীতি, মাদকে আসক্তি বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে নৈতিকতা, শুদ্ধ আচরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অধিনায়ক বানৌজা ঈসা খান সকলের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

খুলনা নৌঅঞ্চল

খুলনা নৌঅঞ্চলের ইফতার মাহফিল

১১ এপ্রিল বানৌজা তিতুমীর ঘাঁটির স্পোর্টস কমপ্লেক্সে খুলনা নৌঅঞ্চলের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া খুলনা নৌঅঞ্চলের মনোনীত কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ এবং অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ মাহফিলে অংশ নেন। নৌবাহিনী প্রধান মাহফিলে উপস্থিত সকলের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে বিশেষ মোনাজাতে দেশ ও জাতির উত্তরোত্তর সাফল্য, অগ্রগতি এবং নৌবাহিনীর সার্বিক কল্যাণ কামনা করে দোয়া করা হয়।

প্রতিরক্ষা সচিবের বানৌজা শের-ই-বাংলা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব গোলাম মোহাম্মদ হাসিবুল আলম ২ এপ্রিল 'বানৌজা শের-ই-বাংলা পটুয়াখালী স্থাপন' প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এ সময় কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল এবং ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ (ইএনসি) এর প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিল। পরিদর্শনকালে প্রতিরক্ষা সচিব প্রকল্পের নির্মাণ কাজের খোঁজখবর নেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।

কর্মকর্তাদের সাথে কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চলের মতবিনিময়

২০ জুন বানৌজা তিতুমীর ওয়ার্ড রুমের ব্যান্ডুয়েট হলে খুলনা নৌঅঞ্চলের কর্মকর্তাদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে



খুলনা নেভাল জেটিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ 'বানৌজা অগ্রদূত' ও 'বানৌজা ইমাম গাজ্জালী'কে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিকমিশনিং করেন কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল

উপস্থিত থেকে কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। একই সময় তিনি নানাবিধ বিষয়ে উপস্থিত কর্মকর্তাদের মতামত নেন। সভায় কমখুলের অধীন সকল জাহাজ এবং ঘাঁটির কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বানৌজা অগ্রদূত ও ইমাম গাজ্জালীর ডিকমিশনিং

২৫ এপ্রিল খুলনা নেভাল জেটিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ অগ্রদূত ও ইমাম গাজ্জালীর ডিকমিশনিং করা হয়েছে। কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নৌবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী নৌবহর থেকে বানৌজা অগ্রদূত ও ইমাম গাজ্জালীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিকমিশনিং করেন। এ সময় খুলনা নৌঅঞ্চলের মনোনীত কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জাহাজ দুটি দীর্ঘদিন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিয়োজিত থেকে নৌবাহিনীর জাহাজসমূহকে লজিস্টিক সহায়তা প্রদান ও জরিপ কাজ পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। খুলনা নৌঅঞ্চলের নৌবহরের জন্য বানৌজা অগ্রদূত ও ইমাম গাজ্জালী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ ছাড়াও সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার নিরাপত্তা রক্ষা, অপারেশন জটিকা নিধন প্রতিরোধ, অপারেশন নির্মূল, মা ইলিশ সংরক্ষণসহ বার্ষিক ও অন্যান্য সমুদ্র মহড়ায় জাহাজ দুটির অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত

ও গৌরবোজ্জ্বল। বানৌজা ইমাম গাজ্জালী ১৯৯৭ সালের ৫ মে এবং বানৌজা অগ্রদূত ২০০২ সালের ১৯ মার্চ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশনিং করা হয়।

সহকারী নৌবাহিনী প্রধানের সোলাম পরিদর্শন

সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল) রিয়ার এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক, ওএসপি, এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি ১১ এপ্রিল নৌঘাঁটি সোলাম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি ঘাঁটির বিভিন্ন স্থাপনা ও অফিসসহ নবনির্মিত ১০ তলা ট্রেনিং ব্লক পরিদর্শন এবং সোলামে প্রশিক্ষণ ও ঘাঁটির উন্নয়নের

বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন। এ সময় তিনি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতারও আশ্বাস দেন।

খুলনা নৌঅঞ্চলের জেসিও ও পিওদের সাথে কমখুলের মতবিনিময়

২৮ জুন কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আনোয়ার হোসেন, এনজিপি, পিসিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি বানৌজা তিতুমীর ফেয়ারওয়ে মাস্টিপারপাস হলে খুলনা নৌঅঞ্চলের জেসিও ও পিওদের সাথে মতবিনিময় করেন। সভায় কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন, জাহাজ ক্রয়, জেসিও ও পিওদের চাকরিতে আরও দায়িত্বশীল ও মনোযোগী হওয়াসহ নৌবাহিনীর সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। মতবিনিময় সভায় কমখুলের অধীন জাহাজ এবং ঘাঁটির কর্তব্যরত ব্যক্তি ব্যতীত সকল জেসিও ও পিও উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রতিনিধি দলের খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শন

ভারতীয় নৌবাহিনীর ম্যাটেরিয়াল প্রধান ভাইস এডমিরাল সন্দীপ নাইথানির নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কারিগরি প্রতিনিধি দল ১০ মে খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শন করে। প্রতিনিধি দলকে শিপইয়ার্ডের বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর

ব্রিফ করা হয়। এ সময় খুলনা শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল জিএম, ডিজিএম এবং সংশ্লিষ্ট ওআইসিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এএফডব্লিউসি প্রতিনিধি দলের খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শন

২৪ মে এএফডব্লিউসির ৮২ সদস্যের একটি দল খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শন করে। শিপইয়ার্ড পরিদর্শনকালে প্রত্যেক শপ ও শাখার ওআইসিগণ তাদের ব্রিফ করেন। এ সময় এএফডব্লিউসির চিফ ইনস্ট্রাক্টর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম কামাল, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল, ফ্যাকাল্টি মোহাম্মদগণ, শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম সামছুল আজিজসহ সকল জিএম ও ডিজিএম উপস্থিত ছিলেন।

ডিএসসিএসসির প্রশিক্ষণার্থীদের খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শন

২৯ মে ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের ৬৫ জন দেশি-বিদেশি অফিসারদের একটি প্রশিক্ষণার্থী দল খুলনা শিপইয়ার্ডে শিক্ষা সফর করেন। শিপইয়ার্ড পরিদর্শনকালে প্রত্যেক শপ ও শাখার ওআইসিগণ তাদের ব্রিফ করেন। এ সময় ডিএসসিএসসির ডেপুটি কমান্ড্যান্ট এয়ার কমডোর কাজী মাজহারুল করিম, খুলনা শিপ ইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম সামছুল আজিজ, (এল), এনজিপি,

নৌঘাঁটি সোলাম পরিদর্শনকালে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল) রিয়ার এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক





বানৌজা শের-ই-বাংলা পরিদর্শনকালে মিলিটারি এস্টেট অফিসার (এমইও) ঢাকা ও নৌসদরের প্রতিনিধি দল

পিএসসি, বিএনসহ সকল জিএম ও ডিজিএম উপস্থিত ছিলেন।

মিলিটারি এস্টেট অফিসারের বানৌজা শের-ই-বাংলা পরিদর্শন

‘বানৌজা শের-ই-বাংলা পটুয়াখালী স্থাপন’ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম তদারকি ও জেলা প্রশাসকের সাথে বৈঠক করতে মিলিটারি এস্টেট অফিসার (এমইও) ঢাকা ও নৌসদরের প্রতিনিধি দল ২০ মে বানৌজা শের-ই-বাংলা পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শন শেষে দলটি পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে খাঁটির অধিনায়কের উপস্থিতিতে বৈঠকে করেন। মিলিটারি এস্টেট অফিসার ঢাকা ও নৌসদরের প্রতিনিধি দলের পরিদর্শনের ফলে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ও প্রকল্পের কাজ আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে বৃক্ষরোপণ

৩ এপ্রিল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট কমডোর আবু মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, (জি), বিএসপি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে একটি গাছের চারা রোপণ করেন। এ সময় একাডেমির অন্যান্য কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত ক্যাডেটদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি ছিলেন একাডেমির ডাইরেক্টর অব স্টাডিস। এ সময় একাডেমির ট্রেনিং কমান্ডারসহ অন্য কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। একাডেমির ব্যান্ডেয়েট হলে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ক্যাডেটগণ অংশগ্রহণ করেন। ৩টি বিভাগের মধ্যে মেইন টপ

বিভাগ প্রথম স্থান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন।

বিসিএস কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন

৯ মে বিসিএস (কর) একাডেমির ৪৮ জন কর্মকর্তা বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। এ সময় তাদের কমান্ড্যান্টের পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয়। কর কর্মকর্তারা একাডেমির বিভিন্ন পয়েন্ট ঘুরে

দেখেন। এ সময় কর্মকর্তাদের সামনে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে লে. কমান্ডার জাকারিয়া, (এক্স), বিএন নেভাল একাডেমির প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের উপর বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন।

বানৌজা ঈসা খান গানারি স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীদের বিএনএ পরিদর্শন

বানৌজা ঈসা খান গানারি স্কুলে প্রশিক্ষণরত এফসি-১ ও ৩ ক্লাসের প্রশিক্ষণার্থীরা ২৩ মে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির সিডিবি গান পরিদর্শন করেন। সিডিবি গান সম্পর্কে গানারি স্কুলের প্রশিক্ষক গানারি স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

এনডিসি প্রতিনিধি দলের বিএনএ পরিদর্শন

৪ জুন ‘ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স-২০২২’ এর ২২ জন বিদেশি কোর্স মেম্বারসহ ৭৯ জন কোর্স মেম্বার, ফ্যাকাল্টি মেম্বার, উইং প্রধান এবং স্টাফ অফিসারের সমন্বয়ে ৯৫ জন সদস্যের একটি দল কোর্সের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি সফর করে। এ সময় এনডিসির সদস্যবৃন্দ একাডেমির বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে কমান্ড্যান্ট বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে কোর্স মেম্বারদের উদ্দেশ্যে বিএনএ এবং চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উপর ব্রিফ করেন। ব্রিফিংয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির সিডিবি গান পরিদর্শনকালে বানৌজা ঈসা খান গানারি স্কুলে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থীরা





রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শনকালে ইউ ভি রেডকিনের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের বিএনএ পরিদর্শন

বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার ভি. ম্যান্টিটস্কিই ১১ জুন সফরসঙ্গীসহ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি সফর করেন। সফরকালে তিনি ইউ ভি রেডকিনের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে রাষ্ট্রদূত কমান্ড্যান্ট বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির সাথে মতবিনিময় করেন। ইউ ভি রেডকিনের সমাধির যথাযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণ করায় তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

ভারতীয় নৌবাহিনী প্রতিনিধি দলের বিএনএ পরিদর্শন

১১ মে ভাইস এডমিরাল সন্দীপ নাইথানির নেতৃত্বে ভারতীয় নৌবাহিনীর উচ্চপর্যায়ের কারিগরি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির রেডকিন ও ওয়েস্ট পয়েন্ট পরিদর্শন করেছে। এ সময় পরিদর্শনকারী দল একাডেমির কমান্ড্যান্ট কমডোর আবু মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, (জি), বিএসপি, পিএসসি, বিএন এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন।

বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি পরিদর্শন

৯ এপ্রিল কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান, ওএসপি, এনপিপি, এনডিসি, এনসিসি,

পিএসসি বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফর করেন। এ দিন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ইউটি ডাইনিং হলে মনোনীত অফিসার, নাবিক এবং অসামরিক ব্যক্তিবর্গের সাথে ইফতারে অংশ নেন।

১০ এপ্রিল তিনি ঘাঁটির প্যারেড গ্রাউন্ডে স্ট্যাটিক প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। প্যারেড শেষে ঘাঁটির সকল স্তরের কর্মকর্তা, নাবিক এবং অসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন। এ ছাড়া তিনি ঘাঁটির কনফারেন্স

রুমে সকল কর্মকর্তাদের সাথে ট্রেনিং সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা, ড্রিল শেডে জেসিওদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান, ট্রেনিং স্কুল ও ঘাঁটির গুরুত্বপূর্ণ এরিয়া পরিদর্শন করেন।

এমইএসসি ও এলইসি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে সিএসডির বক্তব্য

১৬ মে কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট বিএন ডকইয়ার্ড (সিএসডি) কমডোর

মো. জাকিরুল ইসলাম, (ই), এনডিসি, পিএসসি, বিএন বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফর করেন। এ সময় তিনি ১৭তম লং ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স (এমইএসসি) ও ১৭তম লং ইলেকট্রিক্যাল কোর্সের (এলইসি) প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ‘চ্যালেঞ্জের ফেসড বাই বিএন ডকইয়ার্ড ইন মেইনটেইনিং ডিফারেন্ট টাইপস অ্যান্ড ক্লাসেস অব শিপস সিস্টেম’ বিষয়ে বক্তব্য দেন।

এলইসি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে পরিচালক ন্যাটডকের বক্তব্য

১৮ মে পরিচালক ন্যাটডক কমডোর এম এফ রফিকুল ইসলাম, (এল), এনডিইউ, পিএসসি, বিএন বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফর করেন। এ সময় তিনি ১৭তম লং ইলেকট্রিক্যাল কোর্সের (এলইসি) প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে ‘ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার: প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার অব দ্য বাংলাদেশ নেভি’ বিষয়ে বক্তব্য দেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে পরিচালক নেভাল প্ল্যানিংয়ের বক্তব্য

পরিচালক নেভাল প্ল্যানিং কমডোর মো. মাহমুদুল মালেক, (সি), বিএসপি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন ২৬ মে বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফর করেন। সফরকালে তিনি ১৭তম লং ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স (এমইএসসি) ও ১৭তম লং ইলেকট্রিক্যাল কোর্সের (এলইসি) প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ‘অ্যাকুজিশন প্ল্যানিং অফ বিএন’ বিষয়ে বক্তব্য দেন।

বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফরকালে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান ঘাঁটির প্যারেড গ্রাউন্ডে স্ট্যাটিক প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন





বিএন ডকইয়ার্ড পরিদর্শন করেন ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ

ইউএস নৌবাহিনীর বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি পরিদর্শন

ইউএস নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সমন্বয়ে ৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ৩১ মে বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি পরিদর্শন করেছে। এ সময় প্রতিনিধি দলকে ঘাঁটির পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয়। পরে প্রতিনিধি দলটি ঘাঁটির বিভিন্ন পয়েন্ট এবং ট্রেনিং কমপ্লেক্স পরিদর্শন করে।

বিএন স্কুল ও কলেজ কাণ্টাইন পরিদর্শন করেছেন পরিচালক নৌশিক্ষা

১৮ মে বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ কাণ্টাইনের শিক্ষা কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন পরিচালক নৌশিক্ষা পরিদপ্তর ক্যাপ্টেন এস এম রিয়াজুর রশীদ, (এস), এমএনএসএ, পিএসসি, বিএন। এ সময় তিনি স্কুল ও কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও যুগোপযোগী করতে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

এমইএসসি ও এলইসি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে নৌসচিবের বক্তব্য

৩ জুন নৌসচিব কমডোর এম হুমায়ুন কবির, (ট্যাজ), এনজিপি, এনসিসি, পিএসসি, বিএন বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফর করেন।

সফরকালে তিনি বিশেষ বক্তা হিসেবে ১৭তম লং ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স (এমইএসসি) ও ১৭তম লং ইলেকট্রিক্যাল কোর্সের (এলইসি) প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ‘ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ফর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ব্রাঞ্চ অফিসার্স’ বিষয়ের উপর বক্তব্য দেন।

পরিচালক নৌচিকিৎসা পরিদপ্তরের বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি পরিদর্শন

পরিচালক নৌচিকিৎসা পরিদপ্তর সার্জন কমডোর আহমেদ রাফি, এমফিল, এমপিএইচ, বিএন ১২ জুন বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটি সফর করেন। সফরকালে ডিএমএস (নেভি) ঘাঁটির সিকবে, এমসিডব্লিউসি, ট্রেনিং স্কুল এবং ঘাঁটির গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে পরিচালক নৌচিকিৎসা পরিদপ্তরকে ঘাঁটির ট্রেনিং কার্যক্রম, চিকিৎসা ব্যবস্থা, সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। পরে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

কমান্ডার বিএন ফ্লিট

কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ ক্যাডেটদের বিএন ফ্লিট পরিদর্শন

কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের প্রশিক্ষক ও দশম শ্রেণির ক্যাডেটদের একটি দল

১৩ জুন চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে বিএন ফ্লিট পরিদর্শন করেছে। এ সময় প্রশিক্ষক ও ক্যাডেটদের বিএন ফ্লিটের অপারেশনাল কর্মকাণ্ড এবং ক্যাপাবিলিটি সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়। পরে দলটি বানোজা প্রত্যয় পরিদর্শন করেন।

কমন্যান্ড

এলইসি প্রশিক্ষণার্থীদের নেভাল এডিয়েশন পরিদর্শন

৩১ মে লং ইলেকট্রিক্যাল কোর্সের ১১ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা, ২ জন প্রশিক্ষক কর্মকর্তা ও ১ জন স্টাফ নেভাল এডিয়েশন পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণকে নেভাল এডিয়েশনের রক্ষণাবেক্ষণ, সক্ষমতা, প্রশিক্ষণ ও অপারেশনাল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ব্রিফিং এবং এয়ারক্রাফটসমূহের স্ট্যাটিক ডিসপ্লে প্রদর্শন করা হয়।

কমসোয়াডস

বিএনএ মিডশিপম্যানদের বানোজা নিভীক পরিদর্শন

১৩ এপ্রিল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির বি/২০২০ ব্যাচের মিডশিপম্যানরা বানোজা নিভীক পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে বানোজা নিভীকের গানারি অফিসার মিডশিপম্যানদের নৌকমান্ডোদের অপারেশনাল ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিষয়ে ব্রিফ করেন। ব্রিফিংয়ে মিডশিপম্যানরা কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ, মহড়া, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য যুদ্ধসরঞ্জামাদির বাস্তবিক ব্যবহার ও যুদ্ধাস্ত্রের পরিচিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন।

বিএন ডকইয়ার্ড

বিএন ডকইয়ার্ড পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত

৯ জুন বিএন ডকইয়ার্ড পুকুরে বিএনএফডি সুন্দরবনের তত্ত্বাবধানে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। পোনা অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠানে কমডোর এম জাকিরুল ইসলাম, (ই), এনডিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ঘাঁটির সকল কর্মকর্তা ও নাবিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রতিনিধি দলের বিএন ডকইয়ার্ড পরিদর্শন

ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি প্রতিনিধি দল ১১ মে বিএন ডকইয়ার্ড পরিদর্শন করে। এ সময় কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ড প্রতিনিধি দলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বিএন ডকইয়ার্ড ও বিএনএফডি সুন্দরবন পরিদর্শন করেন।

ইউকে প্রতিনিধি দলের বিএন ডকইয়ার্ড পরিদর্শন

২৫ মে ইউকের একটি প্রতিনিধি দল বিএন ডকইয়ার্ড পরিদর্শন করেছে। এ সময় কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট ডকইয়ার্ড প্রতিনিধি দলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বিএন ডকইয়ার্ডের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন।



বঙ্গবন্ধু জাতীয় সঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী

বঙ্গবন্ধু জাতীয় সঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন নৌবাহিনী

‘বঙ্গবন্ধু ৩১তম জাতীয় সঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতা-২০২২’-এ ৩৩টি স্বর্ণ, ২৪টি রৌপ্য ও ১৪টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৭১টি পদক পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ৯টি স্বর্ণ, ১৩টি রৌপ্য এবং ১৭টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৩৯টি পদক লাভ করে রানার্সআপ হয়েছে। সঁতারে ১৬টি এবং ডাইভিংয়ে ২টিসহ মোট ১৮টি ইভেন্টে নতুন জাতীয় রেকর্ড সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ও ম্যানগ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ১ এপ্রিল ঢাকার মিরপুরের সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সভাপতি ও নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমাপনী দিনের সঁতার উপভোগ করেন ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবাহ উদ্দিন। প্রধান অতিথি তার ভাষণে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী

সঁতারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদেরকে আরও দক্ষ সঁতার হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সঁতারের মানোন্নয়নে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা আয়োজনে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে উঠে আসা প্রতিভাবান সঁতারেরা ভবিষ্যতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের জন্য সাফল্য ও সুনাম বয়ে আনবে।

অনুষ্ঠানে সেনা ও নৌবাহিনীর কর্মকর্তাগণ, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, ম্যানগ্রুপের চেয়ারম্যান এবং অংশগ্রহণকারী সঁতারসহ বিপুল সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২৯ মার্চ থেকে চার দিনব্যাপী আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, সুইমিং ক্লাব, বিকেএসপি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ ও বাংলাদেশ আনসারসহ মোট ৭৫টি টিমের ৫৮০ জন খেলোয়াড়, ৮৫ জন টিম অফিশিয়াল ও ১০০ জন মিট অফিশিয়ালসহ মোট ৭৬৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

কিরাত ও আজান প্রতিযোগিতা

কমান্ডার বিএন ফ্রিটের ব্যবস্থাপনায় ১৭ জুন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর

আন্তঃঘাঁটি-জাহাজ কিরাত ও আজান প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠান হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম নাজমুল হাসান। প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক দলে ৬ জন করে ৮টি দল অংশগ্রহণ করে। কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল দল চ্যাম্পিয়ন এবং বানৌজা ঈসা খান দল রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আন্তঃঘাঁটি/জাহাজ কিরাত ও আজান প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের মাঝে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি প্রদান করেন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল



চট্টগ্রামে নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন

নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রাম ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ উদ্‌যাপন করেছে। নববর্ষের অনুষ্ঠানে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। সবার সাজসজ্জায় ছিল বাঙালির ঐতিহ্যের ছাপ। ছাত্র ও শিক্ষকরা পরেন লাল-সাদা পাঞ্জাবি ও পায়জামা, আর ছাত্রী ও শিক্ষিকারা পরেন ঐতিহ্যবাহী লাল পেড়ের সাদা শাড়ি, খোঁপায় ছিল বেলি ফুলের মালা। নববর্ষের অনুষ্ঠান ঘিরে সকালে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কলেজ মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজ অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর খান, এনপিপি, পিএসসি, বিএন। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি সভায় উপস্থিত ছিলেন আমন্ত্রিত অভিভাবকরা। আলোচনা শেষে শুরু হয় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমবেত কণ্ঠে ‘এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো’ গেয়ে স্বাগত জানানো হয় নববর্ষকে। তারপর একে একে কবিতা পাঠ, নৃত্য, রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি পরিবেশিত হয়।

নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ কাপ্তাইয়ে বিদায় ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ কাপ্তাইয়ে ২০২২ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় এবং ২০২১ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ভালো ফলাফল অর্জনকারী কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। ১৬ জুন কলেজ মাঠে



নৌবাহিনী কলেজ ঢাকার তত্ত্বাবধানে 'ইন্টা নেভিয়ান আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী-২০২২' অনুষ্ঠানে কলেজ অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন এস এম সালাউদ্দিন

আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্কুল ও কলেজ পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির অধিনায়ক ক্যাপ্টেন মাসুদুল করিম সিদ্দিকী, (জি), পিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনসিসি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

ইন্টা নেভিয়ান আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী

‘ওয়াইডেন দ্য লেস, চেঞ্জ ইউর ভিশন’ এ প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে নৌবাহিনী কলেজ ঢাকার শিক্ষার্থীদের আলোকচিত্র শিল্পে উদ্ভুদ্ধ করতে ‘ইন্টা নেভিয়ান আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী-২০২২’ আয়োজন করা হয়। নেভিয়ান ফটোগ্রাফি

সোসাইটি ২০ জুন এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ফটোগ্রাফি একটি শিল্প, যার মাধ্যমে জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলো ফ্রেমে জীবন্তভাবে ধরে রাখা যায়, সমাজকে বার্তা দেওয়া যায়, দেশের ও প্রকৃতির সৌন্দর্যকে বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। এ ছাড়া ফটোগ্রাফি শিক্ষার্থীদের সুকুমারবৃত্তি চর্চাকে বিকশিত করে। প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীতে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। পরে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

ক্যাপ্টেন’স এক্সিলেন্স কাপ

বানোজা উল্কা ঘাঁটির নিজ ব্যবস্থাপনায় ঘাঁটির স্পোর্টস গ্রাউন্ডে ‘ক্যাপ্টেন’স এক্সিলেন্স কাপ-২০২২ আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট’ ১১ মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় বানোজা উল্কার নন টেকনিক্যাল দল চ্যাম্পিয়ন এবং টেকনিক্যাল দল রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ঘাঁটির অধিনায়ক ক্যাপ্টেন আহমেদ আমিন আব্দুল্লাহ, (জি), বিএসপি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

বন্যার্তদের সহায়তায় নৌবাহিনী কলেজ ঢাকা

সম্প্রতি পর্যটন নগরী সিলেট, সুনামগঞ্জসহ ও দেশের কয়েকটি

জেলায় স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় অনেক সাধারণ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়ে। অসহায় বন্যার্ত মানুষের দুর্দিনে ‘আসুন, বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াই, মানবিক হই’ স্লোগানকে ধারণ করে নৌবাহিনী কলেজ ঢাকার সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কর্মচারীবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আর্থিক ও মানবিক সাহায্যে এগিয়ে আসেন। আর্থিক সহায়তা হিসেবে কলেজের পক্ষ থেকে ২ লাখ টাকার একটি চেক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চলের নিকট হস্তান্তর করা হয়। নৌবাহিনী কলেজের এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে ভবিষ্যতে আলোকিত মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এনডিএস ডিবেট টুর্নামেন্ট

‘জোরের যুক্তি নয় যুক্তির জোর চাই, কোমল শব্দে কঠিন যুক্তি’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে নেভিয়ান ডিবেটিং সোসাইটি (এনডিএস) তিন দিনব্যাপী ৬ষ্ঠ এনডিএস ইন্টা ডিবেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। টুর্নামেন্টে ২৫টি দল ও রাউন্ড ট্যাব ফরম্যাটে অংশগ্রহণ করে। ১২ জুন মিরপুর নাবিক কলোনির শহীদ মোয়াজ্জম হলে ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয়। এতে নৌবাহিনী কলেজ ঢাকার অধ্যক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বিতর্ক ক্রাবের মডারেটর ও সহকারী অধ্যাপক (মনোবিজ্ঞান) হুসেইন জালাত। টুর্নামেন্টে নেভিয়ান ডিবেটিং সোসাইটির (এনডিএস) প্রাক্তন বিতর্কিকরা বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নৌবাহিনী কলেজ ঢাকার অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন এস এম সালাউদ্দিন, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণকালে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, বিতর্ক একজন শিক্ষার্থীর মনোবল বৃদ্ধি ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। বিতর্ক শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণ, উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও ব্যতিক্রম ভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তিনি আশা করেন, বিতর্কিকরা একদিন দেশের কল্যাণে যুক্তিবাদী সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখবে। পরে টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন, রানারআপ ও শ্রেষ্ঠ বক্তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

বানোজা উল্কার ব্যবস্থাপনায় ‘ক্যাপ্টেন’স এক্সিলেন্স কাপ-২০২২’ আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বিজয়ী দলের মাঝে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি প্রদান করেন ঘাঁটির অধিনায়ক





পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে নৌভবনে ইফতার পার্টি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক সস্বীকৃত উপস্থিত ছিলেন

নৌভবনে ইফতার পার্টি

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বিএনএফডব্লিউএ কর্তৃক ২৮ এপ্রিল নৌভবনে ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। উক্ত আয়োজনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, আরসিডিএস,

পিএসসি, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ, এসবিপি, ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি, পিএইচডি এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান, বিবিপি, বিইউপি, এনএসডব্লিউসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি ও ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সস্বীকৃত উপস্থিত ছিলেন। এ সময়

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল ও প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বেগম মনিরা রওশন ইকবাল অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানান।

নৌভবনে ঈদ রিসিপশন পার্টি

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ৩ মে নৌভবনে ঈদ রিসিপশন পার্টি আয়োজন করা হয়। পার্টিতে ঢাকা

অঞ্চলে কর্মরত সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বেগম মনিরা রওশন ইকবাল এবং নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান।

বিএনএফডব্লিউএ'র লাঞ্চ পার্টি

৬ জুন নৌভবনে প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বেগম মনিরা রওশন ইকবালের উদ্যোগে উক্ত লাঞ্চ পার্টির আয়োজন করা হয়। লাঞ্চ পার্টিতে বিএনএফডব্লিউএ এবং বিএন লেডিস ক্লাবের আঞ্চলিক শাখার চেয়ারম্যানগণ, বিএনএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ, বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ অংশ নেন।

ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সারা দেশের মতো কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়। ১৫ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। কর্মসূচিতে ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট এর উদ্যোগে নৌভবনে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে বিএনএফডব্লিউএ ও বিএন লেডিস ক্লাবের আঞ্চলিক শাখার চেয়ারম্যানসহ কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ





ঢাকা নৌঅঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ভিটামিন 'এ' প্রাস ক্যাম্পেইন এর উদ্বোধন করেন বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটি, বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা ও বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। একই দিন চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাইয়ে নৌবাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের ভিটামিন 'এ' প্রাস ক্যাম্পসুল খাওয়ানো হয়।

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান

'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২২' এর অংশ হিসেবে ১৫ জুন কমান্ডার ঢাকা নৌঅঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বেগম মনিরা রওশন ইকবাল একটি গাছের চারা রোপণ করে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। পরে তিনি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সাফল্য কামনা করে মোনাজাতে অংশ নেন। এ সময় বিএনএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটি, বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা এবং বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাবিকদের স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাইয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে ইফতার মাহফিল

১৮ এপ্রিল বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রামের অডিটোরিয়ামে 'এরিয়া ইফতার

মাহফিল-২০২২' এর আয়োজন করা হয়। মাহফিলে বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা, চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ, বিএনএফডব্লিউএ ও বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম, সিজিএফডব্লিউএ ও বিসিজি লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ, মনোনীত জেসিও এবং তদন্ত পদবির নাবিক ও অসামরিক কর্মচারীদের স্ত্রীগণ অংশ নেন। মাহফিলে রমজানের তাৎপর্য আলোচনা

এবং মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। একই মাহফিলে কাপ্তাই উপশাখার উদ্যোগেও পালন করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে দুস্থ মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ

২৩ এপ্রিল বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে কল্যাণমূলক কর্মসূচির আওতায় দুস্থ মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার কোষাধ্যক্ষ উপস্থিত থেকে ইফতার বিতরণ করেন। চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল এ জনহিতকর কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

চট্টগ্রামে ঈদ মেহেদি উৎসব

বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে ৩০ এপ্রিল বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রামের অডিটোরিয়ামে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে 'ঈদ মেহেদি উৎসব-২০২২' এর আয়োজন করা হয়। মেহেদি উৎসবে ৩২০ জন নাবিককন্যা অংশগ্রহণ করেন। উৎসবে বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে ১০ জন প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার এবং ৩১০ জন প্রতিযোগীকে সাধারণ পুরস্কার তুলে দেন। একই উৎসবে কাপ্তাই উপশাখা কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনায় ইনডোর গেমসের পুরস্কার বিতরণ

২৫ মে বিএনএফডব্লিউএ খুলনা শাখার বার্ষিক ইনডোর গেমস ও সহশিক্ষা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংঘের কনফারেন্স হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ খুলনা শাখার চেয়ারম্যান বেগম লুবনা আনোয়ার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে

ঢাকা নৌঅঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২২' এর উদ্বোধন করেন বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল





বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় 'ইফতার মাহফিল-২০২২' অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ ও বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার চেয়ারম্যানসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ

বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ খুলনা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় আন্তর্জাতিক মা দিবস ও বাবা দিবস পালন

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নৌসদরস্থ সাগরিকা হলে ৭ জুন আন্তর্জাতিক মা দিবস ও বাবা দিবস পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম কাজী রেহানা শার্মিন। ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত কর্মকর্তাদের সন্তানদের অংশগ্রহণে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ৩৭ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী সকলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। একই কর্মসূচি বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাই শাখা কর্তৃক পালন করা হয়।

বিএন লেডিস ক্লাবে কোরআন শিক্ষা কর্মসূচি

বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল এর দিকনির্দেশনায় পবিত্র রমজান মাসে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা ও চট্টগ্রাম শাখা কর্তৃক বিনামূল্যে পবিত্র কোরআন শিক্ষা কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কর্মকর্তাদের সন্তানদের

অংশগ্রহণে মাসব্যাপী কোরআন শিক্ষা কোর্সে ঢাকায় ২৩ জন এবং চট্টগ্রামে ৫৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

বিএনএফডব্লিউএ কর্তৃক কোরআন শিক্ষা কর্মসূচি

প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বেগম মনিরা রওশন ইকবাল এর দিকনির্দেশনায় নাবিকদের সন্তানদের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও কাপ্তাই নৌঅঞ্চলে পবিত্র রমজান মাসে বিনামূল্যে কোরআন

শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করা হয়। বিএনএফডব্লিউএ আঞ্চলিক শাখাসমূহ কর্তৃক আয়োজিত উক্ত কোরআন শিক্ষা কোর্সে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাবিকদের সন্তানগণ অংশগ্রহণ করে।

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকার ইফতার মাহফিল

১৭ এপ্রিল নৌসদরস্থ সাগরিকা হলে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় 'ইফতার মাহফিল-২০২২'

অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাহফিলে ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত কর্মকর্তাদের পত্নীগণ ও তাঁদের ১২ বছরের অধিক বয়সী সন্তানগণ অংশ নেন। এ সময় দেশ, জাতি ও নৌবাহিনীর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

ঢাকায় মেহেদি উৎসব

৩০ এপ্রিল নৌসদর সাগরিকা হলে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মেহেদি উৎসবের আয়োজন করা হয়। 'মেহেদি রঙে রাঙানো ঈদ' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত কর্মকর্তাদের পত্নীগণ ও তাদের কন্যাসন্তানগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় কর্মকর্তাদের পত্নী ও ১২ বছরের বেশি বয়সের কন্যাসন্তানদের অংশগ্রহণে মেহেদি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারীদের প্রধান অতিথি পুরস্কৃত করেন। একই উৎসব চট্টগ্রাম ও খুলনা লেডিস ক্লাবের উদ্যোগেও আয়োজন করা হয়।

চট্টগ্রামে লেডিস ক্লাবের ইফতার মাহফিল

১৯ এপ্রিল বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের কর্মকর্তাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য

বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার 'মেহেদি রঙে রাঙানো ঈদ' অনুষ্ঠানে বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল





বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে
বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ চট্টগ্রামের চেয়ারম্যান নাদিয়া সুলতানা। চেয়ারম্যান বিএন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের পত্নীগণ এবং তাঁদের ৮ বছরের বেশি বয়সের সন্তানগণ মাহফিলে অংশ নেয়। এ সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উত্তরোত্তর কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকার ইফতার মাহফিল

১৩ এপ্রিল নাবিক আবাসিক এলাকাসংলগ্ন শহীদ মোয়াজ্জম হলে বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে। মাহফিলে বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া কমডোর ও তদূর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ, বিএনএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটি, বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা ও সিজিএফডব্লিউএ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত নাবিকদের স্ত্রীগণ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় বিএন লেডিস ক্লাবের পুরস্কার বিতরণ

২৫ মে নৌসদরস্থ সাগরিকা হলে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট ও বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। এ সময় প্রধান অতিথি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত কর্মকর্তাদের পত্নীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সংগীত বিষয়ক একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর সফরকারী দলের সম্মানে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকার মধ্যাহ্নভোজ

ভারতের উচ্চপর্যায়ের কারিগরি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেছে। এ উপলক্ষে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখা ১১ মে সফরকারী দলের প্রধান ভারতীয় নৌবাহিনীর ম্যাটেরিয়াল ভাইস এডমিরাল সন্দীপ নাইথানির পত্নী মিসেস মঞ্জু নাইথানির সম্মানে সেন্ট্রাল ওয়ার্ডরুমে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করে। মধ্যাহ্নভোজে আগত

অতিথিবৃন্দের সাথে বিএনএফডব্লিউএ'র কেন্দ্রীয় কমিটি, বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা ও বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার আমন্ত্রিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মিসেস মঞ্জু নাইথানি এবং বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান শুভেচ্ছা স্মারক বিনিময় করেন। মধ্যাহ্নভোজের পূর্বে অতিথিবৃন্দ নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুল এবং বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা পরিচালিত বিভিন্ন স্কুল ও প্রবাল শপ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকার বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৩০ মে বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকার বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। এ ছাড়া বিএনএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা, সিজিএফডব্লিউএ এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, ঢাকা নৌঅঞ্চলের কমডোর ও তদূর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তাদের পত্নীগণ এবং এলপিআরে গমনকারী ক্যাপ্টেন ও তদূর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তাদের পত্নীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা পরিচালিত নৌপরিবার শিশু নিকেতন স্কুলের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় 'নিকেতনে কুঁড়ির মেলা' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল





বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপনায় নৌসদস্যের পত্নীদের মাঝে সুদমুক্ত স্বর্ণে সেলাই মেশিন ও সনদপত্র বিতরণ করেন
বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল

শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা

৯ জুন বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা 'শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা-২০২২' এর আয়োজন করে। প্রতিযোগিতায় নাবিক পরিবারের শিশুদের বয়সভিত্তিক ক, খ এবং গ গ্রুপে আলাদাভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিজয়ী শিশু নির্বাচন করা হয়। এ সময় বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ১৬ জুন শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল।

সুদমুক্ত স্বর্ণে সেলাই মেশিন ও সনদ বিতরণ

বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা ১৬ জুন সুদমুক্ত স্বর্ণে সেলাই মেশিন ও প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। তিনি সেলাই স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ এবং নাবিকগণের স্ত্রীদের মাঝে আত্মকর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বিনা সুদে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা ও বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, সিজিএফডব্লিউএ এর সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় ইনডোর গেমসের পুরস্কার বিতরণ

১৬ জুন বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা শাখা ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বিএনএফডব্লিউএ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিএনএফডব্লিউএ ঢাকা, বিএন লেডিস

ক্লাব ঢাকা, সিজিএফডব্লিউএ এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, ঢাকা নৌঅঞ্চলের কমডোর ও তদূর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তাদের পত্নীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্টের চট্টগ্রাম বোট ক্লাবে বিনুক শপ পরিদর্শন

প্রেসিডেন্ট বিএনএফডব্লিউএ বেগম মনিরা রওশন ইকবাল ২২ জুন চট্টগ্রাম বোট ক্লাবের বিনুক শপ পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে

চট্টগ্রাম বোট ক্লাবে বিনুক শপ পরিদর্শন করেন বিএনএফডব্লিউএ প্রেসিডেন্ট বেগম মনিরা রওশন ইকবাল





স্যাভো আইল্যান্ডের যুদ্ধ

স্যাভো আইল্যান্ডের মূল যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৪২ সালের ৮ ও ৯ আগস্ট। তবে তার আগের কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহ বিশেষ প্রভাব রেখেছিল এই যুদ্ধে। স্যাভো আইল্যান্ডের অবস্থান দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সলোমন দ্বীপপুঞ্জ। এই যুদ্ধকে জাপানিরা সলোমন সাগরের প্রথম যুদ্ধ নামে অভিহিত করে। অন্যদিকে পশ্চিমা ইতিহাসবিদরা একে স্যাভো আইল্যান্ডের প্রথম যুদ্ধ বলেন, কেননা এই দ্বীপাঞ্চলে আরও তিনটি বড় ধরনের নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, স্যাভো আইল্যান্ডের যুদ্ধ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোয় জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনী পরিচালিত অপারেশন গুয়াডালক্যানাল ক্যাম্পেইনের প্রথম নৌযুদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী নৌযুদ্ধ ব্যাটল অব মিডওয়েতে পরাজয়ের ফলে এশিয়ায় জাপানের সম্প্রসারণমূলক নীতি মুখ থুবড়ে পড়ে। এই সুযোগে গুয়াডালক্যানাল ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জে জাপান কর্তৃক দখলকৃত দ্বীপগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য মেরিন সেনা পাঠানো শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। তাদের এই তৎপরতা ঠেকানোর দায়িত্ব পায় জাপানি ভাইস এডমিরাল গুনিচি মিকাওয়ার নেতৃত্বাধীন টাস্কফোর্স। তিনি তার শক্তিশালী কামানসমৃদ্ধ ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার বহর নিয়ে রাতের অন্ধকারে হামলা করে মিত্রবাহিনীর অকল্পনীয় ক্ষতি সাধন করেন। এজন্য স্যাভো আইল্যান্ড যুদ্ধকে বলা হয় ‘মার্কিন নৌবাহিনীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ পরাজয়ের যুদ্ধ’।

দুই পক্ষের শক্তিমত্তা

স্যাভো আইল্যান্ডের যুদ্ধে ইম্পেরিয়াল জাপানিজ নেভির টাস্কফোর্সে ছিল সাতটি ক্রুজার ও একটি

ডেস্ট্রয়ার। মিত্রবাহিনীর রসদ সরবরাহ ও প্রটেকশন গ্রুপের হামলা চালানোর লক্ষ্যে এসব যুদ্ধজাহাজ নিউ ব্রিটেন, নিউ আয়ারল্যান্ড, নিউ জর্জিয়া দ্বীপে থাকা জাপানি নৌঘাঁটি থেকে রওনা দেয়। ভাইস এডমিরাল মিকাওয়ার ফ্ল্যাগশিপ ছিল হেভি ক্রুজার ‘চকাই’। তার বহরে আরও ছিল লাইট ক্রুজার টেনরায়ু ও ইয়ুবাবি ও ডেস্ট্রয়ার ইউনাগি। তার সাথে যোগ দেয় রিয়ার এডমিরাল আরিটোমো গোটোর চারটি হেভি ক্রুজার আওবা, ফুরতাকা, কাকো ও কিনুগাসা।

অন্যদিকে ব্রিটিশ রয়েল নেভির রিয়ার এডমিরাল ভিক্টর ক্রুচলের নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনীর নৌবহরে ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার আটটি ক্রুজার, ১৫টি ডেস্ট্রয়ার ও পাঁচটি নেভাল মাইন সুইপার। যুদ্ধজাহাজগুলো রিয়ার এডমিরাল রিচমন্ড টার্নারের গুয়াডালক্যানাল অপারেশন ফোর্সের নিরাপত্তা দেওয়ার কাজ করছিল। এছাড়া মিত্রবাহিনীর ল্যান্ডিংয়ের সময় জাহাজগুলো ফায়ার সাপোর্ট দিয়ে জাপানিদের পশ্চাদপসরণ ত্বরান্বিত করে।

রিয়ার এডমিরাল ক্রুচলের নিজের জাহাজ ও বহরের ফ্ল্যাগশিপ ছিল হেভি ক্রুজার এইচএমএস অস্ট্রেলিয়া। এছাড়া এইচএমএস ক্যানবেরা, ইউএসএস এস্টোরিয়া, কুইন্সি, ভিসেনেস, ব্লু, শিকাগো জর্জ ইলিয়ট, জারভিস, প্যাটারসন, ব্যাগলিসহ মোট পাঁচটি ক্রুজার ও সাতটি ডেস্ট্রয়ার শ্রেণির জাহাজ এ যুদ্ধে জাপানিদের আক্রমণের শিকার হয়।

জাপানের নিয়ন্ত্রণাধীন দ্বীপে মিত্রবাহিনীর সেনা অবতরণ

১৯৪২ সালের ৭ আগস্ট রিয়ার এডমিরাল রিচমন্ড টার্নারের নেতৃত্বাধীন অ্যাফ্রিবিয়াস ফ্লিট থেকে মিত্রবাহিনীর ১৬ হাজার সেনা ইস্টার্ন সলোমন দ্বীপপুঞ্জের গুয়াডালক্যানাল, তুলাগি ও ফ্লোরিডা আইল্যান্ডে অবতরণ করে। দ্বীপগুলোয় অবতরণের পর মিত্রবাহিনীর সেনারা জাপানিদের ওপর আকস্মিক হামলা চালায়। এতে জাপানিরা হতভম্ব হয়ে পড়ে।

তীব্র লড়াইয়ের পর পিছু হটতে বাধ্য হয় তারা। মার্কিনরা এত সহজে সফলতা লাভ করবে বলে আশাও করেনি।

দ্বীপগুলোর মধ্যে তুলাগিতে কোরাল সি যুদ্ধের সময় জাপানি সি-প্লেন বেজ নির্মাণ করা হয়েছিল, যা ব্যবহার করে মিত্রবাহিনীর ওপর নিয়মিত নজরদারি করা হতো। এছাড়া গুয়াডালক্যানালে জাপানিরা একটি গুরুত্বপূর্ণ এয়ারফিল্ড তৈরির কাজ করছিল, যার নির্মাণ সম্পন্ন হলে সেটি ব্যবহার করে অস্ট্রেলিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের রসদ সরবরাহের শিপিং লাইন বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হতো। মিত্রবাহিনী তাই জরুরি ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে তুলাগির সি-প্লেন বেজ দখল করে এবং অসমাপ্ত এয়ারফিল্ডটি দখল করে নাম দেয় হেভারসন ফিল্ড।

জাপানিরা অবশ্য মিত্রবাহিনীর এই অবতরণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এ সময় নিউ গিনির রাবাবল ঘাঁটি থেকে আসা জাপানি বিমানের হামলায় মিত্রবাহিনীর জর্জ এলিয়ট নামের একটি ডেস্ট্রয়ার ডুবে যায় ও ইউএসএস জার্ডিস নামে আরেকটি ডেস্ট্রয়ার মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুদ্ধজাহাজটি সেই রাতেই মেরামতের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পথ ধরে।

গুয়াডালক্যানাল ও তুলাগি অপারেশনে মিত্রবাহিনীর সার্বিক কমান্ডে ছিলেন ভাইস এডমিরাল জ্যাক ফ্লেচার। এই অপারেশনে ছোটখাটো আকাশযুদ্ধে মার্কিনরা ১৯টি বিমান হারায়। বিপরীতে জাপানিদের ৩৬টি বিমান ভূপাতিত হয়। বোঝাই যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় জাপানের ক্ষয়ক্ষতি ছিল বেশি। এছাড়া জাপানি বিমান হামলায় মার্কিন রসদ সরবরাহ ফ্রপের জাহাজগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি বললেই চলে। এই অবস্থায় জাপানি ভাইস এডমিরাল গুনিচি মিকাওয়ার নৌবহর রাতেই রওনা দেয় যেন মিত্রবাহিনীর সেনাদের জন্য আনা রসদগুলো খালাস কাজ শেষ করার আগেই হামলা করা সম্ভব হয়।

এদিকে জালানি শেষ হয়ে যাওয়ায় ও পরদিন পুনরায় জাপানি বিমান হামলার আশঙ্কায় ভাইস এডমিরাল জ্যাক ফ্লেচার তার এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার নিয়ে বাড়ির পথ ধরেন। স্যাভো আইল্যান্ড যুদ্ধে মার্কিনদের ভয়াবহ পরাজয়ের পেছনে এটিকে কারণ হিসেবে দেখেন অনেক ইতিহাসবিদ।

মিত্রবাহিনীর ভুল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই জাপানিরা রাত্রিকালীন যুদ্ধকৌশল উন্নত করেছিল। জাহাজের কামানের সাইটের সাথে সংযোজন করেছিল আধুনিক নাইট ভিশন টার্গেটিং ইকুইপমেন্ট। এই তথ্য মিত্রবাহিনীর গোয়েন্দাদের জানা ছিল না। এছাড়া ভাইস এডমিরাল ফ্লেচারের ক্যারিয়ারের বিমানগুলো রাতে হামলা করার মতো উপযোগী ছিল না। ফলে মার্কিনরা স্যাভো আইল্যান্ড যুদ্ধের শুরুতেই পিছিয়ে ছিল।

৭ আগস্ট রাতে ভাইস এডমিরাল মিকাওয়া প্রথমে বুকা আইল্যান্ডের উত্তর ও পরের দিন ৮ আগস্ট ভোরে বুগেইনভিল দ্বীপের পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে এসে ৬ ঘণ্টার জন্য নোঙর করেন। এ সময় অন্যান্য ঘাঁটি থেকে আসা জাহাজগুলো তার সাথে মিলিত হয়।

ভাইস এডমিরাল মিকাওয়া জানতেন, রাতে হামলা করতে হলে দিনের বেলা পথ চলা ঠিক হবে না। কারণ মিত্রবাহিনীর গোয়েন্দা বিমানগুলো নিয়মিত টহল দিচ্ছিল। কিন্তু দুপুরের দিকে আকাশ বেশ মেঘলা হয়ে পড়লে তিনি ‘দ্য স্ট্র’ নামে পরিচিত বিপজ্জনক চ্যানেল (পাপুয়া নিউগিনির নিউ ব্রিটেন থেকে নিউ আয়ারল্যান্ড হয়ে নিউ জর্জিয়া সাউন্ড পর্যন্ত চ্যানেল) ধরে রওনা দেন। কিন্তু সেখানে আগে থেকেই ছিল মার্কিন সাবমেরিন ইউএসএস এস-৩৮। মিকাওয়ার বহরের এই সাবমেরিনের সাথে সংঘর্ষ হওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

সাবমেরিনটির নেতৃত্বে থাকা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মুনসনের দায়িত্ব ছিল গোপনে এ চ্যানেল ধরে কোনো জাপানি যুদ্ধজাহাজ চলাচলের চেষ্টা করলে তাকে অ্যাম্বুশ করা। কিন্তু শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজগুলো ইউএসএস এস-৩৮-এর খুবই কাছে এসে পড়ায় সেটি টর্পেডো হামলা করতে পারছিল না। ফলে মুনসন পিছু হটে রেডিওতে সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দেন ঘাঁটিতে।

রেডিওর বার্তায় মুনসন জানান, দুটি ডেস্ট্রয়ার ও তিনটি বড় আকারের জাহাজ তার সাবমেরিনের পেরিস্কোপে শনাক্ত হয়েছে। কিন্তু এই তথ্য পেয়ে মিত্রবাহিনীর নৌ-কর্মকর্তারা ভাবলেন যে, জাপানি জাহাজগুলো হয়তো মার্কিন অধিকৃত দ্বীপগুলো পুনরুদ্ধার করতে এসেছে। এর আগেও একবার ৫১৯ জন সেনা নিয়ে জাপানিরা আক্রমণ করতে এসেছিল। কিন্তু মার্কিন সেনা সংখ্যা তাদের ধারণার চেয়ে বেশি থাকায় আক্রমণ না করেই ফিরে গিয়েছিল। মিত্রবাহিনীর অফিসাররা ভাবলেন এবারও সেই রকম পরিস্থিতিই তৈরি হবে। তাই জাপানিদের ধাওয়া করতে গিয়ে গুয়াডালক্যানালের নৌশক্তি না কমিয়ে বরং রেঞ্জের আসার পরই তাদের আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন তারা। কারণ জাপানের দুটি ডেস্ট্রয়ারকে মোকাবিলা করার মতো শক্তিশালী জাহাজ রিয়ার এডমিরাল ক্রুজলের নৌবহরে রয়েছে।

এদিকে মিকাওয়া স্ট্র চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার পর তার জাহাজগুলোকে ছড়িয়ে পড়তে নির্দেশ দেন এবং মিত্রবাহিনীকে খুঁজতে চারটি সি-প্লেন পাঠান। তবে তার আগেই নিউ গিনি দ্বীপ থেকে আসা রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান এয়ারফোর্সের দুটি বিমান জাপানি নৌবহর শনাক্ত করে। প্রথম বিমানটি জাপানিদের তিনটি ক্রুজার, তিনটি ডেস্ট্রয়ার ও দুটি বিমানবাহী রণতরী দেখতে পাওয়ার বার্তাও পাঠায় রেডিওতে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেদিন নিউ গিনির ফলরিভার রেডিও স্টেশন থেকে মেসেজ রিসিভড হয়েছে—এই মর্মে কোনো ফেরত বার্তা আসেনি। তাই প্রথম বিমানটি তার পেট্রোলিং শেষ না করেই মেসেজ পৌঁছে দিতে ঘাঁটিতে ফিরে আসে। এদিকে দ্বিতীয় বিমানটি দুটি হেভি ক্রুজার, দুটি লাইট ক্রুজার ও একটি অপরিচিত শ্রেণির জাহাজ দেখতে পাওয়ার কথা জানায়। মোট কথা হলো, মিত্রবাহিনী জাপানের এই বহরের সম্পর্কে সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে মিকাওয়া নিরাপদেই গুয়াডালক্যানাল চ্যানেলে প্রবেশ করেন।

মিকাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তিনি স্যাভো আইল্যান্ডের দক্ষিণ দিয়ে গিয়ে নোঙর করে থাকা মার্কিন

নৌবহরের ওপর আচমকা টর্পেডো হামলা করবেন। ততক্ষণে তুলাগিতে থাকা অপর মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলো সতর্ক হয়ে যাবে। তাই তাদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় নাইট ভিশন ইকুইপমেন্ট-সমৃদ্ধ শক্তিশালী কামান দিয়ে দূর থেকে হামলা করা হবে। এরপর স্যাভো আইল্যান্ডের দক্ষিণ দিক দিয়ে জাপানিরা এলাকা ত্যাগ করবে, যেন মার্কিন এয়ারক্রাফটগুলো হামলা করার সুযোগ না পায়।

যুদ্ধে সাফল্য, তবে ভুল ছিল জাপানেরও

স্যাভো আইল্যান্ডে একটি ঘটনা বাদে পুরো যুদ্ধে ছিল একতরফা জাপানি সাফল্য। মিডওয়ের যুদ্ধে চরমভাবে ধরা খাওয়া ফ্লিট এডমিরাল ইয়ামামোতো ভাইস এডমিরাল মিকাওয়ার সাফল্য দেখে তাকে শুভেচ্ছা জানান। তবে মিত্রবাহিনীর ট্রান্সপোর্ট ফ্রপকে হাতের কাছে পেয়েও ধ্বংস না করায় তার ব্যাপক সমালোচনাও হয়। এই ভুলের কারণে পরবর্তীতে দিনের বেলা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও হেভারসন ফিল্ড থেকে আগত এসকর্ট ফাইটারের প্রটেকশন নিয়ে ছোট ছোট কনভয়ের সমন্বয়ে গুয়াডালক্যানালে রসদ সাপ্লাই দেওয়া হয়। এসব কারণে দ্বীপটির দখল পুনরুদ্ধার অভিযানে জাপানের আক্রমণের সময় মিত্রবাহিনী অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য রসদের অভাবে বেকায়দায় পড়লেও তাদের পুরোপুরি পরাজিত করতে পারেনি জাপানিরা। তাই স্যাভো আইল্যান্ড যুদ্ধে জাপান কৌশলগতভাবে জিতলেও ছয় মাস যুদ্ধ করে গুয়াডালক্যানাল ক্যাম্পেইনে শেষ পর্যন্ত হেরে যায়।

অবশ্য স্যাভো আইল্যান্ডের যুদ্ধে মিত্রবাহিনী যত নাবিক হারিয়েছে (১ হাজার ৭৭ জন), পুরো গুয়াডালক্যানাল যুদ্ধেও এতজন মারা যাননি। স্যাভো আইল্যান্ড এই যুদ্ধে জাপানের ১২৯ জন নিহত হন এবং দুটি হেভি ক্রুজার ও একটি লাইট ক্রুজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে মিত্রবাহিনীর চারটি হেভি ক্রুজার ডুবে যায় এবং একটি হেভি ক্রুজার ও দুটি ডেস্ট্রয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ‘স্যাভো আইল্যান্ডের যুদ্ধ ব্যাটল অব দ্য ফাইভ সিটিং ডাকস’ হিসেবেও পরিচিতি পেয়েছে। কারণ জাপানিরা হাঁস শিকারের মতোই জাহাজ ডুবিয়েছে।

যুদ্ধের পর হেপবার্ন তদন্ত কমিশন এই যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর ব্যর্থতার তদন্ত করে। তবে এডমিরাল টার্নার, ডিষ্টর, ফ্লেচার, ম্যাককেইন, ও ক্রুজে তাদের ব্যর্থতা দায় থেকে পার পেয়ে গেলেও ক্যাপ্টেন ফ্রেডেরিক ও হাওয়ার্ড বোডের কোর্ট মার্শাল হয়। ফ্রেডেরিককে আর কখনো জাহাজের নেতৃত্ব দেওয়া হয়নি। ক্যাপ্টেন বোড সাজা হওয়ার আগেই আত্মহত্যা করেন।

ইতিহাসবিদরা বলেন, স্যাভো আইল্যান্ড যুদ্ধে লজ্জাজনক পরাজয়ের ফলে মার্কিন নৌবাহিনীর গর্ব প্রবলভাবে ধাক্কা খায়। এটি অবশ্য তাদের জন্য শাপে বর হয়েছে। এই পরাজয় তাদের নতুন করে কৌশল প্রণয়ন করতে বাধ্য করে। এই পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে প্যাসিফিক থিয়েটারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জিতেছিল মিত্রবাহিনী।



NOUPARIKROMA
a quarterly publication by
Bangladesh Navy

